সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যায় দেওয়ানী মোকদ্দমা

সম্পাদনার্থে যে

আইন

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনলর বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে

নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার

সার সংগ্রহ।

১৭৯৩ অবধি ১৮২৪ সালের শেষপর্য্যন্ত।

তাহাতে নির্ঘণ্ট এবং চলিত আইন যেরূপে শুধরা গিয়াছে তাহার সুবো

ধার্থে জেকের দেওয়া গিয়াছে।

প্রথমতঃ ১৮১৮ সালপর্য্যন্ত শ্রীযুত উলিয়ম ব্লণ্ট সাহেবকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়।

তদবধি শ্রীযুত হেনরি সেক্সপিয়র সাহেবকর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়।

তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা হইয়া।

শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল।

সন ১৮২৮।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তকে ১৭৯৩ অবধি ১৮২৪ সালপর্য্যন্ত সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী মোকদ্দমাসম্পাদনার্থে যে সকল আইন হজুরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সার সংগ্রহ হইল। ফৌজদারী আইনের সারসংগ্রহে যেরূপ লিখিত আছে তদনুসারে এই পুস্তকের কথা শুদ্ধ করা গিয়াছে।

ঐ পূর্ব্বোক্ত সারসংগ্রহে যে কারণ লেখা আছে তন্নিমিত্তে পশ্চিম দিকস্থ অর্থাৎ জয়লব্ধ ও দত্ত দেশের দেওয়ানী মোকদ্দমাসম্পাদনার্থে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই পুস্তকে দেওয়া যায় নাই।

যে আইন রদ হইয়াছে তাহাও লিখিত নাই। চলিত আইন যে রূপে শুধরা গিয়াছে অথবা তাহার সম্পর্ক যে রূপে বিস্তারিত হইয়াছে তাহা পার্শ্বস্থ জেকেরে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। যেখানে কোন কথায় এইং রূপে চিহ্ন দেওয়া গিয়াছে (* † ‡ * *) সেখানে এই জানিবা যে তাহার সন্নিহিত জেকের সেই কথার উপরে খাটিবে। যেখানে পার্শ্বে জেকের আছে এবং মূলের কথায় কোন বিশেষ চিহ্ন নাই সেই খানে এই জানিবা যে সেই জেকের সেই তাবৎ ধারা বা প্রকরণের উপর খাটিবে।

ফোর্ট উলিয়মের অধীন দেশ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের দখল করাঅবধি বাঙ্গলা ও ফসলী ও বিলায়তী ও সম্বৎ ও হিজরীর শক ও তৎসম্বলিত খ্রীষ্টীয়ান শকের ফিরিস্তি।

	বাঙ্গালা ফসলী বিলায়তী সম্বৎ	হিজরী	খ্রীষ্টীয়ানের শক	বাঙ্গালা ফসলী বিলায়তী	হিজরী	সম্বৎ
আপ্রিল	বৈশাখ	জমাদিয়ঃসানী	১৭৬৫	১১৭২	১১৮০	১৮২১
মাই	জ্যৈষ্ঠ	রজব	১৭৭০	১১৭৭	১১৮৫	১৮২৬
জুন	আষাঢ়	শাবান	১৭৭৫	১১৮২	১১৯০	১৮৩১
জুলাই	শ্রাবণ	রমজান	১৭৮০	১১৮৭	১১৯৫	-৩৬
আগস্ট	ভাদ্র	সওয়াল	১৭৮৫	১১৯২	১২০০	১৮৪১
সেপ্তম্বর	আশ্বিন	জেকাদ	১৭৯০	১১৯৭	১২০৫	১৮৪৬
আক্তোবর	কার্ত্তিক	জিলহিজ্	১৭৯৫	১২০২	১ ১০	১৮৫১
নবেম্বর	অগ্রহায়ণ	মহরম	১৮০০	১২০৭	১২১৫	১৮৫৬
দিসেম্বর	পৌষ	সফর	১৮০৫	১২১২	১২২০	১৮৬১
জানুআরি	মাঘ	রবিয়লআউল	১৮১০	১২১৭	১২২৫	১৮৬৬
ফিব্রুআরী	ফাল্গুন	রবিয়ঃসানী	১৮১৫	১২২২	১২৩০	১৮৭১
মার্চ্চ	চৈত্র	জমাদিয়লআউল	১৮২০	১২২৭	১২৩৫	১৮৭৬

নীচে লিখিত আইন রদ হইয়াছে কিন্তু দেওয়ানী আদালতের সহিত সম্পর্ক রাখে।

৯৩	৭	উকীলেরদের নিয়োগ। ১৮১৪ ॥ ২৭ আইনদ্বারা রদ।
--	৪০	এতদ্দেশীয় কমিসানর প্রভৃতির নিয়োগ। ১৮১৪ ॥ ২৩ আইনদ্বারা রদ।
---	৪৬	যোত্রহীনেরা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে। ১৮১৪ ॥ ২৮ আইনদ্বারা রদ।
১৭৯৫	৩৮	মোকদ্দমার উপস্থিত রসুম। ১৭৯৭ ॥ ৬ আইন এবং ১৮১৪ ॥ ১ আইনদ্বারা রদ।
১৭৯৬	৮	সরাসরী মোকদ্দমায় উকীলেরদের রসুম। ১৭৯৮ ॥ ৫ আইন এবং ১৮১৪ ॥ ২৭ আইনদ্বারা রদ।
১৭৯৭	৮	জিলা ও শহর আদালতের উকীল। ১৮১৪ ॥ ২৭ আইনদ্বারা রদ।
---	১৮	চট্টগ্রামের মোকদ্দমা কমিস্যনরের স্থানে অর্পিত হইতে পারে। ১৮১৪ ॥ ২৩ আইনদ্বারা রদ।
১৮০০	৩	রেজিষ্টর হইতে কমিস্যনরের স্থানে আপীল। ১৮০৩ ॥ ৪১ আইন এবং ১৮১৪ ॥ ২৪ আইনদ্বারা রদ।
১৮০৩	৪১	আসিষ্টান্টজজপ্রভৃতি। ১৮১৪ ॥ ২৩ ॥ ২৪ আইনদ্বারা রদ।
১৮০৫	১০	সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজসাহেবের মনোনীতকরণ ও নিয়োগ। ১৮০৭ ॥ ১৫ আইন ও ১৮১৪ ॥ ১২ আইনদ্বারা রদ।
১৮০৬	৮	ইউরোপীয় আমলার প্রতিকূলে নালিশ। ১৮১৩ ॥ ১৭ আইন ও ১৮১৪ ॥ ২ আইনদ্বারা রদ।
১৮১০	৩	যোত্রহীন। ১৮১৪ ॥ ২৮ আইনদ্বারা রদ।
১৮১২	১২	আদালতসম্পর্কীয় কাগজ ও খতের ইষ্টাম্প। ১৮১৪ ॥ ১ আইনদ্বারা রদ।
১৮১৩	৩	আপীল করণীয় মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি। ১৮১৪ ॥ ২৬ আইনদ্বারা রদ।

নীচে লিখিত ফৌজদারীসম্পর্কীয় আইনের ধারা দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।

ফৌজদারীসম্পর্কীয় আইন।	প্রকরণ	ধারা	আইন	সন
মফঃসল আপীল আদালতে জজসাহেবেরদের পরামর্শের অনৈক্য হইলে যে বিধি খাটিবে তাহা।	—	৭	৩	১৭৯৭
দেওয়ানী আদালতের বৎসরে২ বিশ্রাম।	—	২।৩	৩	১৭৯৮
কোম্পানির সঙ্গে বন্দোবস্ত সমাপ্ত হইলে তাঁতি ও মলঙ্গীরা ডিক্রী জারীকর নার্থে কয়েদ হইতে পারে।	—	৩	৯	১৮০১
সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কালকৃত নিয়মে বিশ্রাম অন্যথা করিতে পারেন।	—	১০	১	১৮০৬
উকীলেরা আইনের নকল রাখিবে।	—	১২	১১	—
জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা যে ইউরোপীয় বৃটিস সবজেক্টেরা উইল না করিয়া মরে তাহারদের মরণের সম্বাদ সুপ্রিমকোর্টের রেজিষ্টরসাহেবকে দিবেন।	—	৬	১৫	—
সিপাহী ও জমাদারের প্রতিকূলে কর্জ্জা মোকদ্দমা।	—	২২।২৬	২০	১৮১০
আদালতের ডিক্রী বিনা শ্রীযুত হুজুরের হুকুমে ভূমির ক্রোক।	—	৯।১০।১১	৩	১৮১৮
দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণে রঙ্গপুরের উত্তর পূর্ব্বদিকস্থ কমিস্যনরের ক্ষমতা।	—	৬।৭	১০	১৮২২
জমীদারী সম্পর্কীয় আইন।				
মাল আদালত রদ।	—	২	১১	১৭৯৩
সবিরোধ সীমা আদালতে নিষ্পত্তি হইবে।	—	৩২	৮	—
অতিরিক্ত খাজানার প্রমাণ হইলে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ক্ষতিপূরণে যে জরিমানা করিবেন তাহা।	২	৫১	—	—
অনিয়ম আবওয়াব বসাইলে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে জরিমানা করিবেন তাহা।	—	৫৫	—	—
দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের শুনণীয় বিষয়ে হাত দেওনের জরিমানা।	—	৬১	—	—
অযোগ্য জমীদারেরদের দরখাস্তে জিলার জজসাহেবেরা যাহা করিবেন তাহা।	২	৫	১০	—
কালেক্টরসাহেবের দরখাস্তে জিলার জজসাহেবেরা যেরূপ কার্য্য করিবেন তাহা।	৩	—	—	—
ইষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব প্রাপণার্থে জজসাহেবকে দরখাস্ত দেওয়া যাইতে পারে।	৬	—	—	—
কোর্ট ওয়ার্ডসের যে২ ডিক্রী দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জারী করিবেন তাহা।	২	৩২	—	—
কালেক্টরসাহেবের প্রতিকূলে মোকদ্দমা।	—	৩৬	—	—
কালেক্টরসাহেবের দরখাস্তে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা বাকীদারেরদিগকে কয়েদ করিতে পারেন।	—	৫	১৪	—

	প্রকরণ	ধারা	আইন	সন
যেং স্থানে কালেক্টরসাহেবের প্রতিকুলে ক্ষতিদৃষ্টে আদালতের সাহেবেরা জরিমানা করিতে পারেন্।	২	১২	১৪	১৭৯৩
কালেক্টরসাহেবের হুকুম প্রবঞ্চনা বা জবরদস্তীপূর্ব্বক অন্যথা করার নালিশ আদালতের সাহেবেরা শুনিবেন।	—	১৫	১৪	—
জজসাহেবের ডিক্রীর আপীলের বিষয়ে বিধি।	—	১৬	—	—
কালেক্টরসাহেব কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করিলে জজসাহেব তাহার স্থানে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।	—	২৯	—	—
কালেক্টরসাহেবের হুকুমকরা খরচা বা ক্ষতিদৃষ্টে জরিমানার উসুল আদালতের সাহেবেরা যেরূপে করিবেন তাহা।	—	৩৬	—	—
আদালতের কোন হুকুম মানিতে কালেক্টরসাহেব অস্বীকার করিলে জজসাহেব তাঁহার জরিমানা করিতে পারেন্।	—	—	—	—
কালেক্টরসাহেবের প্রতিকুলে আদালতের হুকুম যেরূপে বাহির হইবে।	—	৩৮	—	—
আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত বোধকারি ব্যক্তিরদের যেং দরখাস্ত জজসাহেব শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন তাহা।	—	৪৬	—	—
১৭৯৩ সালের ১৭ আইনঅনুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা বর্ত্তমান মোকদ্দমার অগ্রে শুনা যাইবে।	—	৩৪	১৭	—
পেনসিয়ানের দাওয়ার নালিশ আদালতের সাহেবেরা শুনিবেন না।	—	১৭	২৪	—
মায়েরী মামুলের বিষয়ের নালিশ জজসাহেব লইয়া নিষ্পত্তি করিবেন।	—	১১	২৭	—
মালগুজারী ভূমি বিক্রয়করণার্থে ডিক্রীর নকল ও তর্জ্জমা রেবিনিউ বোর্ডে প্রেরণ করা যাইবে।	—	২	৪৫	—
ভূমির বিক্রয় আদালতের সাহেবেরা মৌকুফ অথবা বিলম্ব করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন্।	—	১৬	—	—
কালেক্টরসাহেবেরা যে আমলারদের নামে টাকা বা হিসাব বাকী রাখণ বিষয়ে নালিশ করেন্ তাহারদিগকে জজসাহেব কয়েদ করিতে পারেন্। ..	—	—	৩	১৭৯৪
খাজানা বা মালগুজারী মোকদ্দমা শুধরণার্থে আদালতের সাহেবেরা সপ্তাহের মধ্যে এক দিন বা ততোধিক দিন নির্দ্দিষ্ট করিবেন।	—	২২	—	—
যে ডিক্রীতে লাখেরাজ ভূমির স্বত্বের পরিবর্ত্ত হয় সেই ডিক্রীর নকল জজসাহেব কালেক্টরসাহেবের নিকট প্রেরণ করিবেন।	—	৩	৫৮	১৭৯৫
জজসাহেবেরদের ডিক্রীর নকল দেওনবিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৯ ধারার বিধি স্পষ্টীকৃত হইল।	—	৪	—	—
ক্রোকী সম্পত্তির বিক্রয়করণার্থে জজসাহেব কমিস্যনর নিযুক্ত করিবেন।	—	৬	৭	১৭৯৯
খাজানাসম্পর্কীয় মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণে কোন২ আইনে যে বিধি আছে তাহাতে আদালতের সাহেবেরা অতিমনোযোগ রাখিবেন।	—	১৩	—	—
দরখাস্তদ্বারা জজসাহেবকর্ত্তৃক বাকীদারেরদের গ্রেপ্তারকরণ। হুকুম ও সরাসরী বিচার ও কয়েদ।	—	১৫	—	—
সকলপ্রকার ভূম্যধিকারী ও রাইয়তরদের হকের বিষয় আদালতের সাহেবেরা বিচার করিবেন।	৮	—	—	—
আদালতের সরাসরী বিচারের আপীল নাই। উপস্থিত রসুমবিষয়ের বিধি। প্রতিমোকদ্দমায় দস্তাবেজ ও ইষ্টাম্পের কাগজ।	—	১৮	—	—

	প্রকরণ	ধারা	আইন	সন
আদালতের হুকুমের প্রতিবন্ধককরণবিষয়ে মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে। তাহার মূল্য ১০০০ টাকাবধি ৫০০০ টাকাপর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইল।	৮	২৪	৭	১৭৯৯
কোর্ট ওয়ার্ডসের অনধীন অবিভক্ত সংযুক্ত ইষ্টেটের অযোগ্য ভূম্যধিকারিদের মোক্তারকে যে২ গতিকে জিলার জজসাহেব নিযুক্ত করিবেন তাহা।	—	২	—	১৮০০
যাহারা আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তাহারা জিলার জজসাহেবের নিকট অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত দিতে পারে।	—	৭	—	—
১৮১২ সালের ৫ আইনঅনুসারে যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহা সরাসরীরূপ নিষ্পত্তি হইবে।	—	২০	৫	১৮১২
উপরি লিখিত মোকদ্দমা জজসাহেবকর্তৃক কালেক্টরসাহেবের স্থানে অর্পিত হইবে।	—	২১	—	—
কালেক্টরসাহেবের সরাসরী ডিক্রীতে যাহারা অসম্মত হয় তাহারা আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে।	—	২৩	—	—
কোন২ গতিকে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা অবিভক্ত সংযুক্ত ইষ্টেটের মোক্তার নিযুক্ত করিতে পারেন।	—	২৬	—	—
এবং উপযুক্ত কারণ দেখিলে ঐ মোক্তারকে তগীর করিতে পারেন।	—	২৭	—	—
যে অবিভক্ত ভূমিতে তুল্যরূপে রাইয়তেরদের অধিকার থাকে তাহার অংশের বিষয়ে বিরোধ হইলে আদালতের সাহেবেরা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন।	২	৪	১১	১৮১৪
কোন২ মোকদ্দমার যে হিসাব পূর্ব্বে খাজানাসম্পর্কীয় আমলার নিকটে দেওয়া না গিয়া থাকে সেই হিসাব আদালতের সাহেবেরা গ্রাহ্য করিবেন না।	—	১৩	২	১৮১৯
১৮১৯ সালের ২ আইনঅনুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা জজসাহেবকর্তৃক নিষ্পত্তি হইবে। এবং কেবল তাহার খাস আপীল গ্রাহ্য হইবে।	—	—	—	—
পূর্ব্বোক্ত বিধি মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের উপরে খাটিবে।	১	২৬	—	—
১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধি তদ্রূপ আপীলের বিষয়ে খাটিবে না। এইরূপ কোনপ্রকার খাস আপীল গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করণসময়ে যে বিষয়ের বিবেচনা করিতে হইবে তাহা।	২	—	—	—
লাখরাজ ভূমির করবিষয়ে অথবা লাখরাজ ভূমির দখলবিষয়ে দাওয়ার মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হয় তাহার তদারককরণার্থে তাহা কালেক্টরসাহেবের স্থানে অর্পিত হইবে।	—	৩০	—	—
প্রত্যেক মোকদ্দমা আদালতে যেরূপে নিষ্পত্তি হইবে তদ্বিষয়ের বিধি।	—	—	—	—
উপরে লিখিত গতিকে মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের স্থানে অর্পিত হইলে যদি তাঁহার ডিক্রীর আপীল না হয় তবে আদালতের সাহেবেরা তাহা জারী করিবেন।	১০।১১	—	—	—
জিলা আদালতের ডিক্রীর কেবল খাস আপীল হইতে পারে।	১২	—	—	—
কোন২ প্রকার তালুকের বিক্রয়ের সময়ে দেওয়ানী আদালতে রেজিষ্টরসাহেবেরদিগকে হাজির থাকিতে হইবে।	—	৯		—
খাজানার বিষয়ে সরাসরী মোকদ্দমার বিধি সুধরা গেল।	—	১৮		

	প্রকরণ	ধারা	আইন	সন
মাজিস্ত্রেট ও জাইণ্ট মাজিস্ত্রেট ও আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ত্রেট রেবিনিউসম্পর্কীয় হুকুমতাযুক্ত হইলে দেওয়ানী আদালতের অধীন থাকিবেন।	১২	৬	৪	১৮২১
খাজানার রীতিবিষয়ে এবং খাজানার উসুলের মতবিষয়ে দেওয়ানী মোকদ্দমার ডিক্রী যে নিয়মানুসারে করা যাইবে।	—	৯	৭	১৮২২
রেবিনিউ আমলার ডিক্রী আদালতের সাহেবেরা জারী করিবেন এবং তাঁহারা জমার বন্দোবস্তের মধ্যে হাত দিবেন না।	৩	১৪	—	—
কালেক্টরসাহেবের গেপ্তার করণবিষয়ে যেং হুকুম দেওয়ানী আদালতের সাহেবকর্ত্তৃক জারী করা যাইবে তাহা।	—	২২	—	—
কালেক্টরসাহেবের ডিক্রীর পরিবর্ত্তকরণার্থে জান্দামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা মালিসী রুফানামার আপীলের ন্যায় গণ্য হইবে।	২	২৩	—	—
আদালতের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের রোয়দাদ তলব করিয়া তাহা কাগজের সঙ্গে গাঁথিবেন।	—	৩১	—	—
উপরে লিখিত প্রকার মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেব অথবা সদর আমীন অথবা মুনসিফের স্থানে অর্পিত হইতে পারে না।	২	—	—	—
ভূমি বিক্রয় সাব্যস্থহওনের যে পণ হয় তাহার অতিক্রম না হইলে আদালতের সাহেবেরা সেই ভূমির বিক্রয় অন্যথা বা রদ করিবেন না।	—	৪	১১	—
নীলামে যাহারা বিনামে ভূমি ক্রয় করে তাহারদের বিষয়ের সম্বাদ আদালতের সাহেবেরা কালেক্টরসাহেবকে দিবেন।	—	২০	—	—
বিক্রয় সাব্যস্থহওনের বিষয়ে যে নিয়ম করা গিয়াছিল তাহা ভঙ্গ হইলে আদালতের সাহেবেরা সে বিক্রয় রদ করিতে পারেন।	—	২৫	—	—
এবং যদি কোন গতিকে দুঃখ দেখেন তবে তাহার সম্বাদ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান।	—	২৬	—	—
নীলামে যাহারা ভূমি ক্রয় করে তাহারদিগকে দখল দেওনবিষয়ে জিলার জজসাহেব রেবিনিউ আমলারদের সাহায্য করিবেন।	—	২৮	—	—
কোন বিরোধি মহালের দাওয়াদার বকেয়া খাজানা দিলে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ৪ প্রকরণে দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে দখল দেওয়াইতে পারেন।	—	২৯	—	—
কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে কেহ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলে তিনি যে জরিমানা করেন তাহা জিলার জজসাহেব জারী করিবেন।	—	৩৭	—	—

এই পুস্তকে লিখিত আইন।

১৭৯৩	৩	দেওয়ানী মোকদ্দমার এলাকা বিস্তার ও নির্দ্ধার্য্যকরণ। ১ মাই।
—	৪	মোকদ্দমা লওন ও বিচার ও নিষ্পত্তি করণ। ১ মাই।
—	৫	মফঃসল আপীল আদালতের স্থাপন ও বিধি। ১ মাই।
—	৬	সদর দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা ও বিধির নিরূপণ। ১ মাই।
—	১২	দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের পণ্ডিত ও কাজীপ্রভৃতির নিয়োগ। ১ মাই।
—	১৩	দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের আমলার নিয়োগ। ১ মাই।
—	১৫	সুদের হার নিরূপণ। ১ মাই।
—	১৬	মোকদ্দমা সালিসীহওনার্থে অর্পণকরণ। ১ মাই।
—	১৮	দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের রোয়দাদ ও মাসিক রিপোর্ট। ১ মাই।
—	২০	আদালতের সাহেবেরা আইন প্রস্তাবকরণের ক্ষমতাবিশিষ্ট হওন। ১ মাই।
—	২৮	বৃটিস সবজেক্টেরা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের তাবে হওন। ১ মাই।
—	৩৫	স্বর্ণ ও রূপ্যের মুদ্রা শুদ্ধকরণ এবং মুদ্রা কৃত্রিম বা কমীকরণ নিবারণ। ১ মাই।
—	৩৬	উইল ও কাগজাদির রেজিষ্টরী। ১ মাই।
—	৩৯	কাজিয়লকুজ্জাৎ ও জিলার কাজীর নিয়োগ। ১ মাই।
—	৪১	আইনসমূহের ব্যবস্থার ন্যায় সংগ্রহ করণ। ১ মাই।
—	৪৭	মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের পরামর্শের অনৈক্য হওন। ১ মাই।
—	৪৯	সবিরোধ সরহদ্দের বিষয়। ২৮ জুন।
১৭৯৪	৮	রেজিষ্টরসাহেবের ক্ষমতা বিস্তারিত ও নিরূপিতকরণ এবং জিলা আদালতের সাহেবদিগকে মোকদ্দমা ও করসম্পর্কীয় হিসাব রিপোর্টকরণার্থে কালেক্টরসাহেবের স্থানেঅর্পণ করণের ক্ষমতা। ১৪ নবেম্বর।
১৭৯৫	৩৬	রেজিষ্টরসাহেবপ্রভৃতিহইতে জজসাহেবের নিকটে আপীল। ২৭ মার্চ।
—	৫৫	যে যে মোকদ্দমায় টর্নির স্থানে জামিন লওয়া অপ্রয়োজন। ১৩ নবেম্বর।
১৭৯৬	৪	জজ ও মাজিস্ত্রেটসাহেবেরদের অবর্ত্তমানতা। ১৮ মাই।
—	১০	আইনের অর্থকরণে আদালতের সাহেবেরদের অনৈক্য হইলে যে বিধি চলিবেক তাহা। ৭ অক্টোবর।
—	১৩	আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রীর জারী। ১৬ দিসেম্বর।
১৭৯৭	১১	বৃটিস সবজেক্টকর্ত্তৃক মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যে মুচলকার প্রয়োজন। ১৩ অক্টোবর।
—	১২	সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতে আপীল করণবিষয়ে অধিক সীমাকরণ। ২৭ অক্টোবর।
—	১৬	সদর দেওয়ানী আদালতহইতে শ্রীযুত ইংলণ্ডের বাদশাহের নিকট আপীল। ২৪ নবেম্বর।
—	১৯	মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলীকৃত মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরদের স্থানে কাগজপত্রের তর্জ্জমা তলব করিতে পারেন। সেই তর্জ্জমার বেতন। ১৫ দিসেম্বর।
১৭৯৮	১	পণবিশিষ্ট ভূমি বিক্রয়ের প্রবঞ্চনা নিবারণ। ১৯ জানুআরি।
—	২	মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি ও আপীলে জামিন। ৯ ফিব্রুআরি।
—	৫	সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করণের সীমা। উপস্থিত রসুম ও রোয়দাদ। ৫ জুলাই।
১৭৯৯	৫	উইল জারীকরণবিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের হাত দেওনের সীমা। ৩ মাই।

১৭৯৯	৯	জিলা ও শহরের আদালতের দেওয়ানী হুকুমে প্রতিবন্ধককরাণ। ১০ অক্টোবর।
১৮০১	২	সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত। তাহাতে মোকদ্দমাসমূহ শীঘ্র নিষ্পত্তিকরণ। ১২ মার্চ।
১৮০২	৩	দেওয়ানী মোকদ্দমা প্রভৃতিতে আসামীর স্থানে জামিন। ২২ আপ্রিল।
—	৪	ক্ষণেকের নিমিত্তে ঢাকার দ্বিতীয় কোর্ট আপীল হওন। ২২ আপ্রিল।
১৮০৪	৫	এতদ্দেশীয় আমলার নিয়োগ বা তগীর। ১৬ আগষ্ট।
১৮০৫	১	চন্দননগর ও চুঁচুড়াহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল। ১৪ ফিব্রুআরি।
—	২	দেওয়ানী মোকদ্দমাপ্রভৃতি গ্রাহ্য করণবিষয়ে মিয়াদ স্পষ্টীকরণ। ১৮ ফিব্রুআরি।
—	১৪	জিলা কটকে দেওয়ানী আদালতসম্পর্কীয় কার্য্য সম্পাদন। ৫ সেপ্তম্বর।
—	১৫	জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণার্থে কমিস্যনর পদে নিযুক্ত হইতে পারে। ১২ সেপ্তম্বর।
১৮০৬	২	দেওয়ানী আদালতের হুকুমবিষয়ক বিধি স্পষ্টীকরণ ও শুধরণ। ২৭ মার্চ।
—	৭	কলিকাতার সন্নিকটে দেওয়ানী আদালতের স্থাপন। ২৬ আপ্রিল।
—	১০	ইউরোপীয় আমলার বিরুদ্ধে নালিশবিষয়ক কিয়ৎ আইন আদালতসম্পর্কীয় লোকেরদের উপরে খাটাওন। ১৯ জুন।
১৮০৭	১	মফঃসল আপীল আদালতের অন্যং জজসাহেবেরদের অবর্ত্তমানেতে এক জন জজসাহেব যে কার্য্যাদি করিতে পারেন তাহা। ২৯ জানুআরি।
—	১৫	সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরদের নিয়োগ। ২৩ জুলাই।
১৮০৮	১৩	যে দেওয়ানী মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলকরণীয় সেই মোকদ্দমা প্রথমতঃ মফঃসল আপীল আদালতকর্ত্তৃক শ্রবণীয়। ৩০ দিসেম্বর।
১৮০৯	৮	আদালত ও রেবিনিউ ও তেজারতসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় আমলারদের নিয়োগ ও তগীর।
১৮১০	১৩	মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্রকরণ ও মোকদ্দমা মুকাবিলাকরণের সাহায্য। ৪ মাই।
১৮১১	১২	সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরদের সংখ্যাবৃদ্ধি। ২৭ আগষ্ট।
১৮১২	৪	যে মোকদ্দমায় এতদ্দেশীয় রাজাপ্রভৃতি এক পক্ষে হন সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ও তাহার জওয়াব দিতে সরকারের ক্ষমতা। ২৪ আপ্রিল।
—	১৬	চব্বিশ পরগনার জজসাহেবের ছোট আদালতের ডিক্রীর জারীকরণবিষয়ে ক্ষমতা। ১৫ আগষ্ট।
—	২০	কাগজপত্রাদি রেজিষ্টরীকরণের বিধি শুধরণ। ১৭ অক্টোবর।
১৮১৩	৬	জমীবিষয়ক মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণকরণ এবং জবরদস্তী বেদখলের বিধি শুধরণ। ১০ জুলাই।
—	১৭	ইউরোপীয় আমলার বিরুদ্ধে নালিশ ও দরখাস্তের অনুসন্ধান লইবার বিধি শুধরণ। ২৪ দিসেম্বর।
১৮১৪	২	আমলার প্রতিকূলে নালিশ ও দরখাস্তের বিধি শুধরণ। ২৯ জানুআরি।
—	৫	কোর্ট আপীল ও দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরদের নিয়োগের বিষয়ে আইন শুধরণ। ১৯ মার্চ।
—	১৪	চব্বিশ পরগনার ২ আলাহিদা ২ এলাকায় বিভাগকরণ। ১৪ জুন।
—	২১	জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে আপনারদের মহাজনেরদিগকে আপনারদের তাবে সরকারী কর্ম্মে ভর্ত্তি করণের নিষেধ। ৪ অক্টোবর।
—	২৩	মুনসিফ ও এতদ্দেশীয় কমিস্যনর ও সদর আমীনের পদ ও ক্ষমতা ও কার্য্যের বিষয়ে যে বিধি নিরূপিত ছিল তাহা শুধরা ও পরিষ্কৃত হইয়া ১ আইনের মধ্যে সংগৃহীত হইল। ২৯ নবেম্বর
—	২৪	আসিষ্টান্টজজের পদ রদ হইল এবং জিলা ও শহরের আদালতের ধারা ও এলাকা শুধরা গেল ২৯ নবেম্বর।

১৮১৪	২৫	সদর দেওয়ানী ও মফঃসল আপীল আদালতের মূল ব্যবস্থা ও এলাকা শুধরণার্থে এবং সেই আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা অধিক শীঘ্রুরূপে নিষ্পত্তিকরণার্থে এবং নিজামৎ আদালতে ও দায়ের ও সায়েরী আদালতের এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে যে ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন তাহার অধিক স্পষ্টরূপে জ্ঞাপনার্থে। ২৯ নবেম্বর।
—	২৬	খাস ও সরাসরী আপীলের গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে বিধি শুধরণ। এবং আদালতে মোকদ্দমা ও আপীলে সওয়াল জওয়াব ও হুকুম ও ডিক্রীর জারীবিষয়ে যে বিধি চলিত আছে তাহা শুধরণ। এবং ১৮১৪। প্রথম আইন শুধরণ ও স্পষ্টীকরণ। ২৯ নবেম্বর।
—	২৭	দেওয়ানী মোকদ্দমায় উকীলেরদের বিষয়ে নানা আইন এক আইনেতে সংগ্রহকরণ। ২৯ নবেম্বর।
—	২৮	যোত্রহীন ব্যক্তিকর্ত্তৃক মোকদ্দমা উপস্থিত বা জওয়াব দেওনবিষয়ের বিধি শোধনপূর্ব্বক এক আইনে সংগ্রহকরণ। ২৯ নবেম্বর।
১৮১৫	২	১৮১৪॥২৪ আইনের ১২ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি বিস্তারকরণ। ১৮ আপ্রিল।
১৮১৬	৪	দেওয়ানী জেহেলপ্রভৃতিতে কয়েদী ব্যক্তিরদের রক্ষণাবেক্ষণ। ৯ ফিব্রুআরী।
—	৮	আদালতসম্পর্কীয় বিষয়ের সুপ্রিন্টেণ্ডেণ্ট ও স্মারকের পদ নিযুক্তকরণ। ২৯ মার্চ্চ।
—	১৫	যে দেওয়ানী মোকদ্দমায় এতদ্দেশীয় হুদ্দাদার সিপাহী কোন এক পক্ষ থাকিবে তাহার নিষ্পত্তিকরণ। ১০ জুন।
১৮১৭	৩	৬৪ টাকার অনূর্দ্ধ কতক মোকদ্দমা ও আপীলে উভয় পক্ষেরদের খরচ কমাওন এবং ১৮১৪। ১ এবং ২৩ আইন শুদ্ধকরণ ও পরিষ্কার করণ। ৩ জানুআরি।
—	৫	গুপ্ত ধনেরবিষয়ে সরকারের ও সরকারভিন্ন অন্য লোকেরদের স্বত্ব নির্দ্ধার্য্যকরণ। ২৮ ফিব্রুআরি।
—	৮	১৮১৩।১৭ আইন শুদ্ধকরণ। ২ মার্চ।
—	১৮	দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের পণ্ডিত মৌলবীরা আপন২ পদের যে সুকৃতি করিবে তাহার বিধি শুধরণ। ১৬ সেপ্তম্বর।
—	১৯	দেওয়ানী মোকদ্দমা চালানবিষয়ের বিধি এবং বকেয়া খাজানা সরাসরী হুকুমে উশুল করণ বিষয়ের বিধি শুদ্ধ ও পরিষ্কার করণ। ১৬ সেপ্তম্বর।
১৮১৮	৫	কটকে দেওয়ানী মোকদ্দমা চালানার্থে কমিস্যনরের নিয়োগ। ২৮ আপ্রিল।
১৮১৯	৯	খাস আপীল লওনবিষয়ে বর্ত্তমান বিধি শুধরণ। কলিকাতানিবাসি ব্যক্তিরদের ... মার খরচার জামিন চাহন ও কোন২ গতিকে জিলা ও শহরের ও মফঃসল আপীল আ... রেজিষ্টসাহেবেরদের পরাক্রম বিস্তার করণ। ২ অক্টোবর।
১৮২১	২	মুনসিফেরদের ক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ ও খাস মোকদ্দমায় সদর আমীনেরদের ক্ষমতা বৃদ্ধিকর... জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেব ও সদর আমিনেরদিগকে কতক উপরি কার্য্যকরণের ক্ষমতা... মুনসিফেরদের সংখ্যার বৃদ্ধিকরণ। সদর মোকামহইতে ভিন্ন যে কোন স্থানে রেজিষ্টরসা... পন কাছারী বসান সেইখানে সদর আমীনেরদিগকে আপনারদের কাছারী বসাইতে ক্ষম... ওন। সেইরূপ রেজিষ্টরসাহেবের সমক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের বর্ত্তমান বিধি শুধরণ ... নের যে ভাগে দেওয়ানী মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবেরা আপনারদের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দ... রসুম লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহা রদকরণ। সদর দেওয়ানী ও মফঃসল আপীল আদাল... ডিক্রী জারীকরণবিষয়ে যে বিধি তাহা শুদ্ধকরণ। এবং মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টরসা... বেরপদ রদকরণ। ১৯ জানুআরি।
১৮২৩	৬	নীজের চাস ও নীল গাছ দাখিল করণবিষয়ে কিয়ৎ লিখিত কবুলিয়তের জারীকরণার্থে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের ক্ষমতা দেওন। ১৬ জুলাই।

১৮২৩	৭	কোম্পানির চিহ্নিত চাকরেরদিগের আপনারদের তাবেদার ও আপনারদের বশতাপন্ন লোকেরদের স্থানে টাকা কর্জ্জ লওনের নিষেধ। ৩০ অক্টোবর।
১৮২৪	৩	যেং গতিকে রেজিষ্টরসাহেবেরদের এলাকা বিস্তার করিতে সরকারের ক্ষমতা। ১২ ফিব্রুআরি।
—	৪	কাগজপত্রের রেজিষ্টরী যে অধিক উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয় তদ্বিষয়ে বিধি। ১২ ফিব্রুআরি।
—	৫	১৮২৩॥ ৬ আইন উড়িষ্যা ও বারাণস ও বেহার ও দক্ষদেশের উপরে খাটাওন। ৪ মার্চ।
—	১১	জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগকে সরেজমীনে তদারককরণার্থে আপনং রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে প্রেরণ করিতে ক্ষমতা দেওন। ১৫ জুলাই।
—	১৩	সদর আমীনের পদবিষয়ে নূতন বিধি স্থাপনকরণ। ২২ জুলাই।
—	১৪	বকেয়া খাজানা অথবা খাজানা উসুলকরণবিষয়ে সরকারী মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের স্থানে অর্পণকরার বিষয়ে যে বিধি চলিত আছে তাহা শুধরণ। ২২ জুলাই।
—	১৫	জবরদস্তী বেদখলের বিষয়ে অথবা ভূমির দখলে বা অন্য সম্পত্তিতে অত্যাচার করণবিষয়ে সরাসরীরূপে তদারক করিতে মাজিস্ত্রেট ও জাইণ্ট মাজিস্ত্রেটসাহেবদিগকে ক্ষমতাপন্নকরণ। ২২ জুলাই।

নির্ঘণ্ট।

দেওয়ানী আইনের খোলাসা।

---

৩ আইন।　　　　১৭৯৩

২ ধা॥ যে জিলা ও শহরে যে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইবে তাহা যে নামে খ্যাত হইবে।

৩ ধা॥ একং আদালতের ভার একং জজসাহেবের প্রতি হইবে সেইং জজসাহেব শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অথবা তৎকর্তৃক আজ্ঞপ্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ সুকৃতি করিবেন।

জজসাহেবেরদের সুকৃতি।

৪ ধা॥ প্রত্যেক জিলার ও শহরের আদালতের এলাকা।

আদালতের এলাকা।

৫ ধা॥ সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন ও আবশ্যক হইলে ততোধিক দিন আদালতে জজসাহেবদিগের বৈঠক হইবে। জজসাহেবেরা ক্রমে তিন দিন আদালতে বসিতে না পারিলে তাহার হেতুসম্বাদ সদরদেওয়ানী আদালতে দিবেন। আদালতের দিবস দরবারের সময়ছাড়া সময়ান্তরে কোন হুকুম বা বিধি বা রোয়দাদ বা ডিক্রী দিবেন না।

আদালতের দিন।

৬ ধা॥ সকল আদালতে একং মোহর থাকিবেক। সে মোহরের প্রস্তার। সে মোহরে যাহা অঙ্কিত হইবে। মোহর জজসাহেবের জিম্মাতেই থাকিবেক।

আদালতের মোহর।

৭ ধা॥ শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাদশাহের প্রজা সাহেবলোকছাড়া সমস্ত লোক জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের তাবে হইবেক।

৮ ধা॥ যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে আদালতের এলাকায় যদি সে মোকদ্দমার কারণ উৎপন্ন হইয়া থাকে অথবা আসামী সে আদালতের এলাকাবাসী হয় তবে সে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা * দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইবে

যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্য।

[১৮০৮॥ ১৩ আ॥ ২ এবং ৩ ধারাদ্বারা স্বধরা।]

৯ ধা॥ বর্জনীয় কথাব্যতিরেকে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাদশাহের প্রজা কোন সাহেব এতদ্দেশাদির নিবাসি লোক অথবা সপ্তম ধারায় লিখিত অন্যং ব্যক্তিরা সে সাহেবের নামে সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকার অনূর্দ্ধ এমত দেওয়ানী কোন মোকদ্দমায় নালিশ করণমতে সেই সাহেব দেওয়ানী আদালতে তাহার জবাব দিবার অর্থে ১৭৯৩ সালের ২৮ আইনের নিয়মানুসারে মুচলকা লিখিয়া দেওনব্যতিরেকে কলিকাতার বাহির দশ মৈলের অধিক অন্তরে বসতি করিতে পারিবেন না।

বৃটিস বাদশাহের প্রজা।

৩ আইন।

ডিক্রীর আপীল হই বার কথা।

২০ ধা॥ সকল জিলা ও শহরের আদালতের সকল ডিক্রী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের লিখিত দাঁড়াক্রমে মফঃসল আপীল আদালতে আপীল হইতে পারে ও জজ সাহেবেরা সর্ব্বদাই আপনারদের আদালতের সমস্ত ডিক্রীপত্রে সেই ডিক্রীর হেতু লিখিবেন।

২১ ধা॥ যে কোন বিষয়ে কোন বিশেষ হুকুম নাই সে স্থলে যথার্থক্রমে ন্যায্য বোধে জজসাহেবেরা কর্ম্ম করিবেন।

---

৪ আইন।

সওয়াল জওয়াব।

[শুধরা ১৮ ১৬॥ ১৫ আ॥ দেখ।]

২ ধা॥ ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা উভয়ের উকীলেরদের দ্বারাব্যতিরেকে নালিশের আর্জি ও তাহার জওয়াব লওয়া যাইবে না এবং সে মোকদ্দমার কোন সময়ে সাক্ষিরদের বাচনিক সাক্ষ্যবিনা আদালতে অন্য কোন ব্যক্তির কথা শুনা যাইবে না।

৩ ধা॥ নালিশী আর্জিতে নালিশের কারণ স্পষ্ট লেখা থাকিবে যদি নালিশ ভূমি বিষয়ে হয় তবে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্নের বেওরা লিখিতে হইবে। সাম্বৎসরিক উৎপন্ন শব্দের অর্থ। ভূমিবিনা স্থাবর বস্তুবিষয়ে নালিশ হইলে দরখাস্তে আন্দাজি ক্ষতি ও আসামীর নাম ও যে কালে সে দাওয়ার হেতু হইল সে সকলের বেওরা থাকিবে। সে দরখাস্ত ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীলকর্ত্তৃক স্বাক্ষরীকৃত হইবে এবং যে ক্রমেতে তাহা মিসিলে দেওয়া যায় তৎক্রমানুসারে জজসাহেব তাহার নম্বর ও তারিখ লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং যেং অক্ষরে পারসী কিম্বা হিন্দুস্থানী ভাষা লেখা যায় সেইং অক্ষরে ইহার এক ভাষায় সওয়াল জবাবের বহীতে লিখিয়া রেজিষ্টরী করাইবেন।

৪ ধা॥ ফরিয়াদীর নালিশের আর্জির বেওরাতে আসামী যদি কোন আপত্তি দেখে তবে আপনার জওয়াবে সে আপত্তি লিখিবে তাহা না লিখিলে ফরিয়াদীর আর্জি এপর্য্যন্ত যথার্থ বোধ হইবেক যে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের যোগ্য কি না।

মোকদ্দমার ক্রম।

[১৭৯৭॥ ১১আ॥ ৩ ধারা॥ এবং ১৮০২॥ ৩ আ॥ ২ ধারা এবং

৫ ধা॥ নালিশ হইলে জজসাহেব আসামীর নামে তলবচিঠী * করিবেন। তলবচিঠীর পাঠ। আসামী আপন হাজিরের জামিন দিবে। হাজিরজামিন হুকুমানুসারে আসামীকে হাজির করিতে না পারিলে তাহার যে বিপত্তি। আসামী জামিন না দিলে কয়েদ হইবে। নাজির নিরূপিত দিবসে তলবচিঠী পুনর্ব্বার আ

দালতে দাখিল করিবে ও তাহার পৃষ্ঠে তাহা জারী হইবার তাবৎ বেওরা লিখিবে। আসামী হাজির হইলে জজসাহেব আপন বিবেচনানুসারে জওয়াব দিবার এক দিন নিরূপণ করিবেন। তাহার পর যে দিনে আদালতের বৈঠক হয় সে দিনে ফরিয়াদী দরজওয়াব দিবে। সে দরজওয়াবে যাহা থাকিবে। রদ্দজওয়াব সেই দিবসে দাখিল হইবেক। সে রদজবাবে যাহা লিখা উচিত। তৎপরে সে মোকদ্দমায় আর কোন আর্জি গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু যদি আসামী অথবা ফরিয়াদী ভুলক্রমে কিম্বা অপর হেতুতে আবশ্যক কোন বিষয় ছাড়িয়া থাকে তবে জজসাহেব সে বিষয়ের দ্বিতীয় দরখাস্ত * দিতে অনুমতি করিতে পারেন। সে দ্বিতীয় দরখাস্তের কেবল এক জওয়াব ও দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব হইতে পারে। আসামী রদ্দজওয়াবের নির্দ্ধারিত দিবসে তাহা দাখিল না করিলে রেজিষ্টর সাহেব * তাহার বদলে রদ্দজওয়াব আপনি দিবেন।

[১৮০৬॥ ২ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

[শুধরা। ১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ৬ ধারা দেখ]

সাক্ষিরদের হাজির। [১৮১৪ ॥ ২৬ আ ১২ ধারা দেখ।]

৬ ধা॥ রদ্দজওয়াব দাখিল করিবার পর জজসাহেব যত শীঘ্র পারেন মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিবেন কিন্তু এ বিচারের আট দিন * পূর্ব্বে উভয়কে তাহার সম্বাদ দিতে হইবে। মোকদ্দমাতে সাক্ষিরদিগকে যেরূপে হাজির করা যাইবে। সাক্ষী হাজির না হইলে বা হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হইলে যদ্যপি আদালতে এমত প্রমাণ দেওয়া যায় যে তাহারদের সাক্ষ্য না হইলে নয় তবে তাহারদিগকে ধরিবার কারণ দস্তক পাঠান যাইবে ও জজসাহেব তাহারদের স্থানে পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরিমানা ইলতে পারিবেন ও যেপর্য্যন্ত তাহারা সাক্ষ্য দিতে অথবা আপনারদের জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার না করে তাবৎ তাহারদিগকে কয়েদ রাখিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি সাক্ষিকে তলব করায় তাহার স্থানে সাক্ষির খরচা দেওয়াইতে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে। যে ব্যক্তি সাক্ষির খরচ না দেয় সে মোকদ্দমায় সে সাক্ষির উপকার হৃত হইবে এবং ডিক্রীজারী হইলে যে পর্য্যন্ত তাহার খরচ না দেয় সেপর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবে। সাক্ষিরদিগকে শপথ করাইতে হইবে। বিষয়বিশেষে শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিনামা লওয়া যাইবেক। সুকৃতিনামার পাঠ। সাক্ষিরদের জবানবন্দীব লেখা যাইবে এবং সাক্ষিকর্ত্তৃক স্বাক্ষরীকৃত হইবে। একরারনামা ও জবানবন্দী মোকদ্দমার সময় স্পষ্টরূপে আদালতে দাখিল হইবে। যদি তদ্বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি হইবে। একরারনামাতে নম্বর বিলি থাকিবে। যে মান্য স্ত্রীলোককে হাজিরকরাণ অনুচিত তাহার জবানবন্দী লিখিত জিজ্ঞাসানুসারে কমিসনরদ্বারা লওয়া যাইবে। আদালতের কাছারীহইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে ও আদালতের এলাকার বাহিরে যে সকল সাক্ষিরদের বাস তাহারদের সাক্ষ্য যেরূপে লওয়া যাইবেক। এতদ্রূপ সাক্ষিরদের হাজিরহওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য হইলে যেপ্রকারে তাহারদিগকে হাজির করা যাইবেক। জজসাহেব কোন একরারনামা অথবা জবানবন্দী অগ্রাহ্য করিলে যাহা কর্ত্তব্য।

উকীলের খরচা।

একরার নামা।

মান্য স্ত্রীরদের সাক্ষ্য বা দূরনিবাসির সাক্ষ্য।

৪ আইন।

ডিক্রী জারীকরণ।

[শুধরো ১৮১৪॥ ২৬ আ ॥ ১৫ ধারা দেখ।]

৭ ধা॥ জজসাহেব উভয়ের উত্তরপ্রত্যুত্তর শুনিয়া এবং একরারনামা লইয়া ও বিবেচনা করিয়া এবং সকল জবানবন্দীর বিবেচনা করিয়া ডিক্রী করিবেন। আসামীর স্থাবর অথবা অস্থাবর ধন ক্রোক কিম্বা বিক্রয় করণদ্বারা কিম্বা আবশ্যক হইলে আসামীর শরীর কয়েদ করণদ্বারা আদালতের ডিক্রীর মতাচরণ * করিবেন।

কর্জা আসামীর খোরাকী।

[১৮০৬ ॥ ২ আ॥ ১২ ধারা দেখ।]

৮ ধা॥ ফরিয়াদীর দরখাস্তে আসামী কয়েদ হইলে ফরিয়াদীর স্থানে আসামীর খোরাকী বলিয়া প্রত্যহ * চারি আনার বেশী ও এক আনার ন্যূন লওয়া যাইবেক না। ঐ খোরাকী যাহাকে ও যখন দিতে হয়। ফরিয়াদী এক মাসপর্য্যন্ত খোরাকী না দিলে নাজির তাহার রিপোর্ট জজসাহেবের নিকট দিবে। জজসাহেব সে রিপোর্ট পাইলে যে উদ্যোগ করিবেন। নিরূপিত সময়ে খোরাকী দাখিল না হইলে আসামী মুক্ত হইবেক। আদালতের কোন হুকুম অন্যথাকরণজন্য আসামী কয়েদ হইলে তাহার খোরাকী ফরিয়াদী দিবে না।

ভূমিবিষয়ক ডিক্রী।

[১৭৯৫ ॥ ৫৮ আ ॥ ৩ এবং ৪ ধারা দেখ।] [রেবিনিউ।]

৯ ধা॥ সকল জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা আপনারদের আদালতে সকর ভূমির বিষয়ে যে ডিক্রী করেন ও সকর ভূমির বিষয়ে অন্য যে ডিক্রী জারী করিতে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা সদরদেওয়ানী আদালতহইতে তাহারদের প্রতি হুকুম হয় সে সকল ডিক্রীর নকল * দশ দিবসের মধ্যে কালেক্টরসাহেবেরদের ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের নিকট পাঠাইবেন। জজসাহেবেরা সে সকল ডিক্রীর খোলাসা করিবেন। সেই খোলাসা যে পাঠে লেখা যাইবেক।

সওয়াল জওয়াব না করিল যাহা ঘটে।

১০ ধা॥ ফরিয়াদী ছয় হপ্তার মধ্যে মোকদ্দমার উত্তরপ্রত্যুত্তর না করি[illegible] এবং সেই বিলম্বের বিশিষ্ট হেতু জানাইতে না পারিলে মোকদ্দমা ডিস্মিস করা যাইবে। সে মোকদ্দমার খরচা আসামীর হকে ডিক্রী হইবে। জজসাহেব সেই মোকদ্দমা ডিস্মিস করিলে অথবা ছয় হপ্তার পর তাহা শুনিলে তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

[১৮০৬ ॥ ২ আ ॥ ৩ ধারা দেখ।]

একতরফী মোকদ্দমা।

১১ ধা॥ আসামীর উপর তলবচিঠী জারী হইতে না পারে এমত স্থানান্তরে আসামী পলাইলে * জজসাহেব পোনর দিনের কম না হয় এমত মিয়াদের মধ্যে হাজির হওনবিষয়ে এক ইশ্‌তিহার ও পূর্ব্ব তলবচিঠীর এক নকল তাহার দ্বারে লট্‌কাইতে হুকুম দিবেন। নাজির তদনুসারে কার্য্য করিয়া সেই ইশ্‌তিহার এবং যে সময় ও যে স্থানে তাহা লট্‌কান যায় তাহার রেওরা লিখিয়া তাহা পুনর্ব্বার আদালতে দাখিল করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার রোয়দাদের সঙ্গে গাঁথা যাইবে। যদি সেই আসামী নিরূপিত দিনে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া জওয়াব না দেয় অথবা ফরি

৪ আইন।

য়াদীর দাওয়ার ন্যায্য স্বীকার করে তবে জজসাহেব কেবল ফরিয়াদীর সকল এজহার ও তাহার সাক্ষিরদিগের জবানবন্দীর তজবীজ করিয়া যেরূপে আসামী হাজির হইলে ও জওয়াব দিলে মোকদ্দমা ও ডিক্রীর হুকুম দিতেন সেইরূপ মোকদ্দমার ডিক্রী করিবেন।

জামিন।

১২ ধা॥ আসামীর হাজিরজামিন হাজির না হইলে অথবা হাজির হইয়া দাওয়ার জওয়াব না দিলে আসামীর স্বরূপ তাহার উপর নালিশ হইতে পারে। ইহাতে ফরিয়াদী উপরে লিখিত নিয়মানুসারে আসামীর প্রতি উদ্যোগ করিতে পারে।

আদালতের হুকুম যেরূপে জারী হইবে।

১৩ ধা। সম্ভ্রান্ত স্ত্রীর উপর তলবচিঠী জারী করণ বিনা আদালতে কাহারো অনুরোধ না করিয়া সকল হুকুম ও ডিক্রী জারী হইবেক। ঐ স্ত্রী লোকেরদের উপর উকীলদ্বারা যেরূপে তলবচিঠী জারী হইবে। নাজির তলবচিঠী জারী করিয়া তাহা পুনর্ব্বার আদালতে দাখিল করিবে ও যেরূপে তাহা জারী করিয়াছে তাহার বেওরা তাহার পৃষ্ঠে লিখিবে। তলবচিঠী জারী হইতে না পারিলে ও আসামী হাজির না হইলে জজসাহেব একতরফা ডিক্রী করিবেন।

মিথ্যাসাক্ষির বিষয়।
[১৮০১ ॥ ৩ আ॥ এবং ১৮০৭॥ ২ আ॥ এবং ১৮১৭ ॥ ১৭ আ॥ দেখ।]

১৪ ধা॥ কোন সাক্ষী কিম্বা অন্য কোন কেহ কোন মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে* জজসাহেব তাহারদিগকে শীঘ্র কয়েদ করিবেন পশ্চাৎ সে এলাকার দায়ের ও সায়েরের আদালতের সাহেবের নিকট তাহারদের অপরাধের বিচার হইবেক।

হিন্দু ও মুসলানের ব্যবস্থা।
[১৭৯৮॥ ২ আ ৪ ধা রাদ্বারা স্পষ্টীকৃত।]

১৫ ধা॥ উত্তরাধিকারিত্বের ও বিবাহ ও জাতি ও সকল পুণ্যক্রিয়াবিষয়ক মোকদ্দমার ডিক্রী লোকেরদের মতানুসারে অর্থাৎ হিন্দুর শাস্ত্র ও মুসলমানের শরার মতে করা যাইবে এবং তদ্বিষয়ে পণ্ডিত ও মৌলবিরা ব্যবস্থা দিবেন *।

পণ্ডিত ও মৌলবির নিকট প্রশ্ন।

১৬ ধা॥ জজসাহেব মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যর্থে তাহার বেওরা আইনের মতে যাহার স্থানে জিজ্ঞাসা করিবার বিশেষ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহাছাড়া অন্য কাহারো স্থানে ডিক্রীকরণ উপলক্ষে কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন না অথবা রিপোর্ট লইবেন না। কিন্তু ইহাতে পণ্ডিত ও মৌলবির স্থানে শরা ও শাস্ত্রের প্রশ্ন করিতে বাধা হইবে না যে সময় তাহারদের প্রতি এমত প্রশ্ন করণের আবশ্যক হয় তখন জজসাহেবের যে সওয়াল করণের ইচ্ছা হয় তাহা লেখাইয়া তদুপরি স্বাক্ষর করিয়া মৌলবি ও পণ্ডিতেরদিগকে তাহার জওয়াব লিখিবার কারণ দিবেন এবং মৌলবি ও পণ্ডিতেরা আপনাদের উত্তরে স্বাক্ষর করিবেন ও সে উত্তরের পত্র প্রশ্নের পত্রের সহিত গাঁথা যাইবে। সওয়াল করিবার ও উত্তর দিবার তারিখ তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা থাকিবেক।

থেক। সে অপরাধী নিয়মিত কালের মধ্যে হাজির না হইলে অথবা হাজির হইলে তাহার অপরাধ প্রমাণীকৃত হইলে যে ভূমির উপর বাধা করা গেল সে জমীদারী অথবা ভূমি সরকারে জব্দ* করিবেন। কিন্তু যদি সেই অপরাধির ভূমির সরহদ্দের অন্তর সে বাধা করা গিয়া থাকে তবে সেই আদালতের এলাকার মধ্যে অপরাধির অন্য যে ভূমি থাকে তাহাই জব্দ করিবেন। তাহাতে ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১২ ধারানুসারে নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে যদি সেই অপরাধী আপীল না করে তবে জজসাহেব সে মোকদ্দমার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে দাখিল করিবেন। সেই মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে আপীল হইয়া সেখানেও তাহার পূর্ব্ব ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিলে ও ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে পুনর্ব্বার অপীল না হইলে ঐ মফঃসল আপীল আদালত তাহার ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইবেন। মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে এবং সে ডিক্রী সেখানে সাব্যস্থ থাকিলে সদরদেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই ডিক্রী ও রোয়দাদের নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইবেন। কিন্তু জব্দকরা ভূমির রাজস্ব বৎসর হাজার টাকার অধিক না হইলে এই ধরানুসারে মফঃসল আপীল আদালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল হইতে পারে না। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে তাহার ভূমির উৎপন্নের বিষয় তজবীজ করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন এবং ন্যায় বা অন্যায় বুঝিয়া আপীল গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। অপরাধির ভূমিজব্দের ডিক্রী হইলে শ্রীযুত এই ক্ষমতা রাখেন যে চারি হপ্তার মধ্যে* তাহা সাব্যস্থ করেন অথবা তাহার পরিবর্ত্তে জরিমানা করেন। যদি জমীজব্দের পরিবর্ত্তে জরিমানা হজুরহইতে হুকুম হয় তবে যে আদালতে প্রথম ডিক্রী হয় সেই আদালতে ডিক্রীজারী করিবার যেরূপ উদ্যোগ হয় সেইরূপ ঐ জরিমানার টাকা উসুলের কারণও উদ্যোগ হইবে। শ্রীযুত জমীজব্দের বিষয়ে ডিক্রী বহাল রাখিলে সে আদালতের সাহেব কালেক্টর সাহেবকে এই আজ্ঞা দিবেন যে তিনি সে ভূমির বাহুল্য বুঝিয়া অপরাধির সে ভূমির নিকটস্থ তহসীলদারদ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে ভূমি ক্রোক করিবেন।

[*শুধরা ১৭৯৯॥ ৯ আ॥ ৩ধারা দেখ।]

[*শুধরা॥ ১৭৯৯॥ ৯ আ॥ ৩ধা]

২৩ ধা॥ সেই ভূমিজব্দের বিষয়ে ডিক্রী সাব্যস্থ হইলে সেই অপরাধির উত্তরাধিকারী সরকারে যে টাকা ঐ ভূমির উপর বাকী থাকে তাহা দিতে এবং সে ভূমির মোকররী জমার সরবরাহ করিতে অঙ্গীকার করিলে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহাকে সে ভূমি দিতে পারেন। অথবা যদি অপরাধি ব্যক্তি মফঃসলী তালকদার হয় তবে তাহার উত্তরাধিকারী সে ভূমির উপর জমীদারের যে রাজস্ব তাহা

দিতে স্বীকার করিলে তাহাকে সে ভূমি দিতে পারেন অথবা ১৭৯৩ সালের ৪৫ আই নে নির্দিষ্ট দাঁড়ানুসারে ভূমি নীলাম করাইতে পারেন।

২৪ ধা॥ যদি অপরাধি ব্যক্তি সরকারী ভূমির ইজারদার হয় তবে উপরের লিখ নানুসারে জজসাহেব উদ্যোগ করিবেন এবং যদি তাহার দোষের সাবুদ হয় তবে যে বৎসর ডিক্রী হয় সেই বৎসরের শেষঅবধি তাহার পাট্টা রদ * করিবেন। আপীল করণের বিষয়ে এবং শ্রীযুত গবরনর্ জেনরলের হজুরে চূড়ান্ত ডিক্রীপ্রাপণার্থে রোয় দাদ দাখিলকরণবিষয়ে যে দাঁড়া উপরে লিখিত আছে তাহা এই স্থানে অর্শিবে। কিন্তু জজসাহেব অপরাধি ব্যক্তিকে ইজারা রাখাইতে ও জরিমানা দেওয়াইতে পারিবেন। আদালতের ডিক্রীর মতাচরণ করিতে যে হুকুম আছে তদনুসারে জরিমানার টাকা উসুল হইবেক। যদি অপরাধির পাট্টা রদ হয় এবং বৎসরের শেষে তাহার ইজারায় কিছু খাজানা বকেয়া থাকে তবে সে ও তাহার জামিনেরা সে বকেয়ার দায়ী হইবে। অপ রাধি ব্যক্তি আপনার তাবে পাট্টাদারেরদের নামে বকেয়া খাজানার কারণ নালিশ করিতে পারে।

[১৭৯৯ ॥ ৯ আ ॥ ৩ ধারা দেখ।]

২৫ ধা॥ অপরাধি ব্যক্তি যদি জমীদার অথবা ইজারদার না হয় তবে জজসাহেব তাহার সংস্থানদৃষ্টে যে জরিমানা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা করিবেন এবং যদি অপ রাধী আপীল না করে তবে যেরূপে টাকাবিষয়ক ডিক্রীর টাকা উসুল হয় সেই রূপে জজসাহেব সেই জরিমানার টাকা উসুল করিবেন।

ডিক্রীতে যাহা থাকি বে তাহা।

ডিক্রীর নকল দেও য়া।

[১৮১৬॥ ১৫ আ॥ ৭ ধারা দেখ।]

২৬ ধা॥ জজসাহেবেরা যে সকল সাক্ষির জবানবন্দী লইবেন তাহারদের নাম ও সেই মোকদ্দমাবিষয়ক যত একরারনামা পাঠ হয় তাহার শিরনামা এবং ডিক্রী সম্পর্কীয় ভূমির বার্ষিক উৎপন্ন কিম্বা নগদ টাকার সংখ্যা অথবা অপর বস্তুর মূল্য আপন ডিক্রীতে লিখিবেন। ডিক্রী হইবার দশ দিন পরে ঐ ডিক্রীর নকলে স্বাক্ষর করিয়া উভয় বিবাদিরদিগকে দিবেন * যদি কোন এক পক্ষের বিবাদী ডিক্রীর নকল লইতে হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া লইতে সম্মত না হয় তবে ঐ ডিক্রী না পাওয়ার হেতু সেই ডিক্রীর উপরে লিখিবেন এবং আরো রোয়দাদের বহীতে সে ডিক্রীর পার্শ্বে তাহা লেখা যাইবে এবং রেজিষ্টরসাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

---

৫ আইন।

মফঃসল আপীল আ দালত স্থাপন।

২ ধা॥ চারিটা মফঃসল আপীল আদালত স্থাপিত হইবে বিশেষতঃ কলিকাতা

ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও পাটনায় এবং প্রত্যেক আদালতে তিনং * জন জজসাহেব থাকিবেন।

[শুধরা॥ ১৮১৪॥ ৫ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

জজসাহেবেরদের সুকৃতির পাঠ।

৩ ধা॥ প্রত্যেক আপীল আদালতের এলাকায় যেং জিলা ও শহর আদালত থাকিবেক তাহা।

এলাকা।

৪ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালত যেং স্থানে বসিবে তাহা। আদালতের বৈঠকের দিবসের সংখ্যা *। আদালতের বৈঠকের দিবসে দরবারের সময়ছাড়া আদালতের কোন ডিক্রী ও হুকুমপ্রভৃতি হইবে না।

১৮১০॥ ১৩ আ॥ ৫ ধারা দেখ।]

৫ ধা॥ আদালতের মোহর।

৬ ধা॥ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলকর্তৃক অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোককর্তৃক যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে সমর্পিত হয় তাহার বিচার সেই আদালতের সাহেবেরা করিবেন এবং আপনারদের ডিক্রী জিলার আদালতের জজসাহেবদ্বারা জারী * করিবেন।

মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমা অর্পণ।

[১৮২১॥ ২ আ॥ ৮ ধারাদ্বারা শুধরা।]

৭ ধা॥ যদি এমত প্রমাণ হয় যে কোন জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেব আপনারদের আদালতে বিচারণীয় কোন মোকদ্দমা হইলেও তাহার বিচার করিতে স্বীকার করেন নাই * তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা এরূপ প্রথমোপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা লইতে পারেন এবং তাহাতে আপনার মোহর করিয়া সেই জিলা অথবা শহরের আদালতের জজসাহেবকে তাহা লইতে ও বিচার করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন। ফরিয়াদী ছয় হপ্তার মধ্যে মোকদ্দমা যদি না করে তবে সে মোকদ্দমা ডিস্মিস হইবেক এবং ডিস্মিস হইবার এক হপ্তা পরে ঐ আদালতের জজসাহেব আপীল আদালতে তাহা ডিস্মিস হওয়ার সম্বাদ ও হেতু লিখিয়া পাঠাইবেন।

[১৭৯৩॥ ৬ আ॥ ৪ ধারা দেখ।]

৮ ধা॥ রদ্দ॥ ১৭৯৮ সালের ২ দ্বিতীয় আইনের ৫ ধারা দেখ।

৯ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদের আদালতে বিচারণীয় কোন বিষয়ে উভয়বিবাদী অথবা অন্যের নিকট কোন পত্রাদি লিখিবেন * না। দরখাস্ত বিবাদির দ্বারা অথবা তাহার নিযুক্ত উকীলদ্বারা কাগজ লেখাইয়া আদালতে দাখিল হইবে। তদ্বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা যেরূপে হুকুম দিবেন তাহা। আপীল আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরদের নিকট বি

বিবাদির সহিত লিখন পঠন।
[১৮১৬॥ ১৫ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

শেষ আজ্ঞা না পাইয়া পত্রাদি লিখিবেন না। মফঃসল আপীল আদালতের তাবৎ হুকুম সেই আজ্ঞাদ্বারা বাহির হইবে অথবা মফঃসলে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইলে আজ্ঞাদ্বারা জিজ্ঞাসা করিবেন। জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন করিতে না পারিলে তাহার বিশিষ্ট কারণ লিখিয়া আপীল আদালতে জানাইবেন।

জজসাহেবের ত্রুটির রিপোর্ট সদরে দিবার কথা।
[স্পষ্টীকৃত ১৮০১ ॥ ২ আ॥ ৭ ধারা।]

১০ ধা॥ এক অংশ ১৮০৬ সালের ১০ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ। যদর্থ কিছু হুকুম এই আইনে লিখা যায় নাই তাহাতে জিলা ও শহরের জজসাহেবের অত্যাচার কিম্বা তাচ্ছীল্য মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের নিকট প্রকাশ হইলে তাঁহারা সেই সম্বাদ সদর দেওয়ানী আদালতে দিবেন।

মোকদ্দমার বিচার।

১১ ধা॥ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলহইতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে যে সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে সোপর্দ্দ হয় অথবা জিলা কিম্বা শহরের আদালতহইতে যে মোকদ্দমার আপীল হয় যেমতে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরদের প্রতি নিষেধ অথবা বিধি আছে সেমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

মফঃসল আপীল আদালতে আপীলকরণ।

১২ ধা॥ যে কেহ জিলা কিম্বা শহরের আদালতের নিষ্পত্তিতে আপনার পক্ষে অন্যায় বোধ করে তাহারা মফঃসল আপীল আদালতে তাহার আপীল করিতে পারিবেক। সে আপীলের আরজীতে যাহা থাকিবে তাহা। আপীলের আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর নকল* থাকিবে অথবা আপেলাণ্ট বা তাহার উকীল এই মুচলকা লিখিয়া দিবে যে দশ দিবসের মধ্যে সেই ডিক্রীর নকল প্রাপ্তির বিষয়ে দরখাস্ত দিয়াছিল কিন্তু ডিক্রী পায় নাই। ঐ আপীলের দরখাস্ত জিলা অথবা শহর অথবা আপীল আদালতে ডিক্রীর পর তিন মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক কিন্তু যদি ইহার মিয়াদ অতীতের উপযুক্ত কারণ দেখান যায় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা মিয়াদ অতীতকালেও দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে পারেন †। কিন্তু এরূপ হইলে সে মোকদ্দমার রোয়দাদের মধ্যে মিয়াদের পর আপীল গ্রাহ্য করিবার কারণ লিখা যাইবে। ভূমি বা অন্য স্থাবর বস্তুর বিষয়ে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইলে এবং সে ডিক্রীর আপীলের দরখাস্ত হইলে যদি আপেলাণ্ট মফঃসল আপীল আদালতের হুকুম মানিতে ভূমি বা তালুকের এক বৎসরের উপস্বত্বের মূল্য টাকার উপযুক্ত জামিন দেয় ‡ তবে আপীলের চূড়ান্ত ডিক্রী হইবাপর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার সকল রোয়দাদ স্থকিত থাকিবে এবং ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফ থাকিবে **। যে দিনে আপীলের দরখাস্ত দাখিল কর

[*১৮১৪ ॥ ২৬ আ॥ ৮ ধারা দেখ।]

ডিক্রীর নকল।
[†১৭৯৭ ॥ ১২আ ॥ ৪ ধারা এবং ১৮০৫ ॥ ২ আ ॥ ১২ ধারা দেখ।]

জারী করণার্থে জামিন।
[‡১৭৯৮ ॥ ৫ আ ৩। ৪। ৫। ৬ধা॥ এব ১৮০৮ ॥ ১৩ আ ॥ ১২। ১৩ ধা॥ এবং ১৮১৪ ॥ ২৬ আ ॥ ১৩ ধারা দেখ।]

[** শুধরা ॥ ১৮০৮ ॥ ২৩ আ ॥ ১১ ধা ॥ ২ প্র।]

যায় তাহার পর আদালতের প্রথম বৈঠকের দিনে* যদি উপরের নিয়মানুসারে মাল জামিন না দেওয়া যায় তবে ডিক্রী জারী হইবেক। যদি ডিক্রী জারী করিতে হয় তবে যে লোকের হকে সে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার স্থানে উপরের লিখিতমতে মাল জামিন লওয়া যাইবে (এক অংশ রদী) †। আপেলাণ্ট জামিন‡ দিলে জজসাহেব দরখাস্তের পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিয়া তাহার সন তারিখ লিখিবেন ও রোয়দাদের পার্শ্বে সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর নিকট আপীল হইয়াছে এই কথা লিখিয়া দরখাস্ত মফঃসল আপীল আদালতে পাঠাইবেন ও আপেলাণ্টকে লিখনদ্বারা তৎকালে জানাইবেন যে তাহার আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ ১৫ দিনের মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতে প্রেরিত হইবে এবং মফঃসল আপীলে তাহার দরখাস্ত দাখিল হইলে পর ছয় হপ্তার মধ্যে যদি সে আপীলের মোকদ্দমা না করে কিম্বা যদি না করণের উপযুক্ত কারণ না দর্শায় তবে তাহার আপীল ডিস্‌মিস হইবে।

[* ১৭৯৬ ॥ ১৩ আ॥ ২ ধারা দেখ।]
[† ১৭৯৮ ॥ ১১ আ॥ ৯। ১০ ধা।]
[‡ শুধরা। ১৮১৭ ॥ ২আ ॥ ৩। ৪ধারা দেখ।]
[১৭৯৭ ॥ ১২ আ ॥ ৩ এবং ৪ ধা।]

জামিন।

১৩ ধা॥ আপীলের দরখাস্ত পাইলে পর ১৫ দিনের মধ্যে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেব তাহার রোয়দাদ ও আসল কাগজপত্র আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকট পাঠাইবেন। পাঠাইবার পূর্ব্বে আসল কাগজপত্রের নকল করিয়া সিরিস্তাদারের সহী করিয়া আপন আদালতে রাখিবেন ও সেই নকল সাক্ষিস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত আপীল আদালতে আসল কাগজপত্রের কোন ভাগ পাঠাইবার প্রতিবন্ধক থাকিলে ঐ আসল কাগজের স্বাক্ষরীকৃত নকল তাহার বদলে পাঠান যাইবে। কিন্তু সওয়াল জওয়াবের অবশিষ্ট আসল কাগজত্রপ পাঠাইতে হইবেক। আসল কাগজপত্র হারাইলে তাহার নকল জজসাহেব সহী করিয়া আপীল আদালতে পাঠাইবেন।

মোকদ্দমার রোয়দাদ আপীল আদালতে পাঠান।

১৪ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের স্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক ডিক্রীর দরখাস্ত প্রথমতঃ মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হইলে যদি সেই ডিক্রী জারী না হইয়া থাকে এবং যদি আপেলাণ্ট ডিক্রী স্থকিত করাইবার নিমিত্তে নিরূপিত মালজামিন দেয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ঐ জিলা অথবা শহরের জজসাহেবের নিকট লিখনদ্বারা আজ্ঞা দিবেন যে যাবৎ আপীলের চূড়ান্ত ডিক্রী না হয় তাবৎ তাহার ডিক্রী জারী হইবে না। * কোন আপীল প্রথমতঃ মফঃসল আপীল আদালতে হইলে সে মোকদ্দমার নিযোজিত মালজামিন যদি জিলা ও শহরে ইহার পূর্ব্বে না লওয়া গিয়া থাকে তবে সে আপেলাণ্ট যেপর্য্যন্ত সে জামিন না দেয় † সেপর্য্যন্ত মফঃসল আপীল আদালতে তাহার আপীলের বিচার হইবেক না।

আপীলের দরখাস্ত।

জামিন।

[* ১৮০৮ ॥ ১৩ আ॥ ১১ ধারা দেখ।]

[† ১৭৯৮ ॥ ২ আ॥ ১০ ধারা দেখ।]

১৫ ধা॥ যে বিবাদির বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় সে যদি তৎসময়ে আদালতে হাজির না থাকে তবে মফঃসল আপীল আদালতের তাবৎ হুকুমনামা জিলা ও শহরের আদাল

আপীল আদালতের হুকুমনামা।

জজসাহেবের সস্পেণ্ড।

তের দ্বারা জারী করা যাইবেক। এবং প্রত্যেক হুকুম ও বিধি ও আজ্ঞাতে তাহা জারী করিবার ও নিষ্পত্তি করিবার ও ফিরিয়া দিবার মিয়াদ লেখা থাকিবেক। জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের হুকুম না মানিলে কিম্বা তাহার হুকুমনামার উপর মিথ্যা লিখিয়া ফিরিয়া দিলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার রিপোর্ট করিবেন। এবং সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমেতে সেই জজসাহেব আপন কর্ম্মে স্থকিত হইবার যোগ্য হইবেন*। কোন জজসাহেব এরূপ স্থকিত হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দশ দিনের মধ্যে তাহার সম্বাদ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন এবং সে সম্বাদের সঙ্গে স্থকিত হওনের হেতু এবং তদ্বিষয়ক রোয়দাদ পাঠাইবেন এবং শ্রীযুতের হজুরে সেই স্থকিতের নিশ্চয়করণার্থে যদি আর কোন জিজ্ঞাসা থাকে তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহার উত্তর পাঠাইবেন।

[স্পষ্টীকৃত এবং বিস্তারিত ॥ ১৮০১ ॥ ২ আ ॥ ৭ ধারা দেখ।]

আপীল আদালতের হুকুম জারী এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবের ফিরতনামা।

১৬ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতকর্ত্তৃক জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকটে ডিক্রী জারীকরণার্থে যে সকল হুকুম পাঠান যায় তাহা জজসাহেব মিয়াদের মধ্যে জারী করিবেন এবং ফিরিয়া দিবেন অথবা জারী না হইলে তাহার উপযুক্ত কারণ দর্শাইবেন। এরূপ সকল হুকুমনামার ফিরতনামা ঐ হুকুমনামার পৃষ্ঠে লেখা যাইবে অথবা ভিন্ন কাগজে লিখিয়া সেই হুকুমনামার সঙ্গে গাঁথা যাইবে। ভিন্ন কাগজে লিখিলে জজসাহেব সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে এমত কিছু ধ্বনি দিয়া লিখিবেন যে তদনুসারে ভিন্ন কাগজে জওয়াব লিখন বুঝায়। হুকুমনামা ও জওয়াবের নকল জিলা ও শহরের আদালতের সিরিস্তায় দাখিল হইবে। যে লোকের বিরুদ্ধে এইরূপ হুকুমনামা বাহির হইবে সে যদি এরূপে পলায় যে তাহার উপর হুকুমনামা জারী হইতে না পারে তবে জজসাহেব সে হুকুমনামার এক নকল আপন কাছারীতে লটকাইবেন ও তাহাতে এমত ইশ্‌তিহার দিবেন যে সে ব্যক্তি যদি মিয়াদের মধ্যে হাজির না হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতে তাহার মোকদ্দমার একতরফারূপে তজবিজ ও নিষ্পত্তি হইবে। ইশ্‌তিহারের নকল সে লোকের বসতি বাটীর সদরদ্বারে কিম্বা তাহার বসতি গ্রামের অনেকের দৃষ্টস্থানে লটকান যাইবে এবং হুকুমনামা যেরূপে জারী হয় তদ্বিষয়ে রিপোর্ট মফঃসল আপীল আদালতে পাঠান যাইবে।

একতরফা আপীল।

১৭ ধা॥ যদি জিলা অথবা শহরের আদালতের জজসাহেব মফঃসল আপীল আদালতে এই সম্বাদ দেন যে সে লোক পলাইয়াছে এবং উপরে লিখিত ইশ্‌তিহার প্রভৃতি দেওয়া গেলেও তাহাকে পাওয়া যায় নাই তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহার পর সে মোকদ্দমার একতরফা ডিক্রী করিবেন।

নূতন সাক্ষী।

১৮ ধা ॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা উপযুক্ত বুঝিলে আপীলী মোকদ্দমার কোনং বিষয়ে নূতন সাক্ষ্য শুনিতে পারেন অথবা জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে সে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার সোপর্দ্দ করিয়া কোন বিষয়ে নূতন সাক্ষ্য লইবার বিশেষ হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ করিলে তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লিখিতে হইবেক। মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার এরূপ নূতন সাক্ষী তলব করিয়া আপনারা জবানী শুনিতে পারেন কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবকে শুনিতে * ও তাহাতে দস্তখৎ করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন। রেজিষ্টরসাহেব যেরূপে ও যাহার সাক্ষাৎ সেই সাক্ষ্য শুনিতে শক্তি রাখেন তাহা।

[১৮০৮ ॥ ১৩ আ ॥ ৮ ধারা দেখ।]

১৯ ধা ॥ মফঃসল আপীল আদালত যে মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের শপথবিনা জবানবন্দী লইতে পারেন অথবা কমিসনরদ্বারা তাহার সাক্ষ্য লইতে হুকুম দিতে পারেন তাহা।

[১৮০৮ ॥ ১৩ আ ॥ ১০ ধারা এবং ১৮১৪ ॥ ২৬ আ ॥ ১১ ধারা দেখ।]

মিথ্যাসাক্ষ্য ও আদালতের আজ্ঞা।

২০ ধা ॥ সাক্ষী হাজির না হইলে অথবা আপনারদের জবানবন্দী দিতে অথবা তাহাতে স্বাক্ষর করিতে স্বীকার না করিলে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে অথবা আদালত আজ্ঞা করিলে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেব এমত লোকেরদের সম্বন্ধে যে উদ্যোগ করেন সে উদ্যোগ মফঃসল আপীল আদালতেও করা যাইবে।

আপীলের ছয় হপ্তা মেয়াদ।

২১ ধা। আপীলকরণের পর ছয় হপ্তার মধ্যে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব না হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহা ডিস্‌মিস করিবেন। কিন্তু আপেলাণ্ট বিলম্ব কিম্বা ঐ কর্ম্ম না করণের উপযুক্ত হেতু দর্শাইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা এই আজ্ঞা অন্যথা করিতে ক্ষমতা রাখেন। মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইলে অথবা মিয়াদের পর অপেলাণ্টের দরখাস্ত শুনা গেলে তাহার হেতু রোয়দাদের বহিতে লেখা যাইবে।

বিবদী অথবা সাক্ষি বিনা জবানী শুনিবার নিষেধ।

২২ ধা ॥ ফরিয়াদী ও আসামী অথবা আপেলাণ্ট ও রিস্‌পণ্ডেণ্ট অথবা তাহারদের উপযুক্তরূপে নিযুক্ত উকীল অথবা সাক্ষিছাড়া মোকদ্দামার বিচারকালের মধ্যে অন্য কোন লোকের জবানী এজাহার মফঃসল আপীল আদালতে শুনা যাইবে না।

[১৮০৬ ॥ ১৫ আ ॥ ২ ধারা দেখ।]

আপীল আদালতের হুকুমের প্রতিবন্ধকতা।

২৩ ধা ॥ কোন জামীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা মফঃসলী তালুকদার মফঃসল আপীল আদালতের হুকুম না মানিলে তাহারদের বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করা যাইবে তাহা।

২৪ ধা ॥ আপরাধি ব্যক্তির ভূমি যদি বাজেয়াপ্ত হয় তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল

বাহাদুর হুজুর কৌন্সলে তাহার উত্তরাধিকারিকে তাহা দিতে কিম্বা নীলাম করিতে হুকুম দিতে পারেন।

২৫ ধা॥ ইজারদার মফঃসল আপীল আদালতের হুকুম না মানিলে তাহার বিষয়ে যেরূপ উদ্যোগ করা যাইবে তাহা।

২৬ ধা॥ জমীদার অথবা হুজুরী তালুকদার অথবা ইজারদারভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি মফঃসল আপীল আদালতের হুকুম না মানিলে যেরূপ উদ্যোগ করা যাইবে তাহা।

২৭ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরের জজসাহেবের দিগকে এমত হুকুম দিতে পারেন যে তাহারা যেরূপে আপনারদের ডিক্রী জারী করেন সেইরূপে ভূম্যধিকারিদের প্রতি টাকার ডিক্রীও জারী করনে।

সালিসীর আপীল।

২৮ ধা॥ সালিসীতে যে মোকদ্দামার নিষ্পত্তি হয় তাহার আপীলের দরখাস্ত হইলে ঐ সালিসীর কর্ম্মেতে বড় অন্যায় হইল ইহা শপথপূর্ব্বক আদালতের সাহেবেরদের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ না হইলে সে আপীল ডিস্মিস হইবে ও আদালতের খরচা আপেলান্ট দিবে।

২৯ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদে যেরূপে নম্বরবিলি ও নিশানী ও তারিখবন্দী ও রেজিষ্টরের স্বাক্ষর হইবেক তাহা। ডিক্রীতে তৎকালের বর্ত্তমান জজসাহেব * ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ হইয়া তাহার নকল উভয় বিবাদিকে দেওয়া যাইবেক।

[১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ৮ ধারা দেখ।]

যে ডিক্রী চূড়ান্ত।

[১৭৯৭॥ ১২ আ॥ ২ ধারা এবং ১৭৯৮॥ ৫ আ॥ ২ ধারাদ্বারা বিস্তারিত।]

৩০ ধা॥ যে নিষ্করভূম্যাদির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০ টাকার অধিক না হয় * অথবা যে সকল জমীদারী ও হুজুরী তালুক ও মফঃসলী তালুকাদি ভূমির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন ১০০০ টাকার অধিক না হয় অথবা নগদ টাকার দ্রব্যাদির সংখ্যা সিক্কা ১০০০ টাকার অধিক না হয় এমত সকল মোকদ্দমার মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী চূড়ান্ত।

৩১ ধা॥ ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দী।

৩২ ধা॥ যেং বিষয়ে বিশেষ হুকুম নাই তাহাতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ধর্ম্ম ও ন্যায় ও সদসদ্বিবেচনাপূর্ব্বক নিষ্পত্তি করবেন।

২ ধা॥ রদী। ১৮০১ সালের ২ আইনের ২ ধারা ও তাহার পরের ধারা দেখ।

৩ ধা॥ কলিকাতা শহরে স্থাপিত সদরদেওয়ানী আদালতের মোহর। তাহার বৈঠক* ও বৈঠক মৌকুফের দিন। বৈঠকের দিনছাড়া এবং কাছারী বৈঠকের সময় ছাড়া আদালতের কোন কার্য্য হইবেক না।

কলিকাতায় বৈঠক হইবার কথা। [*১৮০১ ॥ ২ আ॥ ৬ ধারা দেখ।]

৪ ধা ॥ ১ প্র ॥ যদি এমত প্রমাণ হয় যে জজসাহেব প্রথমত উপস্থিত কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে শৈথিল্য করিয়াছেন কিম্বা অসম্মত হইয়াছেন অথবা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার নালিশ ৫ আইনের ৭ ধারাক্রমে সে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবেরদিগকে লইয়া বিবেচনা করিতে হুকুম না করিয়াছেন কিম্বা হুকুম দিতে অস্বীকার করিয়াছেন তবে সদরদেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ জিলা ও শহরের জজসাহেবেরদিগকে পুনর্ব্বার সে মোকদ্দমার বিচার করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন। ফরিয়াদী ছয় হপ্তার মধ্যে আপন মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব না করিলে তাহা ডিস্‌মিস হইবে এবং জজসাহেব ডিস্‌মিসকরণের এক হপ্তার মধ্যে তাহার সম্বাদ ও তাহার হেতুসকল সদরদেওয়ানী আদালতে জানাইবেন।

জিলার জজসাহেবের নিকট মোকদ্দমা অর্পণ।

২ প্র ॥ ১৭৯৮ সালের ২ আইনের ৫ ধারাদ্বারা রদী।

৫ ধা ॥ ১ প্র ॥ যদি এমত প্রমাণ হয় যে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রীর আপীল গ্রাহ্য করিতে অথবা শুনিতে শৈথিল্য করিয়া থাকেন তবে সেই মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা লইয়া মফঃসল আপীল আদালতে বিবেচনার কারণ সোপর্দ্দ করিতে পারেন। আপেলাট ছয় হপ্তার মধ্যে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব না করিলে তাহা ডিস্‌মিস্ হইবেক। ডিস্‌মিসের পর এক হপ্তার মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহার সম্বাদ ও হেতু সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।

মফঃসল আপীল আদালতে আপীল অর্পণ।

২ প্র ॥ ১৭৯৮ সালের ২ আইনের ৫ ধারাদ্বারা রদী।

৬ ধা ॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ আদালতে উপস্থিত কিম্বা ঐ আদালতে উপস্থিতযোগ্য মোকদ্দমার বিষয়ে কোন পক্ষীয় লোকের নিকট পত্রাদি লিখনপঠন করিবেন না। সকল দরখাস্ত বিবাদিদ্বারা অথবা তাহারদের নিযুক্ত উকীলদ্বারা কাগজে লিখিয়া আদালতে দাখিল হইবেক।

পত্রাদি লিখনের নিষেধ।

৬ আইন।

[* শুধরা ১৮০৮॥ ১৩ আ॥ ১১ ধা॥ ২ প্র।]
স্থাবর বস্তুর ডিক্রী জারী।
[† ১৭৯৮॥ ২ আ॥ ১০ ধারা দেখ।]

করা ডিক্রী জারী মৌকুফ* রাখিতে আজ্ঞা দিবেন। এবং যদি মফঃসল আপীল আদালতে আপেলাণ্টের কোন মাতবর জামিন না লওয়া গিয়া থাকে তবে যেপর্য্যন্ত সেই আপেলাণ্ট মাতবর জামিন † দাখিল না করে সেপর্য্যন্ত সে আদালতে সে মোকদ্দমার বিচার হইবেক না।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম।

১৩ ধা॥ আদালতে হাজির উভয় বিবাদী অথবা তাহারদের উকীলের প্রতি হুকুম ছাড়া সদর দেওয়ানী আদালতের অন্য সকল হুকুম মফঃসল আপীল আদালতের দ্বারা জারী হইবে। প্রত্যেক হুকুমে তাহা জারী করার ও তাহা ফিরিয়া পাঠাইবার মিয়াদ নির্দিষ্ট থাকিবে। সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম মানিতে অথবা জারী করিতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অসম্মত হইলে কি শৈথিল্য করিলে কিম্বা মিথ্যা সম্বাদপত্র পাঠাইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহারদিগকে সস্‌পণ্ড* করিতে পারেন্। এই ধারাক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদিগকে সস্‌পণ্ড করিলে দশ দিনের মধ্যে তাহার সমাচার শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইবেন এবং সেই সস্‌পণ্ডকরণের হেতু ও রোয়দাদপ্রভৃতি পাঠাইবেন এবং ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি করণার্থে আরো যেং কাগজপত্র দেখিতে শ্রীশ্রীযুত উচিত জানেন্ কিম্বা তলব করেন্ তাহাও পাঠাইবেন। সদর দেওয়ানী আদালত উচিত বুঝিলে আপনার হুকুম মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবের দ্বারা জারী না করিয়া একেবারে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবেরদিগকে জারী করিতে হুকুম দিতে পারেন্। এমত হইলে জজসাহেবেরা সে হুকুম জারী করিয়া তাহা একেবারে সদরদেওয়ানী আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন এবং জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের হুকুম জারী না করিলে অথবা মিথ্যা জওয়াব পাঠাইলে যেরূপ দণ্ড্য হইতেন সেই রূপ দণ্ড্য এই স্থলেও হইবেন।

[* ১৮০১॥ ২ আ॥ ৭ ধারা দেখ।]
মিথ্যা ফিরৎনামা অথবা ত্রুটির কারণে জজসাহেবেরদের সস্‌পণ্ড।

মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারী করিবেন।

১৪ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে সকল হুকুম মফঃসল আপীল আদালতে পাঠাইবেন তাহা জারী করিয়া ঐ আদালতের সাহেবেরা সে হুকুমনামা নিয়মিত কালের মধ্যে ফিরিয়া পাঠাইবেন কিম্বা তাহা জারী না হইলে জারী না হইবার উপযুক্ত হেতু দর্শাইবেন। ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারানুসারে হুকুমনামা ফিরিয়া পাঠান যাইবেক। হুকুমনামা ও ফিরৎনামার নকল মফঃসল আপীল আদালতের সিরিস্তায় দাখিল হইবে। উভয় বিবাদির কেহ যদি এমত পলায় যে তাহার প্রতি হুকুম জারী দুঃসাধ্য হয় তবে ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার নিয়মানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা কার্য্য করিবেন।

৬ আইন।

১৫ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যদি এমত রিপোর্ট করেন্ যে ইশ্‌তিহারপ্রভৃতি দেওয়া গেলেও সে ব্যক্তি হাজির হয় নাই তবে সদরদেওয়ানী আদালত সে মোকদ্দমা একতরফা নিষ্পত্তি করিবেন।

একতরফা বিচার।

১৬ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোনং বিষয়ের আপীলে নূতন সাক্ষির কথা শুনিতে পারেন্ অথবা তদ্বিষয়ে বিশেষং আজ্ঞাসমেত মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদিগকে তাহার নূতন সাক্ষী লইতে হুকুম দিতে পারেন্। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে কালে এই শক্ত্যনুসারে কার্য্য করেন্ তখন তাহার কারণ রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন। এরূপ নূতন সাক্ষী তলব করা গেলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপনারদের আদালতের বৈঠকে সাক্ষির জবানী শুনিতে পারেন্ কিম্বা তাহার জবানবন্দী লইতে আপনারদের রেজিষ্টর সাহেবকে হুকুম দিতে পারেন্। রেজিষ্টরসাহেব যেরূপে সাক্ষির জবানবন্দী লইবেন তাহা * *।

দ্বিতীয়বার সাক্ষী।

১৭ ধা॥ যাহাং হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সাক্ষিরদিগের সুকৃতি ক্ষমা করিতে শক্তি রাখেন্ অথবা তাহারদের সাক্ষ্য কমিসনরদ্বারা লইতে পারেন্ তাহা।

[১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ১১ ধারা দেখ।]

১৮ ধা॥ সাক্ষী হাজির না হইলে কিম্বা সুকৃতি করিতে অথবাসাক্ষ্য দিতে অথবা জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে না চাহিলে অথবা আদালত অবজ্ঞা করিলে কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য * দিলে সদর দেওয়ানী আদালত ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২০ ধারানুসারে উদ্যোগ করিবেন।

সাক্ষিরদের মিথ্যা সাক্ষ্যদেওন বা আদালত অবজ্ঞাকরণ। [*১৮০৭॥ ২ আইন দেখ।] [ফৌজদারী।]

১৯ ধা॥ আপেলাণ্ট আপীলে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ছয় হপ্তার মধ্যে না করিলে কিম্বা তাহা করিতে বিলম্বের বিশিষ্ট হেতু না দর্শাইতে পারিলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবেন। আদালতের খরচা আসামীকে দেওয়াইতে হুকুম দিতে পারেন্। মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইলে কিম্বা মিয়াদ অতীতে শুনা গেলে তাহার কারণ রোয়দাদের বহীতে লেখা যাইবে।

আপেলাণ্টের ত্রুটি।

২০ ধা॥ ফরিয়াদী ও আসামী ও সাক্ষী ও উকীলছাড়া মোকদ্দমার বিচারকালে অন্যের জবানী সদর দেওয়ানী আদালতে শুনা যাইবেক না।

[১৮১৬॥ ১৫ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

২১ ধা॥ সদরদেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ভূম্যধিকারির প্রতিকূলে নগদ

* *জিজ্ঞাসা। এই ২ সাক্ষিরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে কোন্ আদালতে তাহার জওয়াব দিবে।

৬ আইন।

টাকার ডিক্রী জারী করিতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদিগকে এই আজ্ঞা দিতে পারেন্ যে আপনকৃত ডিক্রী যেরূপে জারী করেন্ সেইরূপে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীও জারী করিবেন।

সালিসেরদের সালিস নামার আপীল।

২২ ধা॥ সালিসীতে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার আপীলের দরখাস্ত হইলে ঐ সালিসী কর্ম্মেতে বড় অন্যায় হইল ইহা শপথপূর্ব্বক আদালতের সাহেবেরদের হৃদ্বোধজনক প্রমাণ না হইলে সে আপীল ডিস্মিস হইবে ও আদালতের খরচা আপেলাণ্ট দিবে।

আদালতের বৈঠকের মৌকুফ।

২৩ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের এবং জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরদিগকে কখনং আদালত বন্ধ করিতে হুকুম দিতে পারেন্ কিন্তু বৎসরের মধ্যে দুই মাসের অধিক নয়।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমের প্রতিবন্ধকতাকরণ।

২৪ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালাতের সাহেবেরদের হুকুম জারী করিতে কেহ প্রতিবন্ধক হইলে তাহারদের প্রতি যেরূপ উদ্যোগ করা যাইবে তাহা। যদি প্রতিবন্ধক ব্যক্তি জমীদার হয় তবে তাহার জমী জব্দ হইতে পারে। কিন্তু শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর তাহার পরিবর্ত্তে জরিমানা করিতে পারেন্।

২৫ ধা॥ জমী জব্দ সাব্যস্ত হইলে তাহা যেং নিয়মে উত্তরাধিকারিদিগকে অর্পণ করিতে কিম্বা ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের অনুসারে নীলাম করিতে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে হুকুম দিতে পারেন।

২৬ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কোন হুকুম জারী করিতে যদি কোন ইজারদার প্রতিবন্ধক হয় তবে তাহার ইজারা রদ হইবে কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে জরিমানা হইতে পারিবে।

২৭ ধা॥ জমীদার কিম্বা তালুকদার কিম্বা ইজারদারছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারী করাতে প্রতিবন্ধক হইলে তাহার জরিমানা হইবেক। সে জরিমানার টাকা যেরূপে উসুল হইবে তাহা।

[*১৮১৪ ॥ ২৫ আ॥ ৮ এবং ১৬ ধারা দেখ।]

২৮ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের রোয়দাদ যেরূপে নম্বর ও নিশানী ও দস্তখৎ করা যাইবেক তাহা। ডিক্রী জজসাহেবকর্ত্তৃক স্বাক্ষরীকৃত* হইবে ও রেজিষ্টর সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন ও ডিক্রীর নকল উভয় বিবাদিরদিগকে দেওয়া যাইবে।

৬ আইন।

১৭৯৩

চূড়ান্ত ডিক্রী।
[*শুধরা ১৭৯৭॥ ১৬ আইন দেখ।]
[† শুধরা ১৮০১॥ ২ আ॥ ১৮ ধারা দেখ।]

২৯ ধা॥ সকল মোকদ্দমাতে সদরদেওয়ানী আদালতের ডিক্রীই চূড়ান্ত।

৩০ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপন রোয়দাদের তর্জমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।

৩১ ধা॥ যে বিষয়ে কোন বিশেষ হুকুম নাই সে বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত ধর্ম্ম ও ন্যায় ও সদসদ্বিবেচনানুসারে কার্য্য করিবেন।

৭ আইন।

১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দী।

১২ আইন।

[শুধরা॥ ১৮০৪॥ ৫ আ॥ ১০ ধা॥ এবং ১৮০৯॥৮ আ॥৪ ধা এবং ১৮১৭॥ ১৮ আ॥ ৫ ধারা দেখ॥]

২ ধা॥ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেল* হইতে সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে মৌলবী ও পণ্ডিত নিযুক্ত হইবেক এবং তাহারদিগের অযোগ্যতা অথবা মন্দ কর্ম্ম বা অত্যাচারইত্যাদির প্রমাণ না হইলে তাহারা তগীর হইবে না।

৩ ধা॥ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী সদাচারী এবং শাস্ত্র ও শরাতে তৎপর হইবে।

৪ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের মৌলবী নিজামৎ আদালতের ও দায়ের সায়েরী আদালতের মৌলবী হইবে।

[শুধরা॥ ১৮১৭॥ ১৮ আ॥ ২ ধা॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

৫ ধা॥ ১ প্র॥ পণ্ডিত ও মৌলবীর সুকৃতি।

১৮১৭ সালের ১৮ আইনের ৪ ধারাদ্বারা রদ্দী।

সুকৃতি।
[*শুধরা ১৮১৭॥ ১৮ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

৬ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের এবং মফঃসল আপীল আদালতের মৌলবী নিজামৎ আদালতপ্রভৃতির মৌলবীর ন্যায় ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের পাঠক্রমে সুকৃতি* করিবে।

১২ আইন।

৭ ধা॥ সকল দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিতেরা যেরূপে সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিবেন তাহা।

রেস্বৎআদির নালিশ।
[*স্বধরা ১৮০৬॥ ১০ আ॥ ১০ধা।]
[এই ধারা ১৮১৭॥ ১৮ আ॥ ৬ ধারা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইল।]

৮ ধা॥১ প্র॥ ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারাতে সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কোন আমলার নামে রেস্বৎআদির* মোকদ্দমাসকলের নালিশের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে সে সকল হুকুম নীচে লিখিত নিয়মদৃষ্টে আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতেরদের উপরে অর্শিবেক।

ডিক্রীর আপীল।

২ প্র॥ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীর রেস্বৎআদির মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে ডিক্রী করিবেন তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।

৩ প্র॥ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রতি এরূপ নালিশের বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা অথবা জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সাহেবেরা যে ডিক্রী করিবেন যদি তদ্বিষয়ে আপীল হয় এবং যদি আসামীরা ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১২ ধারা এবং ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারানুসারে মাতবর জামিন দেয় তবে সে ডিক্রী স্থগিত থাকিবে।

৪ প্র॥ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী এরূপ দোষগ্রস্ত হইলে যদি মিয়াদের মধ্যে তাহারা আপীল না করে তবে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে ডিক্রী জারী করিবেন এবং শ্রীযুতের হজুরে ডিক্রীর নকল পাঠাইবেন।

৫ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের এরূপ ডিক্রীর উপর পূর্ব্ব বিধি খাটিবে।

৬ প্র॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা রেস্বৎআদির নালিশে প্রমাণপূর্ব্বক পণ্ডিত ও মৌলবীর বিরুদ্ধে যে ডিক্রী করিবেন তাহার নকল এক হপ্তার মধ্যে শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন।

[*১৮০৪॥ ৪আ॥ এবং ১৮০৯ ॥ ৮ আ ॥ ২ এবং ৪ ধারা দেখ।]

৭ প্র॥ এক ভাগ রদ॥ কোন আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী রেস্বৎআদির নালিশে দোষগ্রস্ত হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল হজুর কৌন্সেলে নিশ্চয় করিবেন যে সে ব্যক্তি ইহার পর সরকারী কোন কর্ম্মের অযোগ্য কি না। তদ্দোষবিষয়ক মোকদ্দমার বিচারকালেও পণ্ডিত ও মৌলবীকে শ্রীযুত সস্পণ্ড করিতে পারেন্।

১২ আইন।

শ্রীযুতের হজরে ডিক্রী পেরণ।

৮ প্র॥ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীর নামে রেস্বৎআদির প্রমাণ না হইলে** যে সকল চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তদ্বিষয়ে ফরিয়াদী নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে আপীল না করিলে তাহার নকল ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠান যাইবে। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যখন আপন ডিক্রীর দ্বারা নিশ্চয় করেন্ যে সে রেস্বতের নালিশ মিথ্যা ও অপ্রামাণ্য তখন সে ডিক্রীর নকল শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন।

পদ শূন্য হইবার বিষয়। [শুধরা ১৮০৯ ॥ ৮ আ ॥ ২। ৩। ৪ ধারা দেখ।]

৯প্র॥ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীর স্থান শূন্য হইলে সেই পদে যেরূপে লোক নিযুক্ত হইবে তাহা।

[মন্তব্য। এ মত বোধ হইতে পারে যে এই আইনের ৪ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥ ধা ॥ ১৮০৪ ॥ ৫ আ॥ ১৮০৯ ॥ ৮ আইনদ্বারা রদ হইল। শেষে লিখিত ২ আইনদ্বারা মৌলবী ও পণ্ডিতেরদিগকে নিয়োগ অথবা তগীর করিবার ক্ষমতা শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরেলের হস্তহইতে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু ১৮১৯ ॥ ১৮ আ ॥ ২ ধা ॥ ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে ফৌজদারী মোকদ্দমাতে দোষীকৃত ব্যক্তিরদের ফিরিস্তি শ্রীযুতের হজুরে পাঠান যাইবে।]

১৩ আইন।

[১৮০৪ ॥ ৫ আ ॥ ২ ধারা দেখ।]

[আমলার নিয়োগ ও তগীর বিষয়ে ১৮০৯ ॥ ৮ আ ॥ এবং ১৮১৬ ॥ ১৭ আইন দেখ।]

২ ধা॥ এক ভাগ রদী॥ নাজিরেরা আপনারদের নায়েব ও মিরদা ও পিয়াদাপ্রভৃতিকে নিযুক্ত করিবে। নাজিরেরা আপনং নায়েবওগয়রহের সদাচার বিষয়ে জজসাহেবের নিকট মুচলকা লিখিয়া দিবে। জজসাহেবেরা আদালতের অন্যং এতদ্দেশীয় আমলারদের স্থানহইতে এমত মুচলকা লইতে পারেন্।

রেজিষ্টর ও নায়েব নাজিরের সুকৃতি।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অর্থাৎ আদালতসকলের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট ও অন্যং ইউরোপীয় আমলারা যে দিব্য করিবেন তাহা।

সুকৃতির পাঠ।

২ প্র॥ সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা ও তাঁহারদের আসিষ্টাণ্ট ও অন্যং ইউরোপীয় আমলারা শ্রীযুত কোম্পানির সরকারের চিহ্নিত চাকর হইয়া ফৌজদারী আদালতসকলের আমলা হইলে ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের সুকৃত্যনুসারে সুকৃতি করিবেন।

আমলারদের সুকৃতি। [*১৮১৭ ॥ ১৮ আ ॥ ২ এবং ৩ ধারায় স্পষ্টীকৃত ও বিস্তারিত।]

৪ ধা॥ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এতদ্দেশীয় আমলারদিগের সুকৃতি*।

[** এই আইন কেবল ক্ষতিদৃষ্টে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে। ১৮১৭ ॥ ৮ আ ॥ ৬ ধা॥ ১ প্রকরণে হুকুম আছে যে অপরাধি ব্যক্তিরদের নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইতে পারে।

১৭৯৩

১৩ আইন।

সকৃতির পাঠ।

৫ ধা॥ রেজিষ্টরসাহেবেরা ও আদালতের অন্য আমলারা জজসাহেবের হুকুমানুসারে সরকারী কর্ম্ম করিবেন।

৬ ধা॥ ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদী।

জজসাহেবের অবর্ত্তমানতা।
[১৭৯৬॥ ৪ আ॥ ৫ এবং ৬ ধা॥ এবং ১৮০৫॥ ২ আ॥ ১৪ ধারা দেখ।]

৭ ধা॥ জজসাহেবেরা পীড়া অথবা কারণান্তরে অবর্ত্তমান হইলে জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের [illegible] কৌন্সেলের বিনাহুকুমে তাঁহারদের কোন কার্য্য করিবেন না। এবং আ[illegible]র দ্বারা তাঁহারদিগেরে যে কর্ম্মকরণের হুকুম আছে তদ্ভিন্ন ফৌজদারী অথবা দেওয়ানী অথবা আদালতসম্পর্কীয় অন্য কোন কর্ম্ম করিবেন না।

৮ ধা॥ রেজিষ্টরসাহেব আদালতের তাবৎ হুকুম জারী করিবেন। তাঁহারদের আসিষ্টাণ্ট ও এতদ্দেশীয় আমলারা হুকুম জারী [illegible]প্রভৃতিতে রেজিষ্টরসাহেবের সহায়তা করিবেন।

[*১৮০৬॥ ১০ আ॥ ৩ ধা॥ এবং ১৮১৩ ১৭ আইন দেখ।]

আমলারদের রেস্বৎ আদিবিষয়ে নালিশ।
[†১৮০৬॥ ১০ আ॥ ১০ ধারা দেখ।]

৯ ধা॥ ১ প্র॥ এক ভাগে রদী*। যে আদালতে যে আমলা নিযুক্ত থাকে সে আমলার রেস্বৎআদির নালিশ সেই আদালতে হইবে। জজসাহেব ঐ নালিশের আর্জ্জি লইবার অগ্রে ফরিয়াদীকে দিব্য করাইবেন এবং তাহার জামিন † লইবেন। এবং শপথ না করিলে ও জামিন দিলে জজসাহেব নালিশ শুনিবেন না।

মফঃসল আপীল আদালতের আমলার প্রতি রেস্বৎআদির নালিশ।

২ প্র॥ যদি কেহ মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের সায়ের আদালতের আমলার রেস্বৎআদিবিষয়ে শপথপূর্ব্বক নালিশ করে ও উপযুক্ত জামিন দেয় ও এমত প্রমাণ দিতে পারে যে সে মফঃসল আপীল আদালতে তদ্বিষয়ে দরখাস্ত করিয়াছিল এবং শপথ করিতে ও উপযুক্ত জামিন* দিতে প্রস্তুত ছিল কিন্তু মফঃসল আপীল আদালত তাহা গ্রাহ্য করেন্ নাই তবে সদর দেওয়ানী আদালত সেই দরখাস্ত লইয়া মফঃসল আপীল আদালতকে তাহার বিচার করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন্। কিন্তু যদি সে রেস্বৎআদি সেই সময় সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমাঘটিত হয় তবে সে নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা গ্রাহ্য করিতে পারেন্ না। কিন্তু যে মোকদ্দমায় রেস্বৎআদির বিষয়ে নালিশ হয় সে মোকদ্দমা যদি সেই সময়ে আপীল আদালতে উপস্থিত থাকে অথবা তৎকর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সদর দেওয়ানী আদালত সেই রেস্বৎআদির নালিশে আর কোন জিজ্ঞাসা না করিয়া গ্রাহ্য করিতে পারেন্ এবং উপযুক্ত জামিন দেও

[জামিনের বিষয়ে ১৮০৬॥ ১০ আ॥ ১০ ধারা দেখ।]

য়া গেলে ও তদ্বিষয়ে উপযুক্ত শপথ করা গেলে সে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আ দালতে সোপর্দ্দ করিতে পারেন্।

৩ প্র॥ উপরে লিখিত প্রকরণের প্রকারে জিলা ও শহরের আদালতের আমলা রদের নামে রেস্বৎআদির বিষয়ের নালিশ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা গ্রহণ করিতে পারেন্ এবং যদি এমত প্রমাণ হয় যে সে নালিশ মফঃসল আপীল আদালতে এবং জিলা ও শহরের আদালতে অগা হ্য হইয়াছিল তবে সদর দেওয়ানী আদালত জিলা ও শহরের আদালতের আমলা র রেস্বৎআদির যে নালিশ মফঃসল আপীল অদালতে প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন্। কিন্তু যদি সেই রেস্বৎআদিসম্পর্কীয় মোকদ্দমা সে সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকে অথবা ইহার পূর্ব্বে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া নিয়মিত শপথ ও উপযুক্ত জামিন * পাইলে তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য ও সোপর্দ্দ করিতে পারেন্।

জিলা ও শহরের আ মলারদের প্রতি রেস্বৎ আদির নালিশ।

[* ঐ ঐ]

৪ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের আমলারদের বিরুদ্ধে রেস্বৎআদির বিষ য়ের নালিশে যদি এমত প্রমাণ হয় যে সে নালিশ জিলা অথবা শহরের আদালতের জজসাহেব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং যদি ফরিয়াদী উপযুক্ত জামিন * দেয় ও শপথ করে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন্। কিন্তু নালিশ যে মোকদ্দমার বিষয়ে হয় সে মোকদ্দমা যদি মফঃসল আ পীল আদালতে উস্থিত থাকে অথবা ইহার পূর্ব্বে তৎকর্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তবে তাহারা অধিক জিজ্ঞাসা না করিয়া সে নালিশ লইয়া উপযুক্ত জামিন * দেও য়া গেলে ও শপথ করা গেলে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবের নিকটে সোপ র্দ্দ কিরতে পারেন্।

মফঃসল আপীল আ দালত তাহা গ্রাহ্য করি তে পারেন।

[* ঐ ঐ]

[* ঐ ঐ]

৫ প্র॥ সদর দেওয়ানী আদালতে অথবা নিজামৎ আদালতে যদি জিলা অথবা শহরের আদালতের অথবা মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা দায়ের ও সায়ের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎআদির নালিশ উপস্থিত হয় এবং যদি এমত বোধ হয় যে সে অপরাধি ব্যক্তি যে আদালতে কর্ম্ম করে সে আদালতে তাহার দোষের বিচার করা অনুপযুক্ত তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে না লিশ নিজে বিচার করিতে পারেন্ জিলা বা শহরের আমলার বিরুদ্ধে নালিশ হইলে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে পারেন্।

সদর দেওয়ানী আদা লতের পরাক্রম।

১৩ আইন।

৬ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের আমলার নামে রেস্বৎআদির নালিশ হইলে সে আসামী যে আদালতের আমলা হয় তথায় সে মোকদ্দমা পাঠাইতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যদি অনুপযুক্ত বোধ করেন্ তবে তাহার সম্বাদ ও হেতু সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উপযুক্ত বোধ করিলে সেই মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে বিচার করিতে সোপর্দ্দ করিতে পারেন্।

রেস্বৎআদির নালিশ দেওয়ানী আদালতে করা যাইবে।

[*স্পষ্টীকৃত এবং স্থ ধারা। ১৮১৭॥ ১৮ আ॥ ৬ ধা॥ ১ প্রকরণ দেখ।]

[*ঐ ঐ]

৭ প্র॥ এই ধারানুসারে আমলারদের বিষয়ে রেস্বৎআদির নালিশ হইলে তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার* ন্যায় জ্ঞান হইয়া দেওয়ানী আদালতে তাহার বিচার হইবে। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদলতের সাহেবেরা আপনারদের আমলারদের বিরুদ্ধে রেস্বৎআদির নালিশ পাইলে তাঁহারা ফরিয়াদীকে সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে আজ্ঞা দিবেন। এবং সেইরূপে মফঃসল আপীল আদালত ও জিলা কিম্বা শহরের আদালতের সাহেবেরা আপনারদের আমলার বিরুদ্ধে রেস্বৎবাবুদী নালিশ পাইলে সেই২ আদালতের দেওয়ানী আদালতে* ফরিয়াদীকে নালিশ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

দোষীকৃত হইলে জরিমানা।

৮ প্র॥ রেস্বৎআদির বিষয়ে যদি আমলা দোষীকৃত হয় তবে সে আমলা যত টাকা ঘুষ বা জবরদস্তীরূপে লইয়া থাকে সে সমস্ত টাকা ফিরিয়া দিবে এবং শ্রীযুত কোম্পানির সরকারে তাহার তিনগুণ জরিমানা দাখিল করিবে। যদি অবধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমার আপীল না হয় কিম্বা সে মোকদ্দমা আপীলের উপযুক্ত না হয় তবে জারী হইবে। যে আদালতে এতদ্বিষয়ে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় সে আদালতের সাহেবেরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে তাহার নকল পাঠাইবেন তাহাতে গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলে উচিত জানিলে তাঁহারা এমত হুকুম দিতে পারেন্ যে সে আমলা আর কখন সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে না। বিচারকালে আদালতের সাহেবেরা অপরাধি ব্যক্তিকে সস্পণ্ড করিতে পারেন্।

৯॥১০॥১১ প্র॥ ১৮০৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারাদ্বারা রদ্দী।

মিথ্যা নালিশ।

১২ প্র॥ আমলারদিগের নামে কেহ মিথ্যা নালিশ করিলে আমলারা সেই আদালতে আপনারদিগের মর্য্যাদা ও নোক্সানের দাওয়ায় ফরিয়াদীর নামে নালিশ করিতে পারে।

১৩ আইন।

১০ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালত ও জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা আপনং রেজিষ্টর ও আসিষ্টান্টপ্রভৃতিরদের * কিছু ত্রুটি দেখিলে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগকে রিপোর্ট দিবেন।

রেজিষ্টর ও আসিষ্টান্ট।
[*১৮০১॥ ২ আ॥ ৭ এবং ১৪ ধারা দেখ।]

১১ ধা॥ আদালতের আমলাছাড়া কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের জজসাহেবের নিজ চাকর অথবা অমাত্য কোন উপস্থিতহওয়া অথবা নিষ্পত্তি পাওয়া মোকদ্দমায় কাহারও স্থানে রেশ্বৎ কিম্বা জবরদস্তীতে কিছু টাকা অথবা জিনিস কোন প্রকারে লইলে এমত দোষ আদালতের অবজ্ঞা করণরূপ দোষের ন্যায় গণ্য হইয়া অপরাধী কয়েদ হইবে এবং সে জিনিসের তিনগুণ জরিমানাদ্বারা অথবা কয়েদদ্বারা অথবা শারীরিক শাস্তিদ্বারা** আদালতের বিবেচনানুসারে তাহার দণ্ড হইবে এবং সে জজসাহেব সে ভৃত্যকে কর্ম্মচ্যুত করিবেন চূড়ান্ত ডিক্রীর আপীল হউক কি না হউক তাহার নকল শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান যাইবেক এবং শ্রীযুত সে দণ্ডছাড়া আরো এই আজ্ঞা দিতে পারেন্ যে সে ব্যক্তি ইহার পর কদাচ কোম্পানি বাহাদুরের কোন কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হইবে না।

জজসাহেবের চাকর প্রভৃতির রেশ্বৎআদির দণ্ড।

১৫ আইন।

২ ধা॥ ১॥২॥৩ প্র॥ ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বে কর্জ্জা টাকার সুদ যে অনুসারে আদালতে মঞ্জুর হইবে তাহা।

১৭৯৩ সালের পূর্ব্বে সুদের হার।

৩ ধা॥ ১॥ ২॥ ৩ প্র॥ ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চঅবধি ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরির মধ্যে যদি কর্জ্জ লওয়া গিয়া থাকে তবে যে সুদ মঞ্জুর হইবে তাহা।

৪ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরির পরের কর্জ্জের উপর আদালতের সাহেবেরা শতকরা বার্ষিক ১২ বার টাকার অধিক সুদ ডিক্রী করিবেন না।

১৭৯৩ সালের পর সুদের হার।

৫ ধা॥ তদপেক্ষা অল্প সুদের যদি বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তবে সে অল্প সুদের ডিক্রী হইবে।

৬ ধা॥ এই আইনের ১২ ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া অন্য বিষয়ে আসল টাকাপেক্ষা অধিক সুদ ডিক্রী হইবে না।

[** এই প্রকার অপরাধি ব্যক্তিরদের উপরে এই আইনদ্বারা ফৌজদারী নালিশ হইতে পারে।(৯ ধা॥ ৭ প্র॥) অতএব জজসাহেবের হুকুমে দেওয়ানী মোকদ্দমায় শারীরিক শাস্তি দেওয়া কিছু অন্যায় বোধ হয়।

১৭৯৩

১৬ আইন।

সেরদের সাক্ষাৎ আসিতে এবং শপথপূর্ব্বক জবানবন্দী লইতে আজ্ঞা দিবেন যদি সালিসেরা জজসাহেবকে রিপোর্ট দেয় যে বিবাদী হাজির হয় নাই অথবা সাক্ষিরা হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে অনঙ্গীকার করিয়াছে এবং যদি জজ সাহেব তদ্বিষয়ে তাহারদের হুকুমের হেতু মঞ্জুর করিয়া সে হুকুমে আপনি দস্তখৎ করেন্ তবে আদালতের হুকুম না মানিলে যে ক্ষতি ও দণ্ড হইত সেই রূপ ক্ষতি ও দণ্ড বিবাদি এবং সাক্ষিরদের উপর পড়িবে। জজসাহেব রীত্যনুসারে জবানবন্দী লইতে সালিসের দিগকে হুকুম দিতে পারেন্।

৭ ধা॥ জজসাহেবেরা উচিত বুঝিলে সালিসী রফানামা দাখিল করিবার কারণ অধিক মিয়াদ দিতে পারেন্।

সালিসের হুকুম।

৮ ধা। সালিস ও আমীনেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যন্তে আপনারদের মোহর ও দস্তখতে সেই মোকদ্দমার রফানামা ও রোয়দাদ ও কাগজপত্র সমস্ত আদালতে দাখিল করিবেন। জজসাহেব সেই রফানামাক্রমে ডিক্রী করিবেন ও সে ডিক্রী আদালতের অন্যং ডিক্রীর ন্যায় জারী হইবে।

৯ ধা॥ সালিসেরদের ঘুষলওন কিম্বা পক্ষপাতকরণ সুস্পষ্টরূপে পুমাণ হইলে তাহারদের রফানামা রদ হইবে না।

নওয়াব নাজিমের ভৃত্য।

১০ ধা॥ যে কোন মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী শ্রীযুত নওয়াব নাজিমের চাকর পুভৃতি থাকে সে মোকদ্দমা ঐ নওয়াব নাজিমের হাতে অথবা তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তির হাতে সোপর্দ্দ করা যাইবে। যদি কেবল আসামী নওয়াব নাজিমের সম্পর্কীয় লোক হয় তবে জজসাহেব উচিত বুঝিলে আপনি বিচার করিবেন কিম্বা নওয়াব নাজিমের হস্তে সোপর্দ্দ করিবেন কিন্তু সর্ব্বতোভাবে নওয়াব নাজিমের পর্দ্দ সম্মান রক্ষা করিতে ও হক বহাল রাখিতে হইবেক।

১৮ আইন।

২ ধা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের দফ্তর রাখিবার কারণ দুইং জন মুজমিলনবীস নিযুক্ত হইবেক।

[* ৪ধারা ১৮০৪॥ ৫ আ॥ এবং ১৮০৯॥ ৮ আইন দেখ।]

৩ ধা। মুজমিলনবীসেরদের ত্রুটি যাবৎ গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে * পুমাণ না হয় তাবৎ তাহারা তগীর হইবে না।

১৮ আইন।

৪ ধা ॥ তাহারা বহীর মধ্যে সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ রাখিবে সে বহী পত্রাঙ্কেতে চিহ্নিত হইবে এবং রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।

৫ ধা॥ রোয়দাদের বহীর যে পৃষ্ঠে কাগজপত্র লেখা যায় সেই পৃষ্ঠার অঙ্ক আসল কাগজের পৃষ্ঠে লেখা যাইবে।

৬ ধা ॥ আদালতের দপ্তুরসকল কোন কারণে নষ্ট যে না হয় এ নিমিত্তে মুজমিলনবীসেরা উদ্যোগ করিবে।

৭ ধা ॥ কাগজপত্র অমনোযোগদ্বারা নষ্ট হইলে কিম্বা কাগজপত্র পাওয়া না গেলে এবং তাহা হারাণের উপযুক্ত কারণ না দিলে মুজমিলনবীসেরা কর্ম্মচ্যুত হইবার যোগ্য হইবেক।

৮ ধা ॥ আপনারদের রোয়দাদ লিখনের বিষয়ে অথবা রক্ষাকরণের বিষয়ে আইনে যে সকল হুকুম আছে অথবা আদালতের সাহেব যে সকল হুকুম দিবেন তাহা তাহারা বিশেষরূপে মানিবে।

৯ ধা॥ আদালতে রোজনামার বহীতে প্রতিদিনের কর্ম্ম তত্তদ্দেশীয় ভাষায় লেখা যাইবে এবং সে সকলেতে জজসাহেব দস্তখৎ করিবেন।

১০ ধা ॥ ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারাদ্বারা রদী।

১১ ধা ॥ আদালতের জজসাহেবেরা আপনং নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাসকলের মাসকাবারী ফিরিস্তি* আগামি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকট পাঠাইবেন। ফিরিস্তির পাঠ।

[*১৭৯৫ ॥ ৩৭ আ ॥ ৭ ধা ॥ এবং ১৭৯৪ ॥ ৮ আ ॥ ১০ ধা ॥ এবং ১৮১৪ ॥ ২৪ আ ॥ ১২ ধা॥ ১০ প্রকরণ দেখ।]

১২ ধা॥ ছয়ং মাস অন্তরে নিষ্পত্তি নাহওয়া মোকদ্দমার রিপোর্ট* সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতে পাঠান যাইবে। রিপোর্টের পাঠ।

[*ঐ ঐ]

১৩ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা এই আইনের ৯ ধারানুসারে আপনারদের সকল কার্য্যের রোজনামার বহী রাখিবেন এবং তাহাতে রেজিষ্টর সাহেব দস্তখৎ করিবেন।

১৪ ধা ॥ ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারাদ্বারা রদী।

১৮ আইন।

['১৭৯৫ ॥ ৩৭ আ ॥ ৩ধারা দেখ।]

১৫ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা যে প্রথমোপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা অথবা যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তাহার মাসিক ফিরিস্তি* রাখিবেন এবং আগামি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। সে ফিরিস্তির পাঠ।

১৬ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি নাহওয়া মোকদ্দমার রিপোর্ট ছয়ং মাসঅন্তর সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন। রিপোর্টের পাঠ।

১৭ ধা॥ এই আইনের ১৩ ও ১৪ ধারানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপনারদের কর্ম্মের রোজনামা রাখিবেন এবং প্রথমোপস্থিত মোকদ্দমা অথবা আপীলের মোকদ্দমার আলাহিদা ফিরিস্তি রাখিবেন।

১৮ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপনারদের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার ফিরিস্তি ছয়ং মাসঅন্তর কোর্ট আফ ডাইরেক্টর্সের নিকটে পাঠাইবার নিমিত্তে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। ফিরিস্তির পাঠ।

২০ আইন।

২ ধা॥ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সাহেবেরা আপনারদের জ্ঞাত বিষয়ে নূতন আইনের প্রসঙ্গ করিতে পারেন।

জিলা ও শহরের জজ সাহেব তাহা কোর্ট আপীলে প্রেরণ করিবেন।

৩ ধা॥ জিলা ও শহরের জজসাহেব নূতন আইনের প্রসঙ্গ করিতে চাহিলে ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে তাহার মুশাবিদা প্রস্তুত করিয়া তাহা মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়েরসায়েরো আদালতের জজসাহেবেরদের নিকট পাঠাইবেন।

৪ ধা॥ ঐ মুশাবিদা জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টর অথবা আসিষ্টান্টসাহেব আপনং সহি ও আদালতের মোহরে জারী করিয়া ও সে আদালতের জজ ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইবার বিষয়ে যে হুকুম সে হুকুমসমেত মফঃসল আপীল আদালত ও দায়েরসায়ের আদালতের রেজিষ্টরের নিকট পাঠাইবেন।

৫ ধা॥ সেই আইনের মুশাবিদা নিয়মানুসারে প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়েরসায়ের আদালতের সাহেবেরা তাহা বিবেচনা করিবেন। যদি নিয়মানুসারে মুশাবিদা লেখা না গিয়া থাকে তবে মফঃসল আপী

লের মোহরসমেত ও রেজিষ্টর সাহেবের সহিসমেত সে জিলা ও শহরের আদাল তের জজসাহেবের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইবেক ও ফিরিয়া পাঠাইবার হেতু লেখা যাইবে। অপর জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ত্রিট সাহেবেরা নিয়মানুসারে পুনর্ব্বার প্রস্তুত করিয়া তাহা পাঠাইবেন।

কোর্ট আপীল তদ্বিষয়ে যাহা করিবেন।

৬ ধা॥ যদি মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়েরসায়ের আদালতের সাহেবেরা সেই আইনসমুদয় মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করেন্ তবে তাহার নকল সেই সাহেবেরা সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকট পাঠাইবেন ও পত্রদ্বারা আপনারদের মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের হেতু লিখিবেন।

৭ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়েরসায়ের আদালতের সাহেবেরা যদি ঐ আইনের মধ্যে কতক মঞ্জুর করেন্ তবে তাঁহারা প্রস্তাবিত আইনের নকলে স্বাক্ষর করিয়া এবং আপনারদের অভিপ্রায়ানুযায়ী সেই আইনের অন্য মুশাবিদা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং পত্রদ্বারা সে আইনে তাঁহারা যে বৈলক্ষণ্য করেন্ তাহার হেতু জানাইবেন।

কোর্ট আপীলের জজসাহেবেরদের পরামর্শের ঐক্য না হইলে।

৮ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবেরদের যদি উপরে লিখিত বিষয়ে ঐক্য না হয় তবে প্রত্যেক জজ তদ্বিষয়ে আপনং পরামর্শ এবং আপনং পরামর্শমতে নূতন আইনের মুশাবিদা প্রস্তুত করিয়া রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন কিন্তু যদি তিনি ঐ আইনসমুদয় মঞ্জুর কিম্বা না মঞ্জুর করেন্ তবে তিনি কেবল সেই মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুরের কারণ রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন। এবং মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ঐ প্রস্তাবিত আইন ও তদ্বিষয়ে আপনারদের রোয়দাদ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত ঐ আইন শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন।

৯ ধা॥ সদর দেওয়ানী অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা এরূপে কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়ের আদালতহইতে যে সকল রোয়দাদ ও কাগজপত্র পান্ তাহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইবেন। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই আইন সমুদয় নামঞ্জুর করেন্ অথবা তাহার কোন মুশাবিদা মঞ্জুর করেন্ তবে তাহার মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের হেতু আলাহিদা চিঠীতে শ্রীশ্রীযুত হজুর কৌন্সেলের নিকটে পাঠাইবেন। যদি তাঁহারা এমত বোধ করেন্ যে তাহার কোন এক মুশাবিদার কিছু ফেরফার করিলে সেই মুশাবিদা মঞ্জুর করা উচিত তবে তাঁহারা আপনারদের বিবেচনানুসারে আইনের একটা মুশাবিদা প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলের নিকট পাঠাইবেন এবং তাহার সঙ্গে আপনারদের ফেরফারকরণের হেতু আলাহিদা চিঠীতে পাঠাইবেন।

২০ আইন।

১০ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালত ও দায়েরসায়ের আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেবেরদের কৃত আইনের মুশাবিদাতে আপনারদের যে পরামর্শ চাহ্রেন্ তাহা ঐ সাহেবেরদের নিকট পাঠাইবেন না কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সে আইনের বিষয়ে কিছু অধিক জানিতে চাহিলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের অথবা দায়েরসায়ের আদালতের সাহেবেরদের দ্বারা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারে জিলা কিম্বা শহরের জজ ও মাজিস্ত্রিটের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন। এরূপ হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এরূপ প্রস্তাবিত আইনের বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালতে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন্।

১১ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সকলে কিম্বা কোন এক জনে নির্দ্ধারিতরূপে নূতন আইনের মুশাবিদা প্রস্তুত করিয়া তাহার প্রসঙ্গ করিতে পারেন্। ঐ সকল সাহেবেরা মিলিয়া যদি এরূপ এক আইনের মুশাবিদা তৈয়ার করেন্ এবং সকলেই যদি তাহাতে সম্মত হন্ তবে সেই আইনের মুশাবিদা সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামৎ আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। যদি ঐ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের মধ্যে তদ্বিষয়ে ঐক্য না হয় তবে ঐ প্রত্যেক সাহেব ঐ আদালতের রোয়দাদের বহীতে তদ্বিষয়ে আপনারদের পরামর্শ ও আপনারদের পরামর্শানুসারে নূতন আইনের মুশাবিদা লিখিবেন কিন্তু যদি কোন জজ সাহেবের পরামর্শ হয় যে সে আইন সমুদয় মঞ্জুর বা না মঞ্জুর কর্ত্তব্য তবে তিনি সেই আদালতের রোয়দাদের বাহীতে কেবল আপনার পরামর্শের হেতু লিখিবেন।

১২ ধা॥ এইরূপে প্রস্তুতকরা কোন আইনের মুশাবিদা সদর দেওয়ানী আদালত অথবা নিজামৎ আদালতে পঁহুছিলে আদালতের সাহেবেরা এই আইনের ৯ ধারানুসারে কর্ম্ম করিবেন।

অনুপযুক্তরূপে আইনের মুশাবিদা প্রস্তুত করা গেলে তাহা ফিরিয়া পাঠান যাইবে।

১৩ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতকর্ত্তৃক অথবা দায়েরসায়ের আদালতকর্ত্তৃক যে আইনের মুশাবিদার প্রসঙ্গকরা যায় সে মুশাবিদা যদি উপরে লিখিত হুকুম মাফিক প্রস্তুত না হইয়া থাকে তবে সদর দেওয়ানী অথবা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা তাহার দোষ দেখাইয়া সেই আইনের মুশাবিদা মফঃসল আপীল আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন ও সেই মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা হুকুমমাফিক তাহা পরিষ্কার ও দুরস্ত করিয়া পুনর্ব্বার তথায় চালান করিবেন।

২০ আইন।

১৪ ধা॥ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা যে নূতন আইনের প্রসঙ্গ করিতে চাহেন্ তাহার মুশাবিদা নির্দ্ধারিতরূপে হুকুমমাফিক প্রস্তুত করিবেন।

সদর দেওয়ানী আদালতের প্রস্তাবিত আইন।

১৫ ধা॥ শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে প্রস্তাবিত আইন মঞ্জুর করিতে বা না করিতে ক্ষমতা রাখেন্ অথবা শ্রীযুতের হজুরে অন্য যে আইন প্রস্তুত করা উচিত বোধ হয় তাহা প্রস্তুত করিয়া জারী করিবেন।

শ্রীযুতের মঞ্জুর বা না মঞ্জুর।

২৮ আইন।

২ ধা॥ ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহ ও কোম্পানি বাহাদুরের রাজকার্য্যসম্পর্কীয় ও যুদ্ধসম্পর্কীয় চাকরবিনা অন্য কোন বৃটনীয় প্রজা যদি এরূপ একরার লিখিয়া না দেয় যে পাঁচ শত টাকার মধ্যে তাহারদের নামে এতদ্দেশীয় লোককর্তৃক যে নালিশ হয় এমত নালিশের মোকদ্দমা যে দেওয়ানী আদালতের এলাকায় তাহারা বাস করে সেই দেওয়ানী আদালতে তাহারা তাহার সওয়াল জওয়াব করিবে তবে শহর কলিকাতার বাহিরে দশ মাইলের অধিক অন্তরে বাস করিতে পারিবেক না।

মূচলকার পাঠ।

৩ ধা॥ একরারের পাঠ।

৪ ধা॥ সে একরারে জজসাহেবের সম্মুখে দস্তখৎ ও মোহর হইবেক ও আদালতের রোয়দাদে তাহা দাখিল হইবেক।

৫ ধা॥ বৃটনীয় ঐ প্রকার কোন প্রজা এক জিলার এলাকা ছাড়িয়া অন্য জিলার এলাকাতে গেলে নূতন একরার লিখিয়া দিবে। এবং নূতন জিলায় পঁহুছনের দশ দিনের মধ্যে জজসাহেবের নিকট গিয়া নির্দ্ধারিত একরারে দস্তখৎ ও মোহর করিয়া দিবে। এইমত যদি না করে তবে আদালতের মোহর এবং রেজিষ্টসাহেবের দস্তখতী এক পরবানাদ্বারা তাহার তলব হইবে।

নূতন মূচলকা।

৬ ধা॥ বৃটনীয় কোন প্রজা এইরূপে হাজির না হইলে অথবা একরারনামা দিতে না চাহিলে আদালতের জজসাহেব সে আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে এমত হুকুম পাঠাইবেন যে এক মাসের মধ্যে সে সে স্থান ছাড়িয়া শহর কলিকাতায় যায় এবং সেই পরবানা পাইলে যদি না যায় তবে জজসাহেব আপন তাবের লোক সঙ্গে দিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইবেন।

হাজির হইতে স্বীকার না করিলে।

৭ ধা॥ যে কেহ জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের এলাকাদার না হইয়া

১৭৯৩

২৮ আইন।

তাহারা মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে।

তদ্বাকার আদালতে কাহারো নামে আপনার পক্ষে অথবা অন্যের পক্ষে নালিশ করে সে তদর্থে এরূপ মুচলকা জজসাহেবের নিকট লিখিয়া দিবে যে সেই মোকদ্দমা সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে সে ঐ আদালতের এলাকার কর্তৃত্বাধীন হইবেক।

[শুধরা॥ ১৭৯৭॥ ২ আ॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

এরূপ মুচলকা* না দিলে তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে। মুচলকার পাঠ।

৮ ধা॥ বিট্টনীয় প্রজাভিন্ন ইউরোপীয় লোকেরা কলিকাতার বাহিরে বসতি করিলে তাহারা জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের তাবে হইবে।

৩৫ আইন।

[১৭৯৫॥ ৫২ আইন দেখ।]

২ ধা॥ কলিকাতাছাড়া পাটনা ও ঢাকা ও মুরশিদাবাদে* টাকশাল বসান যাইবে। যে মোহর ও সিক্কা টাকা প্রস্তুত করা যাইবে তাহা। মোহর ও সিক্কা টাকার ওজন ও পরখ।

৩ ধা॥ যে স্বর্ণ মুদ্রা খাজনাখানায় দাখিল হইলে তাহা লইতে হইবে তাহা।

[১৮৩২॥ ২ আইন দেখ।]

৪ ধারাঅবধি ১০ ধারাপর্য্যন্ত মুদ্রা অথবা ধাতু লইবার এবং মুদ্রাতে দোষ নিবারণের ধারা।

১১ ধা॥ শহরের মাজিস্ত্রিটসাহেবেরা স্বয়ং দুই সপ্তাহের মধ্যে এক॰ ॰ টাকশালে গিয়া সকল তদারক করিবেন।

১২ ধা॥ যে কেহ সোণা ও রূপার মুদ্রা কৃত্রিম অথবা দোষান্বিত করে তাহারদের মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতে হইবে।

[১৮১২॥ ২ আ॥ ৩ ধারা দেখ।]

১৩ ধারাঅবধি ১৬ ধারাপর্য্যন্ত॥ খয়া মুদ্রা চালান অনুপযুক্ত। ১৯ সন সিক্কা ব্যতিরেকে অন্য টাকা যে হারে লওয়া যাইবে তাহা।

১৭ ধা॥ সনৎওগয়রহ যে সকল টাকা সরকারের খাজনায় দাখিল হয় তাহা পুনর্ব্বার জরব কারণ টাকশালে পাঠান যাইবে।

১৮ ধা॥ ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর যে যে মুদ্রা চালান যাইবে তাহা।

১৯ ধা॥ সে তারিখের পূর্ব্বে যে সকল খতপত্রাদি লিখিত হইয়াছে সেই খত

৩৫ আইন।

পত্রাদিতে লিখিত রকম টাকায় অথবা ১৯ সন সিক্কা টাকায় তাহা দিতে পারে কিন্তু তৎকালের বাজার ভাওঅনুসারে।

২০ ধা॥ ১৮০৭ সালের ১৩ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দী।

২১ ধা॥ সরকারের সঙ্গে বাণিজ্য দ্রব্যের বিষয়ে যে সকল বন্দোবস্ত হয় অথবা জমীদারপ্রভৃতির ও রাইয়তের মধ্যে যে সকল বন্দোবস্ত হয় সে সকল চলিত টাকাতে লেখা যাইবে অন্য রকম টাকায় বন্দোবস্ত লিখিত হইলে তাহা উসুল করিতে পারিবেক না।

[১৮০৭॥ ১৩ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

২২ ধা॥ কোন খাজনারখানার আমলারা চলিত টাকা লইতে ওজর করিলে তগীর হইবে এবং দেওয়ানী আদালতের খরচা ও ফরিয়াদীর নোক্শান তাহারদের উপর পড়িবে।

২৩ ধা॥ ১৭৯৪ সালের ১০ আপ্রিলের পর ১৯ সিক্কা ও মোহরছাড়া অন্য কোন রকম টাকা কিম্বা মোহর যদি তাহারা লয় তবে তাহারদের জরিমানা ও তাহারা তগীর হইবে।

২৪ ধারাঅবধি ২৭ ধারাপর্য্যন্ত॥ টাকশালের বিষয়।

২৮ ধা॥ সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা বিলায়তী অথবা এতদ্দেশীয় আমলা যে কেহ এই সিক্কা টাকার বিষয়ের আইনের অন্যথা করে তাহারদের নামে নোক্সানের দাওয়ায় আদালতে নালিশ হইতে পারে।

৩৬ আইন।

২ ধা॥ প্রত্যেক জিলা ও শহরে আদালতসম্পর্কীয় কাগজপত্র ও উইল রেজিষ্টরী করাইবার জন্যে এক দফ্তর নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং তাহা রেজিষ্টরসাহেবের অধীন থাকিবেক। সুকৃতিনামার পাঠ।

৩ ধা॥ ২ প্রকরণঅবধি ৬ প্রকরণপর্য্যন্ত॥ যেং রকম কাগজপত্রে রেজিষ্টরী হইবে।

[১৮১২॥ ২০ আইন দেখ।]

৪ ধা॥ ইং ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরীর পূর্ব্বে যে কাগজপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা রেজিষ্টরী করাইতে কিম্বা না করাইতে সকলের ক্ষমতা।

১৭৯৩

৩৬ আইন।

৫ ধা॥ এই আইনের তৃতীয় ধারার শেষ তিন প্রকরণে যে যে কাগজপত্রের বিষয় লেখা আছে তাহা উপরে লিখিত তারিখের পূর্ব্বে অথবা পরে প্রস্তুত হইলে তাহার রেজিষ্টরী করিতে বা না করিতে সকলের ক্ষমতা।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ যদি ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরীর পর কোন বিক্রয় বা দানপত্র লেখা যায় এবং তাহাতে রেজিষ্টরী করা যায় এবং তাহার প্রমাণ আদালতে নিশ্চয় হয় তবে সেই পত্র মঞ্জুর থাকিবে এবং যদি সেই বস্তুর বিষয়ে পশ্চাৎ অন্য কোন দান অথবা বিক্রয়ের পত্র লিখিত হইয়া রেজিষ্টরী না করা যায় তবে শেষে লিখিত পত্র (পূর্ব্বোক্ত তারিখের পূর্ব্বে অথবা পরে স্বাক্ষর হইলে) না মঞ্জুর হইবে।

২ প্র॥ ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরীর পর বন্ধকী খত রেজিষ্টরী হইলেও রেজিষ্টরের মাতবরী প্রমাণ হইলে সেই বস্তুর নিদর্শনে অন্য কোন রেজিষ্টরী না হওয়া বন্ধকী খতের পূর্ব্বে তাহার পরিশোধ হইবেক।

৩ প্র॥ কিন্তু বন্ধকী অথবা ক্রয় অথবা দানপত্রে রেজিষ্টরী হইলে সেই বস্তুবিষয়ে তাহার পূর্ব্বে রেজিষ্টরী নাকরা পত্রাদি বাতিল হইবে না যদি শেষ ক্রেতা বা মহাজন ও বন্ধকদাতা ব্যক্তি জানে যে সে বস্তু ইহার পূর্ব্বে দত্ত কিম্বা বিক্রীত কিম্বা বন্ধক দেওয়া গিয়াছে।

৭ ধা॥ কাগজপত্রাদির রেজিষ্টরী সে জিলার রেজিষ্টরের দফ্তরে করা যাইবে দুই কিম্বা ততোধিক আদালতের এলাকায় যদি সেই বস্তু থাকে তবে প্রত্যেক জিলায় তাহা রেজিষ্টরী করা যাইবেক।

[১৮১২॥ ২০ আ॥ ৬ ধারা দেখ।]

৮ ধা॥ ১ প্র॥ একং রকম কাগজপত্র আলাহিদা বহীতে লেখা যাইবে। সে বহীতে যে প্রকারে নম্বর দাগ ও দস্তখৎ হইবেক।

২ প্র॥ প্রত্যেক রেজিষ্টরীকরা পত্রের নম্বর ও তারিখ থাকিবেক ও রেজিষ্টরী বহীর যে স্থানে কাগজপত্র লেখা যায় তাহার পার্শ্বে তদ্বিষয়ের জিগির থাকিবেক।

[১৮১২॥ ২০ আ॥ ২ধারা দেখ।]

৯ ধা॥ ১ প্র॥ কাগজপত্রে রেজিষ্টরী হইবার মতের কথা।

২ প্র॥ যে কেহ কাগজপত্র রেজিষ্টরী করে তাহারা কিম্বা তাহারদের পক্ষে নিযুক্তকরা অন্য কোন ব্যক্তি সাক্ষিসমেত রেজিষ্টরের দফ্তরখানায় হাজির হইয়া সে

৩৬ আইন।

কাগজপত্র যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছে এমত প্রমাণ সুকৃতিপূর্ব্বক দিবে। তদনন্তর রেজিষ্টরী বহীতে তাহার নকল হইবেক এবং রেজিষ্টরসাহেব ও রেজিষ্টরীকারকেরা আসল কাগজের সঙ্গে তাহার নকল মিলাইবেন পরে রেজিষ্টরসাহেব আপন বহীতে নকল দস্তখৎ করিবেন এবং তাহার পর আসল কাগজ দস্তখৎ করিয়া ফিরিয়া দিবেন।

১০ ধা॥ রেজিষ্টরের এরূপ দস্তখৎ হইলে আদালতে প্রমাণরূপে জানা যাইবে যে সে কাগজ রেজিষ্টরী হইয়াছে।

১১ ধা॥ কেহ বহীতে কাগজপত্রের নকল দেখিতে চাহিলে কিম্বা তাহার নকল লইতে চাহিলে তাহাকে তাহা দর্শাইতে ও দিতে রেজিষ্টরসাহেবেরদের প্রতি হুকুম আছে। আসল কাগজ খোয়া গেলে রেজিষ্টরের বহীহইতে নকলকরা কাগজ আদালতে প্রমাণস্বরূপ বোধ হইবে।

১২ ধা॥ কেহ রেজিষ্টরী বহী কিম্বা এত্তেলানামা কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিলে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইবেক।

১৩ ধা॥ কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিবার সময় নির্দ্দিষ্ট হইবেক এবং সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের সম্বাদ সর্ব্বত্র দেওয়া যাইবেক।

১৪ ধা॥ কাগজপত্র রেজিষ্টরী করিবার ও তাহার নকল দিবার ও তাহা দেখাইবার কারণ রেজিষ্টরসাহেবকে রসুম দিতে হইবেক। ঐ রসুম যেপর্য্যন্ত না দেওয়া যায় সেপর্য্যন্ত রেজিষ্টরসাহেব কার্য্য করিতে অসম্মত হইতে পারেন্। সে রসুমহইতে তাঁহার দফ্তরের আমলার মাহিয়ানা ও কাগজের খরচ চলিবে।

১৫ ধা॥ রেজিষ্টরসাহেবেরা আপন কর্ম্মস্থানে অনুপস্থিত অথবা পীড়িত থাকিলে আপনারদের কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে নায়েব নিযুক্ত করিতে পারেন্ যদি সে নায়েব শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর হন্ এবং রেজিষ্টরসাহেবের সুকৃত্যনুসারে সুকৃতি করেন্। [১৮২৪॥ ৪ আইন দেখ।]

১৬ ধা॥ ১৭৯১ সালের ১ জানুআরিঅবধি এই আইন চলিবে। তাহার তর্জ্জমার নকল সুবেজাতের সকল কাজীর নিকটে দেওয়া যাইবে।

৩৯ আইন।

২ ধা॥১ প্র॥ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কোন্সেলের হুজুরহইতে সকল

১৭৯৩ ৩৯ আইন।

কাজীয়ল কুজ্জাতের নিয়োগ। কাজীয়লকুজ্জাৎ নিযুক্ত হইবেক ও তাহারদের অনুপযুক্ততা অথবা লম্পটতাদি দুষ্ক্রিয়া প্রমাণ না হইলে তগীর হইবেক না।

২ পু॥ কাজীয়লকুজ্জাতের মোহর।

৩ ধা॥ ১ পু॥ উপরের ধারার সকল হুকুম মফঃসলের সমস্ত কাজীর উপর খাটিবেক।

২ পু॥ আবশ্যক জানিয়া কোন স্থানে কাজীর পদ উঠাইয়া দিতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল হজুর কৌন্সেলের ক্ষমতা আছে।

সেই পদ শূন্য হইলে। ৪ ধা॥ মফঃসলের কাজীর স্থান শূন্য হইলে জজসাহেব তাহা রিপোর্ট করিবেন এবং তাহার পদে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার কারণ সুপারিস করিতে পারেন্। সে ব্যক্তির নাম প্রধান কাজীর নিকট জানান যাইবে তাহাতে প্রধান কাজী সে ব্যক্তির কোন অনুপযুক্ততা জানিলে শ্রীযুতের হজুরে লিখিবে। যে ব্যক্তি ঐ পদে নিযুক্ত হয় সে ব্যক্তি প্রধান কাজীর মোহরে এক সনন্দ পাইবে।

৫ ধা॥ কাজীর খিদমৎ পদ মৌরুসি নয়।

কাজীর অনুপযুক্ততা। ৬ ধা॥ ১॥ ২ পু॥ মফঃসলের কোন কাজীর দুষ্ক্রিয়া অথবা অনুপযু[illegible]তা প্রকাশ পাইলে জজসাহেব শ্রীযুতের হজুরে তাহা রিপোর্ট করিবেন। উ[illegible]র প্রকরণ ক্রমে প্রধান কাজীও তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারেন্।

৭ ধা॥ সকল কাজী যে সিরিস্তা রাখিবে তাহা তাহারদের কর্ম্মস্থানে যে সকল কাজী পশ্চাৎ নিযুক্ত হইবে তাহারদিগকে সম্পূর্ণরূপে দিবে।

রসুম। ৮ ধা॥ কাজী কাগজ তৈয়ার অথবা মোহরকরণের জন্যে কিম্বা আপনার পদ সম্পর্কীয় কার্য্যকরণার্থে দস্তুরমত যাহা কেহ স্বেচ্ছাক্রমে দেয় তাহাছাড়া রসুম লইবেক না।

জজসাহেবের রিপোর্ট। ৯ ধা॥ জজসাহেবেরা আপনারদের আদালতের এলাকায় যত কাজীর উপযুক্ততা বুঝেন্ তাহারদের সংখ্যার সম্বাদ হজুরে দিবেন। এবং আপনারদের এলাকাতে পরগনাসকলের মধ্যে এমত স্থানে তাহারদিগকে বসাইবেন যে দ্রব্যাদি ক্রোককারক এবং অন্যেরা তাহার নিকট সুগমে পঁহুছিতে পারে।

১০ ধা॥ জজসাহেবেরা আইনের তর্জমার নকল কাজীরদিগকে দিবেন।

৩৯ আইন।

১১ ধা॥ মফঃসলের কাজীরা নির্দ্ধারিত আইনে আপনারদের ন্যায্য কর্ম্ম চালা নেতে কোন ব্যতিক্রম অথবা অন্যথা করিলে তাহারদিগের নামে ক্ষতিবোধে আদা লতে নালিশ হইতে পারে।

৪০ আইন।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দী।

৪১ আইন।

২ ধা॥ লোকেরদের ন্যায়ান্যায়ের বিষয়ে এবং তাহারদের শরীর ও সম্পত্তির বিষয়ে যে সকল হুকুম চলিবেক তাহা আদালতসম্পর্কীয় দফ্তরে আইনমাফিক প্রস্তু ত হইয়া নীচের লিখিত ধারানুসারে ছাপা ও জারী হইবেক।

৩ ধা॥ আইনসমূহ যে অনুসারে নম্বরবিলি হইবে।

৪ ধা॥ প্রত্যেক আইনে শিরনামা থাকিবে।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ প্রত্যেক আইন নির্দ্দিষ্টের হেতু তাহার হেতুবাদে লেখা যাইবে।

২ প্র॥ পুরাতন কোন আইন রদকরণ কিম্বা শুধরণের হেতু হেতুবাদে লেখা যাইবে।

৬ ধা॥ একাদি অঙ্ক নিদর্শনে ধারা ও প্রকরণ বিলিক্রমে আইন লেখা যাইবেক। হেতুবাদই প্রথম ধারা হইবেক।

৭ ধা॥ ১ আইনের মধ্যে অন্য আইনের কোন প্রকরণের কিম্বা ধারার অথবা অন্য আইনের কোন সমুদয়ের প্রস্তাব কিরূপে হইবে।

৮ ধা॥ ধারা ও প্রকরণের সারার্থ তাহার পার্শ্বে সংক্ষেপে লেখা যাইবে।

৯ ধা॥ আইনসমূহ যেরূপ লম্বাচৌড়া কাগজে ছাপা হইবে।

১০ ধা॥ এক২ বৎসরের নির্দ্ধারিত সমস্ত আইনের ফিরিস্তি করা যাইবেক।

৪১ আইন।

১১ ধা॥ শ্রীযুত কোম্পানির ছাপাখানার সাহেব ইংরেজী ও বাঙ্গালী ও পারসী আইনের একং শত প্রস্থ প্রস্তুত রাখিবেন। বাকী সকল সরকারী দফ্তরসকলে বিলি হইবেক।

১২ ধা॥ ইঙ্গরেজী আইনের ফিরিস্তিসমেত দশ নকল বহী প্রতিবৎসর কোর্ট ডাইরেক্টর্সের নিকট পাঠান যাইবেক বাকী নকলসমূহ যেরূপে বিলি হইবেক তাহা।

১৩ ধা॥ আদালতের জজসাহেবেরা আইনানুসারে আপনারদের সকল কর্ম্ম ও ডিক্রী করিবেন।

১৪ ধা॥ এক আইনে যাহার যে খ্যাতি ও যাহার যে নাম নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহাই অন্য সকল আইনে লেখা যাইবে।

১৫ ধা॥ হাঁসিয়ার বৃত্তান্তসমেত আইনের তর্জমা পারসী ও বাঙ্গলায় করা যাইবেক।

১৬ ধা॥ যাহার যে খ্যাতি ও নাম তাহাই তর্জমানবীস সর্ব্বত্র এক ধারানুসারে লিখিবেন। এবং আইনে কোন নূতন খ্যাতি প্রবেশ হইলে সে খ্যাতি অতিশয় সুষ্পষ্ট করা যাইবে।

১৭ ধা॥ তর্জমানবীস ছাপার অশুদ্ধশোধন করিবেন।

১৮ ধা॥ দেশের চলিত ভাষায় স্পষ্ট ও সুগমরূপে আইন তর্জমা করা যাইবে।

১৯ ধা॥ এক আইনে সন্দেহ হইলে তাহার বেওরা অন্য আইনদৃষ্টে বোধ করা যাইবে।

২০ ধা॥ যদি কোন নূতন আইনের মর্ম্ম পুরাতন আইনের সহিত সমুদয় অথবা কিছুভাগে না মিলে তবে যে স্থানে না মিলে সেইপর্য্যন্ত নূতন আইনদ্বারা পুরাতন আইন রদ হইল এমত বোধ করিতে হইবেক।

২১ ধা॥ যদি কোন আইন পশ্চাৎ লিখিত আইনদ্বারা রদ হয় তবে পশ্চাৎ লিখিত আইন রদ হইলে সাবেক আইন পুনর্ব্বার বহাল থাকিবে।

৪৬ আইন।

১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ।

৪৭ আইন।

২ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়েরসায়ের আদালতের সাহেবদি গের পরস্পর পরামর্শের ঐক্য না হইলে যদি দুই জন জজসাহেব সেই বৈঠকে থা কেন তবে তাঁহারদের মধ্যে প্রধান জজসাহেবের পরামর্শ বহাল থাকিবে * যদি সেই বৈঠকে তিন জন জজসাহেব থাকেন তবে তাঁহারদের মধ্যে দুই জনের যে পরামর্শ তাহাই বহাল থাকিবে প্রত্যেক জজসাহেব আপনং পরামর্শের হেতু আদালতের রোয়দাদের বহীতে লিখিতে পারেন।

প্রধান জজ। [* ১৭৯৭॥ ৩ আ॥ ৭ ধা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ২ ও ১৪ ধারাদ্বারা রদ।]

৩ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতে বসিবার কারণ সর্ব্বদাই দুই জন * জজের আবশ্যক আছে।

[* অথবা ১৮১০॥ ১৩ আ॥ ২ ধা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ৬ ও ৭ ধারা দেখ।]

৪ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতে দুই জন * জজসাহেবরে বৈঠকনা হইলে ডিক্রী মাতবর হয় না সেই ডিক্রী যাহার দ্বারা স্বক্ষার করা যাইবেক।

ডিক্রী। [* ১৮১০॥ ১৩ আ॥ ২ ধা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ৮ ধারা।]

৫ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের বৈঠক সপ্তাহে তিন দিন * হইবে আবশ্যক হইলে ততোধিক দিন বৈঠক হইবে। কার্য্যের বাহুল্য হইলে প্রধান জজসাহেবে র আজ্ঞাতে রেজিষ্টরসাহেব উপরি বৈঠকের হুকুম করিতে পারেন কিন্তু আদালত রবিবারে বসিবে না।

[* ১৮১০॥ ১৩ আ॥ ৫ ধারা দেখ।]

৬ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবলোকেরা সদর দেওয়ানী আদাল তের * অনুমতিব্যতিরেকে আদালতের মোকামী কাছারী ছাড়া হইবেন না। যদি পীড়াপ্রযুক্ত আদালতে বসিতে না পারেন তবে তাহা আদালতের রোয়দাদে লেখা যাইবে। যদি আদালতের তিন দিন ক্রমে জজসাহেব আদালতে বসিতে না পা রেন তবে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার সম্বাদ দিবেন।

জজসাহেবেরদের অবর্ত্তমানতা। [* ১৮০১॥ ২ আ॥ ১৫ ধা॥ ও ১৮১০॥ ১৩ আ॥ ৫ ধারা দেখ।]

৪৯ আইন।

২ ধা॥ কেহ কোন ভূমি কিম্বা ভূমির উপস্বত্বের উপর দাওয়া রাখিলে * সে জবর দস্তীতে তাহা না লইয়া জিলায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবে।

[* ১৮১৩॥ ৬ আইন দেখ।]

১৭৯৩ ৪৯ আইন।

জবরদস্তী বেদখলের উপায়।
[*১৮০৫ ॥ ২ আ॥ ৫ ধারা দেখ।]
[* অধরা॥ ১৮১৩।৬ আ ॥ ৫ ধা ॥ এবং ১৮২৪ ॥ ১৫ আ ॥ ২ ধারা দেখ।]

৩ ধা॥ যে কেহ আপন ভূমি কিম্বা ভূমির উপস্বত্বহইতে এরূপ জবরদস্তীতে বেদ খল হয় সে দেওয়ানী আদালতে নালিশ* করিতে পারে। ইহাতে যদি সে ফরি য়াদী এমত পুমাণ দেয় যে সে ভূমি পূর্ব্বে তাহার দখলে ছিল তবে জজসাহেব আ সামীর স্বত্বাধিকার হউক কি না হউক আদৌ বিনাবিচারে সে ফরিয়াদীকে সে ভূমি অথবা ভূমির উপস্বত্বে পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইবেন। এবং যদি সে ভূমির ফসল নষ্ট বা তদ্রূপ হইয়া থাকে তবে তাহার মূল্য সে আসামীর স্থানহইতে দেওয়াই বেন ও সে বিষয়ে ফরিয়াদীর তহখরচ ও ক্ষতিপূরণে যাহা দেওয়ান উচিত জানেন্ তাহা আসামীর স্থানহইতে দেওয়াইবেন। পশ্চাৎ যদি সে অপরাধী সে ভূম্যা দিতে আপন স্বত্বাধিকারের দাওয়া রাখে তবে সে দেওয়ানী আদালতে নালিশ ক রিতে পারে।

বিচারার্থে কয়েদ ও জমীজব্দ।
[*১৮২২ ॥ ১ আ॥ এবং ১৮২৩ ॥ ২ আ ইন দেখ।]

৪ ধা॥ কোন দাওয়াদারের ভূমি দখলকরণসময়ে যদি সেই দাওয়াদার অথ বা তৎসমভিব্যাহারি লোককর্ত্তৃক কোন লোক হত কিম্বা আঘাতী অথবা জখমীরূ পে অতিশয় নিগৃহীত হয় তবে সে দাওয়াদারের সে ভূমির উপর আপনার স্বত্ব ও হক লোপ ও বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তাহা ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবে এবং অপরাধির পৃতি তৃতীয় ধারার মতাচরণ করা যাইবেক এবং এমত আপরাধী ও তাহার সমভিব্যাহারি লোককে দায়ের ও সায়ের আদালতের বিচারের নিমিত্তে কয়েদে রাখা যাইবেক কিম্বা তাহাদের স্থানে জামিন লওয়া যাইবে*।

[ফৌজদারী।]

৫ ধা॥ দাওয়াদার যদি দাঙ্গার সময়ে অসাক্ষাৎ থাকে কিন্তু যদি সে সেই দাঙ্গায় প্রবর্ত্তক হয় তবে সে সাক্ষাৎ থাকিলে তাহার যে বিভ্রাট হইত তাহাই সেস্থানে হইবে এবং তাহার যে গোমাস্তা ও চাকরপ্রভৃতিদ্বারা অত্যাচার হইয়া থাকে তাহারাও দায়ের ও সায়ের আদালতের বিচারের নিমিত্তে কয়েদ থাকিবেক।

বাধা করণের নিষেধ।
[* ১৮২২ ॥ ১ আ॥ এবং ১৮২৩। ২ আ ইন দেখ।]
[ফৌজদারী।]

৬ ধা॥ কেহ জবরদস্তীরূপে ভূমি দখল করিতে লাগিলে তাহা না করিতে দিবার জন্য অথবা দখল করিলে বেদখল করাইবার নিমিত্তে ভূমির স্বত্বাধিকারিপ্রভৃতি অ স্ত্রধারণ করিবে না। যদি সেই দাঙ্গায় কোন খুন অথবা আঘাত হয় তবে অস্ত্রের দ্বারা যে ব্যক্তি নিবারণ করে ও যে ব্যক্তি জবরদস্তীতে বেদখল করে সে উভয়েই ক য়েদ* হইবেক এবং সেই ভূমি ও তাহার ফসল সরকারে জব্দ করা যাইবেক।

১৭৯৪ ৮ আইন।

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৬ ধারাদ্বারা রদ্দী।

৩ ধা॥ নিজবস্তু অথবা মালগুজারী কিম্বা লাখেরাজ ভূমির বিষয়ে কত টাকার মোকদ্দমা* হইলে জজসাহেবেরা নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে আপন রেজিষ্টরকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ রেজিষ্টর সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন অথবা আবশ্যক হইলে ততোধিক দিন বৈঠক করিবেন।

যে মোকদ্দমা অর্পণীয়। [* ১৮১৪॥ ২৪ আ॥ ৮ ধারা দেখ।]

৪ ধা॥ আদালতে জজসাহেব যখন না বসেন্ তখন রেজিষ্টরসাহেব তাঁহার নিকট সোপর্দ্দহওয়া সকল মোকদ্দমা আদালতের কাছারীতে* বসিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

[* ১৮১৪॥ ২৪ আ॥ ১২ ধারা দেখ।]

৫ ধা॥ জজসাহেবেরা যেং হুকুমমতে মোকদ্দমার বিচারাদি করেন্ রেজিষ্টরসাহেবেরাও সেইং হুকুমানুসারে করিবেন।

৬ ধা॥ ১৮০৩ সালের ৩৯ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণদ্বারা রদ।

৭ ধা॥ ১৭৯৫ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ।

৮ ধা॥ রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দহওয়া সকল মোকদ্দমার হুকুম আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের সহি হইলে সকল মোকদ্দমা চালান হইবেক এবং আদালতের আমলাকর্ত্তৃক জারী হইবে।

হুকুম। [* ১৮১৪॥ ২৪ আ॥ ১২ ধারা দেখ।]

৯ ধা॥ রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ সকল মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ও আসামী নিজে অথবা তাহারদের পক্ষীয় আদালতের উকীলেরা সওয়াল জওয়াব করিবে।

[* ১৮১৬॥ ১৫ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

১০ ধা॥ রেজিষ্টরসাহেবেরা যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তাহা মাসিক ফিরিস্তিতে স্বতন্ত্র লেখা যাইবেক। এবং রেজিষ্টরসাহেবের আদালতহইতে জজসাহেবের আদালতে যে মোকদ্দমার আপীল হয় তাহার ডিক্রী মাসিক ফিরিস্তিতে জজসাহেব স্বতন্ত্র চিহ্ন দিয়া রাখিবেন। রেজিষ্টরসাহেবের ডিক্রীহইতে জজসাহেবের নিকট যে আপীল হইয়া মুলতবি থাকে ছয়ং মাসঅন্তরে মফঃসল আপীল আদালতে তাহার রিপোর্ট দিতে হইবে এবং রেজিষ্টরসাহেবেরদের আদালতে যত মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার রিপোর্ট দিতে হইবেক।

মাসিক ও ছয়মাসিয়া ডিক্রীর ফিরিস্তি।

১১ ধা॥ যে মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে অর্পণ হইতে পারে সেই মোকদ্দমা আপনি নিষ্পত্তি করিতে অথবা এতদ্দেশীয় আমলাপ্রভৃতির স্থানে অর্পণ করিতে এই আইনের দ্বারা জজসাহেবের নিষেধ নাই। টাকা অথবা অস্থাবর বস্তু

[* ১৮০৩॥ ৪৯ আ॥ ২৩ ধা॥ ও ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ৩ ধা॥ ৩ প্রকরণ দেখ।]

১৭৯৪

৮ আইন।

বিষয়ক যে মোকদ্দমা পঁচিশ টাকার অনূর্দ্ধ হয় তাহাতে জজসাহেবের ডিক্রীই চূড়ান্ত।

মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেব।

১২ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরদের ডিক্রীর অথবা ঐ আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের ডিক্রীর আপীল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদের রেজিষ্টরসাহেবকে শুনিতে হুকুম দিতে পারেন্ না।

কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টের নিমিত্তে মোকদ্দমা অর্পণ।

[* ১৮১৭ ॥ ১৯ আ॥ ১৪ ধারা দেখ।]

১৩ ধা॥ যদি কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণকালে খাজানা অথবা মালগুজারীর কোন হিসাব রফাকরণের আবশ্যক হয় তবে জজসাহেব কালেক্টরসাহেবের নিকট সেই হিসাব নিষ্পত্তিকরণার্থে পাঠাইবেন। কালেক্টরসাহেবের নিকটে যে হুকুম যায় তাহাতে আদালতের মোহর ও জজসাহেবের দস্তখৎ থাকিবে*। পুনশ্চ জজসাহেব বিবাদিদিগকে অথবা তাহারদের উকীলেরদিগকে অথবা তাহারদের সাক্ষিদিগকে হিসাবের তজবীজকরণার্থে কালেক্টরসাহেবের নিকটে প্রেরণ করিতে পারেন্ এবং সাক্ষিরদিগকে যে শপথ নিত্য করাইতে হয় সেই শপথ তাহারদিগকে করাইতে জজসাহেব কালেক্টরসাহেবকে হুকুম দিতে পারেন্। কালেক্টরসাহেব জজসাহেবের হুকুমানুসারে আপনার রিপোর্ট আদালতে পাঠাইবেন। সেই রিপোর্ট পঁহুছিলে জজসাহেব সেই মোকদ্দমায় যাহা উচিত বুঝেন্ তাহাই ডিক্রী করিবেন। কিন্তু যে কোন মোকদ্দমায় কালেক্টরসাহেব অথবা তাঁহার কোন চাকর অথবা কোন আমলা এক পক্ষে হয় সেই মোকদ্দমা জজসাহেব কালেক্টরসাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন্ না।

১৭৯৫

৩৬ আইন।

২ ধা॥ ১৭৯৪ সালের ৮ আইনের ৭ ধারা রদ্দ।

জজসাহেবের নিকটে আপীল।

[* ১৮১৪ ॥ ২৪ আ॥ ৬ এবং ২ ধারা দেখ।]

৩ ধা॥ ১ পু॥ রেজিষ্টরসাহেবদিগের কৃত নিষ্পত্তি স্থাবর বস্তুবিষয়ক অথবা সিক্কা ২৫ টাকার ঊর্দ্ধ* নগদ অথবা অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতের আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে যেং হুকুম করা গিয়াছে তদনুসারে নীচে লিখিত নিয়ম দৃষ্টে তথাকার জিলা অথবা শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকট হইতে পারিবে।

ত্রিশ দিন মিয়াদ।

২ পু॥ রেজিষ্টরসাহেব কিম্বা জজসাহেবের নিকট ডিক্রী হওয়ার পর ত্রিশ

৩৬ আইন।

দিনের* মধ্যে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবেক। কিন্তু মিয়াদ অতীত হইলে বিশিষ্ট হেতু জানাইতে পারিলে সে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে।

[*১৮০৫ ॥ ২ আ ॥ ৮ ধা ॥ এবং ১৮১৪ ॥ ২৬ আ ॥ ৮ ধা ॥ ১০ প্রকরণ দেখ।]

রোয়দাদ প্রেরণ।

৩ প্র ॥ জজসাহেব আপীলের দরখাস্তের আর্জি লইলে আর্জির পৃষ্ঠে মঞ্জুর এই শব্দ লিখিয়া তাহার নীচে আপনি দস্তখৎ করিয়া আদালতের মোহর করিবেন। আর্জি ঐরূপে দস্তখতী হইলে তাহা রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে পাঠাইবেন এবং তিনি সে মোকদ্দমার সকল আসল কাগজপত্রসমেত আপনার ডিক্রী জজসাহেবের নিকট দাখিল করিবেন।

৪ ধা ॥ ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ৮ ধারাদ্বারা রদ।

৫ ধা ॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ।

ফৌজদারী মোকদ্দমা নিজামৎ আদালতে অর্পণ।

৬ ধা ॥ দায়ের ও সায়ের আদালতের সাহেবেরা ভ্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা ইহার পূর্ব্বের ভ্রমণকালে নিজামৎ আদালতে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার ফিরিস্তি দৃষ্টি করিবেন এবং যদি এমত কোন মোকদ্দমা দেখা যায় যে তাহাতে নিজামৎ আদালতের হুকুম না পাইয়া থাকেন তবে তাহার রিপোর্ট নিজামৎ আদালতে দিবেন এবং যদি কোন হুকুম অথবা রোয়দাদ খোয়া গিয়া থাকে তবে তাহার নকল পুনরায় প্রস্তুত করিয়া পাঠাইবেন।

৭ ধা ॥ হুগলিতে নূতন জিলা বসান যায় এবং ঐ জিলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়।

৩৭ আইন।

মাসিক রিপোর্ট।

২ ধা ॥ সকল জিলা ও শহরের আদালতের সিরিস্তার মোকদ্দমার মাসিক কৈফিয়ৎ সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেব সে আদালতের সাহেবেরদের নিকট এত্তেলা করিবেন। সে রিপোর্টে যাহা থাকিবে তাহা।

৩ ধা ॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের প্রতি যে কৈফিয়ৎ দাখিল করিতে হুকুম আছে তাহার মাসিক সাধারণ রিপোর্ট সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেব সেই আদালতের সাহেবেরদের নিকটে এত্তেলা করিবেন।

ছয় মাসান্তরের রিপোর্ট।

৪ ধা ॥ জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা আপনারদের আদালতে ছয়ং মাসঅন্তরে মুলতবী মোকদ্দমার যে রিপোর্ট দেন্ সে রিপোর্ট সদর দেওয়ানী আ

১৭৯৫

৩৭ আইন।

দালতের রেজিষ্টরসাহেব সেই আদালতের জজসাহেবেরদিগকে এত্তেলা করিবেন যে তাহার হ্রাসবৃদ্ধি বোধ হয়।

৫ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের মুলতবী মোকদ্দমার রিপোর্ট সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেব ছয়মাসিয়া রিপোর্টে ঐ আদালতের সাহেবেরদের স্থানে এত্তেলা করিবেন।

৬ ধা॥ যদি সে সকল আদালতহইতে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে সে সকল রিপোর্ট পাঠান না যায় তবে রেজিষ্টরসাহেব আপনার রিপোর্টে তাহা এত্তেলা করিবেন এবং সেং আদালতের সাহেবেরা সেং বিলম্বের যে হেতু লিখিয়াছেন তাহাও রেজিষ্টরসাহেব এত্তেলা করিবেন।

রিপোর্ট ও ফিরিস্তির পাঠ।

৭ ধা॥১ প্র॥ রেজিষ্টরসাহেব আপনার এই সকল রিপোর্ট অনায়াসে প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে এই সকল আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবেন।

২ প্র॥ প্রত্যেক জজসাহেব আপনার মাসিক রিপোর্টের নীচে সে মাসের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সংখ্যা লিখিবেন। ফিরিস্তির পাঠ।

৩ প্র॥ ছয়মাসিয়া ফিরিস্তির নীচে মুলতবী মোকদ্দমার জুমলাও লিখিবেন। ফিরিস্তির পাঠ।

৪ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের ডিক্রীর সংখ্যা তাঁহারদের মাসিক ফিরিস্তির নীচে লেখা যাইবে। ফিরিস্তির পাঠ।

ফিরিস্তির পাঠ।

৫ প্র॥ ছয়মাসিয়া রিপোর্টের নীচে মুলতবী মোকদ্দমা অথবা আপীলের সংখ্যা লেখা যাইবেক। ফিরিস্তির পাঠ।

৫৫ আইন।

টর্ণিসম্পর্কীয় মোকদ্দমা।

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারার ১ প্রকরণানুসারে যদি কোন অপ্রাপ্তব্যবহার ব্যক্তি এবং তাহার টর্ণির নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হয় তবে আইনমতে অন্যং মোকদ্দমায় আসামীর স্থানে জামিন লইবার যে হুকুম আছে সেইরূপে সেই টর্ণির জামিন তলব হইবেক না।

১৭৯৬

৪ আইন।

[* বিস্তারিত ১৮০১ ॥

২ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা* আপনং মোকামহইতে স্থানা

ন্তরে যাইতে বাসনা করিলে শ্রীযুতের হজুরে বিদায় চাহিবেন এবং অত্যাবশক না হইলে হজুরহইতে বিদায় না পাইলে আপন স্থান ত্যাগ করিবেন না। বিদায়ের দরখাস্তে সাহেব লিখিবেন যে কি নিমিত্তে ও কত দিনের কারণ বিদায় চাহেন। সাহেব আরো আপন দরখাস্তে লিখিবেন যে অন্য কোন সাহেব সেই কর্ম্মে নিযুক্ত না হইলে আপন অবর্ত্তমানকালে জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেবের কর্ম্ম যে বর্ত্তমান রেজিষ্টর অথবা প্রধান আসিষ্টাণ্টের হস্তে অর্পণ হইতে পারে।

২ আ॥ ১৫ ধারা দেখ।]

বিদায়ের দরখাস্ত।

৩ ধা॥ শ্রীযুত হজুর কৌন্সেলে জজ ও মাজিস্ত্রিটের কর্ম্ম চালাইবার ভার ঐ আদালতের রেজিষ্টর অথবা প্রধান আসিষ্টাণ্টের হস্তে সমর্পণ করিবেন অথবা অন্য কোন সাহেবের হস্তে দিবেন। শ্রীযুতের এই অবধারণ সদর দেওয়ানী আদালত ও যে মফঃসল আপীল আদালতের মোতালকে সেই জিলা হয় তাহার সাহেবদিগকে জানান যাইবে।

৪ ধা॥ জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেবেরা আপনারদের স্থান ত্যাগ করণ ও পুনরাগমনের সম্বাদ শ্রীযুতের হজুরে ও সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত ও মফঃসল আপীল আদালত ও দায়ের ও সায়ের আদালতের সাহেবদিগকে জানাইবেন।।

৫ ধা॥ যে কালে কোন জজ ও মাজিস্ত্রিট সাহেবেরদের মরণ অথবা পীড়া অথবা কারণান্তরে তাঁহারদের পদ শূন্য হওয়াতে সেই আদালতের কর্ম্মের ভার রেজিষ্টর অথবা প্রধান আসিষ্টাণ্টের হস্তে সমর্পিত হয় সেকালে তাঁহারা তাহার রিপোর্ট শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন এবং শ্রীযুতের হজুরহইতে যেপর্য্যন্ত হুকুম না আইসে সেপর্য্যন্ত রেজিষ্টরসাহেব আপন কার্য্যব্যতিরেকে এবং মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারী করিবার নিমিত্তে জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেবেরদের যে কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য তাহাছাড়া* এবং জিলার বিরোধ ও বিসম্বাদ নিবারণার্থে যে কার্য্য এবং যে কার্য্য বিলম্বসাধ্য নহে সেইং কার্য্যব্যতিরেকে অন্য কর্ম্ম করিবেন না।

রেজিষ্টরসাহেবের কর্ম্ম ও জজসাহেবের অবর্ত্তমানের রিপোর্ট।

[*১৮০৫॥ ২ আ॥ ১৪ ধা॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

৬ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ৭ সপ্তম ধারাদ্বারা জজ ও মাজিস্ত্রিট সাহেবের পীড়া অথবা কারণান্তরে তাঁহারদের স্থান শূন্য হইলে রেজিষ্টর ও প্রধান আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের যে ন্যায্য কর্ম্ম লিখিত আছে তাহা পূর্ব্ব লিখিত বিধিদ্বারা রদ হইল কিন্তু ঐ সপ্তম ধারাদ্বারা রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের প্রতি আপনং কর্ত্তব্য কর্ম্মব্যতিরেকে অন্য কর্ম্ম যে না করিবেন তাহা বহাল থাকিল এবং জিলা ও আদালতের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা আইনের দ্বারা তাহারদের হস্তে যে পরা

রেজিষ্টরসাহেবের কর্ম্ম সুস্পষ্টীকৃত।

১৭৯৬

৪ আইন।

ক্রম অর্পণ না থাকে তাহা কোন যোগে করিবেন না কিন্তু জজ ও মাজিস্ত্রিট সাহেব কর্তৃক তাঁহারদিগকে যে হুকুম দেওয়া যাইবে সেই হুকুমমাফিক তাঁহারা কার্য্য করিবেন।

৮ আইন।

১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাদ্বারা রদ্দ।

১০ আইন।

২ ধা॥ যদি মফঃসল আপীল আদালত ও দায়ের সায়ের আদালতের সাহেবেরদের হুকুমে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা আইনের বিচলিত কিছু বুঝেন্ তবে যেপর্য্যন্ত পুনর্ব্বার হুকুম না পঁহুছে সেপর্য্যন্ত প্রথম হুকুমের জারী মৌকুফ করিতে পারেন্। কিন্তু দ্বিতীয় হুকুম যদি সমুদয় অথবা কোন ভাগে প্রথম হুকুমের সঙ্গে মিলে তবে তাহা পঁহুছিলে জারী হইবেক। কিন্তু জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা সেই হুকুম তাহার সকল কাগজপত্রসমেত সদর দেওয়ানী কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত করিতে পারেন্। এবং যদি সে এমত বিষয় না হয় যে তাহাতে আইনমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের চূড়ান্ত বিচার করিতে শক্তি আছে তবে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান যাইবে। এইরূপ কোন বিষয় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে প্রেরণের হেতু এই যে আইনের অর্থকরণেতে যদি জিলাপ্রভৃতির জজসাহেবদিগের ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের ঐক্য না হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি করা যাইবে।

৩ ধা॥ এতদ্বিষয়ে সদর দেওয়ানী অথবা নিজামৎ আদালতের ডিক্রীই চূড়ান্ত।

৪ ধা॥ যদি কোন আইনের অর্থবিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সন্দেহ জন্মে তবে শ্রীযুতের হজুরে সম্বাদ দিবেন। এবং সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি করিবার কারণ যে বিষয় প্রেরিত হয় তদ্বিষয়ে যদি আইনে কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে ১৭৯৩ সালের ২০ আইনের পরাক্রমে তাহার নূতন আইনের মুসাবিদা শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন।

১৩ আইন।

ডিক্রী জারী স্থগিতকরণার্থে জামিন।

২ ধা॥ জিলা অথবা শহর অথবা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের যে

১৩ আইন।

১৭৯৬

ডিক্রীর আপীল হইতে পারে সে ডিক্রীর আপীল হইলে যদি আপেলাণ্ট আপীল করণসময়ে কিম্বা তাহার পর উপযুক্ত* নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে আইনে আপীলের ডিক্রী মানিবার জন্য যে জামিন নির্দ্ধার্য্য আছে বিশেষতঃ যদি ডিক্রী ভূমিসম্পর্কে হয় তবে ১ বৎসরের উপস্বত্ব† কিম্বা অস্থাবর দ্রব্যাদি হইলে সেই বস্তুর মূল্যের হিসাবে† জামিন দেয় তবে সে ডিক্রী জারীহওয়া স্থগিত‡ থাকিবেক।

[* ১৮০২॥ ৩ আ॥ ২ ধা॥ এবং ১৭৯৮॥ ৫ আ॥ ৬ ধারা দেখ।]
[† বিস্তারিত। ১৭৯৮। ৫ আ॥ ৩ ধা।]
[‡ শুধরা॥ ১৮০৮॥ ১৩ আ॥ ১১ ধা॥ ২ প্র।]

৩ ধা॥ অনাবশ্যক আপীল নিবারণার্থে যে মোকদ্দমার আপীল হয় তাহার ডিক্রী সাব্যস্থ থাকিলে সে বস্তুর উপর সুদ* দেওয়া যাইবেক এবং অনর্থক আপীল যে করে সরকারেতে তাহার জরিমানা হইবে।

মিথ্যা আপীল।
[* ১৮০৮॥ ১৩ আ॥ ১২ ধা॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

৮ আইন।

১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দ।

১১ আইন।

১৭৯৭

বৃটনীয় প্রজা।

২ ধা॥ যে ইউরোপীয় বৃটনীয় প্রজা অথবা অন্য ইউরোপীয়েরা জিলা ও শহরের আদালতের মোতালক না হয় তাহারা সে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করাইলে ১৭৯৩ সালের ২৮ আইনের ৭ ধারার মুচলকার পরিবর্ত্তে এই মুচলকা লিখিয়া দিবে। মুচলকার পাঠ।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারানুসারে আসামীর জামিনেরা এই জামিনী মুচলকা* লিখিয়া দিবে। মুচলকার পাঠ।

[* শুধরা॥ ১৮০২॥ ৩ আ॥ ২ ধা॥ এবং ১৮০৩॥ ২ আ॥ ৪ ধারা দেখ।]

২ প্র॥ ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ১০ ধারায় প্রস্তাবিত লোকেরদিগের সম্মান রক্ষার নিমিত্তে যে হুকুম আছে তাহা এই আইনদ্বারা রদ হইল না। (বারাণসী)

১২ আইন।

যে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য।

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারায় যে সংখ্যার মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলযোগ্য তাহার এক ভাগ এই আইনদ্বারা রদ্দ হইল। ৫০০০* টাকাপর্য্যন্ত অস্থাবর বস্তু অথবা নগদ টাকার বিষয়ের মোকদ্দমাতে মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীই চূড়ান্ত। কোন ব্যক্তি আপীল করিলে তাহার বিপক্ষে যত টাকা† ডিক্রী হয় বা আদালতের ডিক্রীঅনুসারে যত টাকা নামঞ্জুর হয় তাহা সংখ্যানুসারে স্থির করা যাইবে যে সে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতহইতে সদর দেও

[* বিস্তারিত। ১৭৯৮। ৫ আ॥ ২ ধা।]
[† ২৪ আ॥ ৬ ধারা॥ ২ প্র॥ এবং ২৫ আ॥ ৩ ও ৫ ধা॥ এবং ১৮১৪। ২৬ আ॥ ২ এবং ৩ ধা॥]

১৭৯৭

১২ আইন।

য়ানী আদালতে আপীল হইবার যোগ্য কি না অথবা জিলা ও শহরের আদালতহইতে মফঃসল আপীল আদালতে আপীলের যোগ্য কি না অথবা রেজিষ্টরসাহেবের ডিক্রীহইতে সেই আদালতের জজসাহেবের নিকটে আপীলের যোগ্য কি না।

[*শুধরা॥ ১৮০৫॥ ২ আ॥ ১২ ধা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ৮ ধা॥ ৭ প্র।]

[† রদ॥ ১৮১৪॥ ২৭ আ॥ ২৩ ধারা দেখ।]
[‡ রদ॥ এবং ১৭৯৮॥ ২ আ॥ ৯ ধা।]

খরচার জামিন।

আপেলাণ্টের নিকট লিপিদ্বারা সম্বাদ দেওয়া।

মফঃসল আপীল আদালতকর্তৃক আপীলের হেয়জ্ঞান।

৩ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারাদ্বারা আপেলাণ্টেরদিগের মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীহইতে আপীলের দরখাস্ত একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে প্রসঙ্গ করিতে যে শক্তি আছে তাহা রদ হইল*। আপীলের দরখাস্ত আপেলাণ্টেরা মফঃসল আপীল আদালতে দিবে এবং সে আদালতের সাহেবেরা পূর্ব্বের আইনঅনুসারে কার্য্য করিবেন। সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বে আপেলাণ্টকে যে জামিন দিতে হয় তাহা (১৭৯৩ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে উকীলেরদের রসুমের† বিষয়ের জামিনছাড়া) কেবল আদালতের শেষ খরচা ও ডিক্রীর হুকুম মানিবার বিষয়ে লইতে হইবেক এবং কোন মোকদ্দমায় সে জামিন পাঁচ শত টাকার‡ ঊর্দ্ধে হইবে না কিন্তু ডিক্রী জারী স্থকিত রাখিবার নিমিত্তে যে জামিন দাতব্য তাহার বিষয়ে এই জামিন খাটে না। ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার শেষ ভাগে আপেলাণ্টেরদিগকে যে সম্বাদ দিতে হয় যে পোনর দিনের মধ্যে তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদ সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইবে এবং যে ছয় সপ্তাহের মধ্যে সেখানে গিয়া সওয়াল জওয়াব না করিলে তাহার আপীলের আর্জি ডিস্‌মিস্ হইবে সে সম্বাদ সে মোকদ্দমার তাবৎ কাগজপত্র দাখিলের বিষয়ে খাটিবে না কেবল আপীলের দরখাস্ত জারী করিবার বিষয়ে খাটিবে এবং আপেলাণ্টকে এতদ্বিষয়ে যে লিখিত সম্বাদ দেওয়া যাইবে তাহাতে ইহা সুস্পষ্টরূপে লেখা যাইবে এবং সেই লিখিত পত্রের উপর যে তারিখে আপীলের আর্জি সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান যায় তাহা লেখা যাইবে। মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের দরখাস্ত যদি নামঞ্জুর করেন্ তবে তাহার পর আদালতের বৈঠকের দিনে অথবা যত শীঘ্র পারেন্ আপেলাণ্টকে তাহার আপীলের নামঞ্জুরের হুকুমনামার নকল দিবেন এবং তখন আপেলাণ্ট ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারানুসারে এবং এই আইনঅনুসারে আপনার আপীলের দরখাস্ত একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে পারে। এবং সে দরখাস্তে এই লেখা থাকিবে যে তাহার আপীলের দরখাস্ত ইহার পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেব কর্তৃক গ্রাহ্য হইল না এবং সে দরখাস্তের সঙ্গে নামঞ্জুরের হুকুম গাঁথিতে হইবে অথবা এমত লিখিয়া দিতে হইবে যে আপেলাণ্ট দশ দিনের মধ্যে তদ্বিষয়ে দরখাস্ত দিয়াছিল কিন্তু তাহা পায় নাই।

১২ আইন।

১৭৯৭

জিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রীহইতে আপীলের দরখাস্ত।

৪ ধা॥ উপরের ধারার সকল প্রকরণ ও বিষয় ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১২ ধারায় মফঃসল আপীল আদালতের আপীলের বিষয়ে তুল্যরূপে খাটে। এবং ইহার পর যে জিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রীর আপীল হয় সে আপীলের দরখাস্ত প্রথমতঃ সেই জিলা ও শহরের আদালতে দাখিল করা যাইবে * সেখানে নামঞ্জুর হইলে আপেলাণ্টের শক্তি আছে যে সে উপরে লিখিত প্রতিবন্ধক বহাল রাখিয়া মফঃসল আপীল আদালতে সে আপীলের দ্বিতীয় দরখাস্ত করিতে পারে।

[*স্বধরা॥ ১৮০৫॥ ২ আ॥ ১২ ধারা দেখ।]

১৬ আইন।

ছয়মাস মিয়াদ।

২ ধা॥ শ্রীযুত ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহের কৌন্সেলে যে আপীল হয় তাহার দরখাস্ত ছয় মাসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হইবে এবং খরচাছাড়া মোকদ্দমা পাঁচ হাজার পৌন ষ্টর্লিং * বিষয়ের মোকদ্দমা হইলে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে।

[*১৮০৫॥ ১ আ॥ ১৩ ধারা দেখ।]

করণ্ট ৫০০০০ টাকা।

৩ ধা॥ মোকদ্দমা যদি করণ্ট ৫০০০০ টাকা অথবা সিক্কা ৪৩১০৩ টাকার বিষয়ের হয় তবে তাহা আপীলের যোগ্য। সদর দেওয়ানী আদালতের এরূপ মোকদ্দমার কর্ম্ম চালানের নিমিত্তে যে সাধারণ বিধি আছে সেই সাধারণ বিধানুসারে বিবাদি বস্তুর মল্যের হিসাব করা যাইবে।

ডিক্রী স্থকিত বা জারীকরণের বিবেচনা।

৪ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে বিবাদিপক্ষে ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার স্থানে আপীলের শেষ হুকুম যে সে মানে এনিমিত্তে এমত জামিন লইয়া আপনার ডিক্রী জারী করাইতে পারেন্ অথবা যে বিবাদির হস্তে সে বস্তু থাকে তাহার নিকটহইতে ঐরূপ জামিন লইয়া আপনারদের ডিক্রী যবস্থবে রাখিতে পারেন্। সর্ব্বস্থলে আপেলাণ্ট খরচা দিবার ও আপীলে যে চূড়ান্ত হুকুম হইবে সে হুকুম মানিবার উপযুক্ত জামিন দিবে। এরূপ জামিন পাইলে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল গ্রাহ্য হইবেক এবং উভয়বিবাদিরদিগকে নিয়মিত ধারানুসারে আপীলের সওয়াল জওয়াবপ্রভৃতির নিষ্পত্তি করিতে এত্তেলা করা যাইবে।

রোয়াদেদের নকল।

৫ ধা॥ শ্রীযুত ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহের কৌন্সেলে আপীল হইলে ইংরেজী ভাষায় মোকদ্দমার যাবদীয় কাগজপত্র দুই * প্রস্থ নকল হইয়া এবং আদালতের মোহর ও রেজিষ্টরসাহেবের স্বাক্ষরে জারী হইয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে দাখিল হইবে। উভয় বিবাদী কাগজপত্র নকল করিবার খরচপত্র দিতে স্বীকার করিলে মোকদ্দমার যাবদীয় কাগজপত্রের নকল পাইতে পারে।

[*১৮১৪॥ ১ আ॥ ১৯ ধারা দেখ।]

১৭৯৭

১৬ আইন।

রোয়দাদের সঙ্গে আইনের নকল প্রেরণ।

৬ ধা॥ যে কোন আইনের শক্তিতে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী হইয়া থাকে অথবা সে ডিক্রী যে কোন আইনের সহিত সম্পর্ক রাখে সে আইনের নকল রোয়দাদের সঙ্গে গাঁথা যাইবে।

৭ ধা॥ কিন্তু শ্রীযুত ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহ ইংগ্লণ্ডদেশের ব্যবস্থানুসারে সকল আপীলের মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিবার যে ক্ষমতা আছে এই আইনদ্বারা কোন প্রকারে তাহার হানি হইবে না।

১৮ আইন।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দী।

১৯ আইন।

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ৩১ ধারা রদ্দী।

৩ ধা॥ ২॥ ৩ প্র॥ ১৮০১ সালের ২ আইনের ১৯ ধারাদ্বারা রদ্দী।

তর্জমা যেরূপে করা যাইবে। [*১৮০১॥ ২ আ॥ ১৯ ধারা দেখ। সে আইনের ১৮ ধারা।]

৪ ধা॥ আদালতহইতে যত কাগজপত্রের তর্জমার তলব হয়* তাহা যথাসাধ্য রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবেরা তর্জমা করিবেন তাঁহারা সরকারী কার্য্যের বাহুল্যপ্রযুক্ত তর্জমা করিতে না পারিলে জজসাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার রিপোর্ট দিবেন। এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উচিত বুঝিলে অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহা তর্জমা করিতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু সে তর্জমা রেজিষ্টরসাহেব শুধিবেন এবং রেজিষ্টরসাহেব তাহার শুদ্ধাশুদ্ধের বিষয়ে জওয়াব দিবেন।

তর্জমার বেতন।

৫ ধা॥ কোম্পানির চাকরব্যতিরেক অন্য ব্যক্তি তর্জমা করিলে সে যেহারে বেতন পাইবে তাহা। রেজিষ্টর সাহেব জজসাহেবের নিকট তর্জমা সমাপ্তহওয়া এত্তেলা না করিলে জজসাহেব তাহার তর্জমার বিলের টাকা দিবেন না এবং বিলের উপর রেজিষ্টরসাহেবের এত্তেলা লেখান যাইবেক।

১৭৯৮

১ আইন।

বন্ধকী ভূমি যেরূপে উদ্ধার হইবে। [*১৮০৬॥ ১৭ আ॥ ৭ এবং ৮ ধারা দেখ।]

২ ধা॥ যদি কোন ব্যক্তি ভূমির কবালা দিয়া* টাকা কর্জ করে এবং যদি সে খাতক টাকা ফিরিয়া দিয়া সে ভূমি উদ্ধার করিতে চাহে তবে সে টাকা দিবার মিয়াদের মধ্যে মহাজনকে সে টাকা ফিরিয়া দিতে পারে অথবা তথাকার দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে পারে। টাকা এমতে দাখিল হইলে জজসাহেব তাহাকে

১ আইন।

১৭৯৮

এক রসীদ দিবেন পরে মহাজনকে লিপিদ্বারা তাহা জানাইবেন এবং মহাজন খত ফিরিয়া দিলে টাকা পাইবে এবং খালাসপত্র লিখিয়া দিবে। আমানতী টাকার বে ওরা লিখিতে হইবে। খাতক এরূপে টাকা আমানতে রাখিলে তাহার স্বত্বলোপ হয় না।

৩ ধা॥ মহাজন যে ভূমির উপর কর্জ দিয়াছিল তাহার ভোগদখল যদি করি য়া থাকে ও যদি তদ্বিষয়ে হিসাব করিতে হয় তবে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ধারানুসারে সে উপস্বত্ব ভোগের নিকাস দিবে।

জমা খরচের হিসাব।

৪ ধা॥ যদি মহাজন টিপ মাতবর না বুঝে তবে সে টিপ মাতবর হইবে না টিপ মঞ্জুর হইবার যে প্রমাণ চাহি তাহা।

৫ ধা॥ কিন্তু মহাজন ও খাতকের মধ্যে যে আসল করার তাহার এই আইনের দ্বারা হানি হয় না এবং তদ্বিষয়ে বিরোধ হইলে তাহা দেওয়ানী আদালতে নিষ্প ত্তি হইবে।

টিপের অর্থ।

২ আইন।

২ ও ৩ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণদ্বারা রদ।

৪ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারা স্পষ্টীকৃত (বারাণসী) যদি বিবাদিরা মোকদ্দমার সময়ে হিন্দু শাস্ত্র ও মুসলমা নের শরার অন্য অর্থ দর্শাইয়া আদালতের পণ্ডিত ও কাজীর কৃত অর্থকরণবিষয়ে ওজর করে অথবা যদি জজসাহেব অন্য হিন্দু অথবা মুসলমানের ব্যবস্থাগ্রন্থ দেখিয়া অথবা কারণান্তরে আদালতের পণ্ডিত ও কাজী যে ব্যবস্থা ও ফতওয়া দেয় তদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ করেন্ এবং যদি তাহারদের ব্যবস্থা ও ফতওয়া অনুপযুক্ত অথবা অমূ লক বোধ করেন্ তবে তিনি উপরি আদালতের পণ্ডিত ও কাজীর স্থানে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন্। কিন্তু উপরি আদালতের কাজী ও পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞা সা করিতে হইলে সেইং আদালতের জজসাহেবের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিতে হই বেক। যে কাজী ও পণ্ডিত সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত নয় এমত কোন ব্যক্তির নিকট সে আদালতের সাহেবেরা ব্যবস্থা লইতে পারেন্ না কিন্তু মোকদ্দমার কালে যদি উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে কোন ব্যবস্থা দর্শায় তবে জজসাহেবেরা সে ব্যব স্থা লইয়া আপনারদের আদালতের কাজী কিম্বা পণ্ডিতের হাতে দিয়া তাহার তথ্যাতথ্য জানিতে এবং তাহা বর্ত্তমান মোকদ্দমার উপরে খাটে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন্।

হিন্দু ও মুসলমানের দের শাস্ত্রের ব্যবস্থার স ন্দেহভঞ্জন।

২ আইন।

৫ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ৮ ধারা এবং ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ ও ৫ ধারার ২ প্রকরণ রদ এবং পশ্চাৎ লিখিত ধারা তাহার পরিবর্ত্তে বহাল থাকিবেক।

মফঃসল আপীল আদালতে দরখাস্ত লওন বিষয়।

৬ ধা॥ কোন জিলা অথবা শহরের আদালতে উপস্থিত থাকা কিম্বা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাঘটিত কোন আর্জির বিষয়ে যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে সে আর্জি পর্ব্বে জজসাহেবের নিকট দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন কিম্বা সে আদালতের কোন আমলার কারসাজিতে সে আর্জি দাখিল করণের বাধা জন্মিয়াছিল তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহা লইতে পারেন্ এবং জজসাহেবকে সে আর্জি লইয়া বিবেচনা করিতে হুকুম দিতে পারেন্।

সদর দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত লওন বিষয়।

৭ ধা॥ জিলা অথবা শহরের আদালতে উপস্থিত অথবা নিষ্পত্তিহওয় মোকদ্দমাঘটিত আর্জির বিষয়ে যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে সে আর্জি ইহার প[illegible] মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হইয়াছিল কিন্তু তাহার সাহেবেরা গ্রাহ্য [illegible]ন্ নাই তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই জজসাহেবকে তাহা ল[illegible] বিবেচনা করিতে হুকুম দিতে পারেন্।

৮ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত অথবা নিষ্পত্তিহওয়, কোন মোকদ্দমার বিষয়ে যদি এমত প্রমাণ হয় যে সে আদালতের সাহেবেরা তাহার আপীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন অথবা লইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে দরখাস্ত লইতে পারেন্ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে এমত হুকুম দিতে পারেন্ যে তাঁহারা সেই দরখাস্ত লইয়া আইনমতে তাহার বিচার করেন্।

৯ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১২ ধারাতে এবং ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারাতে এবং ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারাতে আপেলাণ্টের ডিক্রী মানিতে ও খরচা দিতে পাঁচ শত টাকার অধিক জামিন না লওয়ার যে হুকুম আছে তাহা রদ হইল এবং তাহার পরিবর্ত্তে নীচে লিখিত ধারা বহাল হইল।

আপীলী খরচার জামিন।
[বাতিল। ১৮১৪॥ ২৭ আ॥ ২৩ ধারা দেখ।]

১০ ধা॥ আপেলাণ্ট আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার সময় আপীলে যে খরচার আজ্ঞা হইবে তাহা এবং উকীলের রসূম* দিবার মাতবর জামিন দিবে এবং এরূপ জামিন না দিলে অথবা সে ব্যক্তি আপনাকে পাপর বলিয়া জামিন দিতে অক্ষম এমত প্রমাণ না দিলে আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবে না। যদি নির্দ্ধারিত মিয়াদের কালাতীত না হইতে জামিন বিনা আপীলের আর্জি দাখিল হয় তবে

২ আইন।

আপীল করিবার পরাক্রম লুপ্ত হইবে কিন্তু যদি কোন বিবাদী আপন আপীলের সওয়াল জওয়াব নিজে করিতে চাহিয়া পশ্চাৎ উকীল নিযুক্ত করিতে চাহে তবে র সূমের টাকার *বিষয়ে জামিন দিলে তাহা করিতে পারে। কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইন † ও ১৭৯৫ সালের ১৩ আইনের দ্বারা পাপরের বিষয়ে যে নিয়ম আছে তদ্ব্যতিরেকে তাহার নির্দ্ধারিত রসূম দিবার উপযুক্ত জামিন দাখিল না হইলে কোন উকীল আদালতে সওয়াল জওয়াব করিবে না। (বাঙ্গালী)।

[*বাতিল। ১৮১৪॥ ২৭ আ॥ ২৩ ধারা দেখ।]
[† রদ। ॥ ১৮১৪॥ ২৮ আইন দেখ।]

৫ আইন।

কোর্ট আপীলের কোন ডিক্রী চূড়ান্ত।

২ ধা॥ ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারায় যে বিধি আছে যে মফঃসল আপীল আদালতে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধমূল্যক স্থাবর বস্তুর বিষয়ে সকল ডিক্রী চূড়ান্ত * তাহা এই আইনঅনুসারে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকামূল্যক স্থাবর বস্তুর বিষয়ে খাটিবে তাহার মূল্য এইরূপে স্থির হইবে যদি মালগুজারী ভূমির বিষয়ে মোকদ্দমা হয় তবে তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ হইলে অথবা লাখরাজ ভূমি হইলে তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব পাঁচ শত টাকার অনূর্দ্ধ হইলে অথবা বাটী পুষ্করিণীপ্রভৃতি অন্য কোন প্রাকার স্থাবর বস্তুর বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে তাহার আনুমানিক মূল্য পাঁচ হাজার টাকার অনূর্দ্ধ হইলে মফঃসল আপীলআদালতের ডিক্রী চূড়ান্ত। ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ২ ধারায় যে ডিক্রী আপীলযোগ্য তদ্বিষয়ে যে বিধি আছে তাহাও উপরে লিখিত আইনের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক।

[১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ৫ ধারা। ২ এবং ৩ প্রকরণ দেখ।]

মফঃসল আপীল আদালত অধিক জামিন চাহিতে পারেন।

৩ ধা॥ আপীলী মোকদ্দমার যে বিবাদী আপন পক্ষে ডিক্রী পাইয়াছে সে ডিক্রী আপীলের সময়ে স্থগিত থাকনেতে যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতিপূরণার্থে যদি মোকদ্দমার বিচারের গৌণপ্রযুক্ত অথবা কারণান্তরে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ২ ধারাক্রমে যে জামিন লওয়া গিয়াছে সেই জামিন সেই ক্ষতি পূর্ণকরণের বেমাতবর বোধ হয় তবে উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে আপেলান্টের স্থানে কোর্ট আপীলের সাহেবেরা অধিক জামিন * তলব করিতে পারেন। এবং এমত মাতবর জামিন না দিলে ডিক্রী জারী হইতে পারে যদি দখল পাইবার পূর্ব্বে রিস্‌পণ্ডেণ্ট মাতবর জামিন দেয়ে।

[*১৮০৮॥ ১৩ আ॥ ১১ ধা॥ ১। ২ এবং ৩ প্রকরণ দেখ।]

৪ ধা॥ আপীলের সময় আপেলান্টের হস্তে যে ভূমি থাকে সে সেই ভূমি অথবা অন্য কোন স্থাবর বস্তু যদি বিক্রয় করে অথবা বন্ধক দেয় এবং যদি আপীলে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তবে তাহা রদ ও বাতিল। কিন্তু যদি মালগুজারী ভূমির বিষয়ে মোকদ্দমা হয় এবং ফরিয়াদীর নামে ডিক্রী হইয়া যদি আসামী অথবা আ

বিবাদি ভূমির গুপ্তরূপে হস্তান্তর করণ।

৫ আইন।

যে মোকদ্দমায় আদালত হাত দিবেন না।

২ ধা॥ যে কোন হিন্দু কিম্বা মুসলমান অথবা অন্য জাতির উত্তরাধিকারী অক্ষম ভূম্যধিকারী না হয় অথবা কোর্ট ওআর্ডসের মোতালকে না থাকে এমত মৃত ব্যক্তির টর্নি তাহার ইষ্টেট আপনার জিম্মায় লইয়া জজসাহেব কিম্বা সরকারের কোন আমলার কিছু অপেক্ষা না রাখিয়া তদ্বিষয়ের তাবৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে। এবং যদি ঐরূপ টর্নির প্রতি নালিশ না হয় তবে আদালতের সাহেবেরা সে বিষয়ে হাত দিবেন না টর্নির প্রতি নালিশ হইলে আইনদ্বারা সে মোকদ্দমা হইবেক এবং শাস্ত্রের বিষয়ে শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আইনস্বরূপ শাস্ত্রের যেরূপে অন্যথা করিয়া থাকেন তাহা বহাল রাখিয়া আপনার কাজী কিম্বা পণ্ডিতের ব্যবস্থা জজসাহেব লইবেন।

স্থাবর ভূমিতে যেরূপে দখল হইবেক।

৩ ধা॥ যদি কোন জমীদার কালপ্রাপ্ত হয় তবে তাহারদের উত্তরাধিকারী কিম্বা সেই উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার হইলে শাস্ত্র কিম্বা ব্যবহার কিম্বা বিশেষ হুকুমের শক্তিতে তাহারদের টর্নি নিযুক্ত হইলে এবং জবরদস্তীবিনা তাহাতে দখল পাইতে পারিলে সে আদালতে দরখাস্ত না দিয়া মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটে দখল পাইতে পারে এবং আদালতে তাহার বিষয়ে নালিশ না হইলে আদালতের সাহেবেরা তাহাতে হাত দিবেন না নালিশ হইলে মাফিকআইন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

৪ ধা॥ যদি মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের অনেক উত্তরাধিকারী থাকে এবং যদি তাহারা আপোসে এক জনকে টর্নিস্বরূপ রাখিতে ঐক্য করে তবে তাহারা সেই ইষ্টেটের দখল পাইতে পারে এবং আদালতে তদ্বিষয়ে নালিশ না হইলে আদালতের সাহেবেরা তাহাতে হাত দিবেন না। কিন্তু যদি অংশের বিষয়ে কিছু বিবাদ জন্মে কিম্বা যদি কোন এক উত্তরাধিকারী তাহা দখল করিয়া থাকে তবে বেদখলী ব্যক্তি জজসাহেবের নিকট তদ্বিষয়ে নালিশ করিলে জজসাহেব আপনার ডিক্রীর হুকুম মানিবার কারণ উপযুক্ত জামিন দখলকারির স্থানে লইবেন এবং এমত জামিন না দেওয়া গেলে অন্য দাওয়াকারিরদের মধ্যে যে এমত জামিন দিতে পারে তাহাকে ভোগ দখল দেওয়াইবেন কিন্তু এমত দখল দেওয়াতে অন্য উত্তরাধিকারিরদের সে ভূম্যাদিতে স্বত্বের হানি হইবে না কেবল দখলের বিষয়ে এই বুঝিবা যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি সময়ে যাহারদের স্বত্বাধিকার স্থির হইবে তাহারদের উপকারদৃষ্টে সে দখল দেওয়া গেল।

তদ্বিষয়ে জজসাহেবের নিকটে নালিশ।

৫ ধা॥ যে স্থানে উইল না করিয়া কোন ব্যক্তি মরে এবং তাহার ধনের দাওয়াদারেরদের মধ্যে কেহ নির্ধারিত জামিন দিতে না পারে এবং যে স্থানে সে মৃত ব্যক্তির ভূমি আপনার জিম্মায় লইতে কোন কাহার শক্তি বা ইচ্ছা না থাকে সে

৫ আইন।

স্থানে সেই ভূমির রক্ষার নিমিত্তে যেপর্য্যন্ত দাওয়াদারেরদের মধ্যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হয় কিম্বা যেপর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী কিম্বা সে ভূমি আপন জিম্মায় লইবার যোগ্য কোন রক্ষাকর্ত্তা উপস্থিত হইয়া তাহার দাওয়া না করে সেপর্য্যন্ত জজ সাহেব স্বয়ং এক জন টর্ণি নিযুক্ত করিবেন এবং যদি জজসাহেব জিজ্ঞাসা করণানন্তর এমত বোধ করেন যে তাহার দাওয়া সত্য তবে আদালতের নিযুক্ত টর্ণি সে ভূমি এবং সে ভূমি তাহার হাতে যেপর্য্যন্ত ছিল তাহার জমাখরচের হিসাব তাহাকে দিবে।

জজসাহেব টর্ণি ব সাইতে পারেন।

৬ ধা॥ এই আইনানুসারে সরকারহইতে যে টর্ণি নিযুক্ত হইবে সে উপযুক্ত জামিন দিবে এবং জজসাহেব তাহার উপযুক্ত বেতন স্থির করিবেন সে বেতন ইষ্টেটের জমাহইতে দেওয়া যাইবে এবং তদ্বিষয়ের রিপোর্ট সদরদেওয়ানী আদালতে গেলে তাহার সাহেবেরা জজসাহেবকর্তৃক নির্দ্ধারিত বেতন বহাল বা রদ করিবেন।

জামিন ও টর্ণির বেতন।

৭ ধা॥ যদি কোন ব্যক্তি উইল না করিয়া মরে তবে তাহার অস্থাবর বস্তুতে কোন দাওয়াদার না থাকিলে সে বস্তুর রক্ষার্থে যেং উদ্যোগ করিতে হয় তাহা জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা করিবেন এবং ইশ্‌তিহারদ্বারা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী কিম্বা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে হাজির হইয়া সেই বস্তু লইতে আজ্ঞা দিবেন। যদি মৃত ব্যক্তি ইউরোপীয় হয় তবে কলিকাতার গেজেটেতে* তাহার বিষয়ে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইবেক। যদি সেই ইশ্‌তিহারেরঅনুসারে কেহ উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারী কিম্বা টর্ণি হইবার প্রমাণ দেয় তবে সেই ইষ্টেটের রক্ষাকরণে যত ব্যয় হইয়াছে তাহা দিলে সেই ইষ্টেট তাহার হাতে সমর্পণ হইবেক। যদি বার মাসের মধ্যে কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হয় তবে সে ইষ্টেটের ফিরিস্তি করা যাইবে ও সে ইষ্টেটের বিষয়ের বেওরা রিপোর্ট শ্রীযুতের হজুরে পাঠান যাইবে।

মৃত ব্যক্তির অস্থাবর বস্তু বিষয়।

[*১৮০৬॥ ১৫ আ॥ ৬ ধারা দেখ।]

[ফৌজদারী।]

ইউরোপীয় ব্যক্তির সম্পত্তি।

৮ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ১০ আইন অথবা অন্য কোন আইনদ্বারা কোর্ট ওআর্ডসের যে কর্তৃত্ব এই আইনদ্বারা তাহার লোপ অথবা হানি হয় না।

কোর্ট ওআর্ডস।

৯ আইন।

২ ধা॥ শহরের আদালতের হুকুম জারী করাতে ব্যঘাত হইলে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২২। ২৩। ২৪ ধারার হুকুম খাটিবেক। যদি অপরাধি ব্যক্তির সে শহরের আদালতের এলাকায় কোন ভূমি না থাকে তবে সে সরকারে জরিমানা দিবেক

জমী জব্দের পরিবর্ত্তে জরিমানা।

১৭৯৯

৯ আইন।

এবং সে জরিমানার টাকা ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ২৫ ধারানুসারে উসুল হইবে।

৩ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরদের করা হুকুমের জারীতে প্রতিবন্ধকতা হইলে তাঁহারা ভূমি জব্দের যে ডিক্রী আছে তাহার পরিবর্ত্তে জরিমানা করিতে পারেন। জজসাহেব অপরাধির সংস্থান বুঝিয়া জরিমানা করিবেন। ভূমি জব্দের ডিক্রী যেপর্য্যন্ত শ্রীযুতের হজুরে মঞ্জুর না হয় সেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত নয় কিন্তু তাহা মঞ্জুর করিবার কোন মিয়াদ নাই।

১৮০১

২ আইন।

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ২ ধারা এবং ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৬৭ ধারা রদ্দী।

৩ ধা॥ ১৮০৫ সালের ১০ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দী পুনরায় তাহা ১৮০৭ সালের ১৫ আইনের ২। ৩। ধারাদ্বারা রদ্দী এবং শেষ লিখিত ৩ ধারা পুনরায় ১৮১১ সালের ১২ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দী।

জজসাহেবেরদের সুকৃতি।

৪ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২ ধারাতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদিগকে যে শপথ করিতে হুকুম আছে তাহা সদরদেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও করিবেন।

৫ ধা॥ পূর্ব্ব আইনসমূহদ্বারা সদরদেওয়ানী আদালতের বর্জনীয়দৃষ্টে যে সকল পরাক্রম ও যে সকল ন্যায্য কর্ম্ম সে সকল বজায় থাকিল এবং নীচে লিখিত ধারাও তদ্বিষয়ে খাটিবে।

জজসাহেবেরদের বিচারের অনৈক্য।
[* শুধরা॥ ১৮১০॥ ১৩ আ॥ ৬ ধা। এবং ১৮১৪॥ ২৫আ॥ ১৬ ধারা দেখ।]
[† ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ১৮ ধারা দেখ।]
[‡ শুধরা॥ ১৮১০॥ ১৩ আইন॥ ৬। ৭।

৬ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালত খোলা থাকিবেক এবং দুই জন * জজসাহেবের কম বসিবেন না এবং দুই জন জজসাহেব ডিক্রী কিম্বা চূড়ান্ত আজ্ঞা না দিলে তাহা না মঞ্জুর ঐ দুই উপস্থিত জজসাহেবেরদের পরস্পর অনৈক্য † হইলে যাহা করা যাইবে। সামান্য বৈঠক সপ্তাহে তিন দিন হইবে আবশ্যক হইলে বেশী বৈঠক হইবেক। প্রধান জজসাহেবের যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা প্রধান জজের অবর্ত্তমান কালে দ্বিতীয় জজপ্রভৃতির থাকিবেক। তাঁহারা আদালতের কাছারীতে আপীলের আর্জি অথবা অন্য আর্জি লইতে পারেন এবং আইনমাফিক তাহার হুকুম দিতে পারেন কিন্তু ঐ আদালতের কোন পূর্ব্ব ডিক্রী অথবা হুকুমের বিরুদ্ধে কোন চূড়ান্ত ‡ ডিক্রীর

হুকুম দিতে পারেন না। কোন জজসাহেব রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা জবানবন্দী না লইয়া স্বয়ং জবানবন্দী লইতে পারেন এবং আদালতের সাহেবেরা আইনের হুকুম বজায় রাখিয়া আপনারদের আদালতের কার্য্য চালাইবার নিয়ম স্থির করিবেন। যেং জজসাহেবের সমক্ষে ডিক্রী হয় তাঁহারা সেই ডিক্রীতে স্বাক্ষর করিবেন এবং তাবৎ হুকুমে রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক।

৮ধারা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ১৬ ধারা দেখ।]

এক জজসাহেবের পরাক্রম।

৭ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১৩ ধারা এবং ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১০। ১৫ ধারা। এবং ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ১০ ধারা পুনর্ব্বার উক্ত হইল। ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারা অথবা ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ১০ ধারানুসারে কোন আদালতের জজ অথবা আমলারদের শৈথিল্য অথবা দোষবিষয়ে রিপোর্ট পাইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে উপযুক্ত তজবীজ করিবেন এবং যদি এমত বিষয় বোধ হয় যে শ্রীযুতের হুজুরে তাহা জানাইতে হয় তবে তাহা সেখানে রিপোর্ট করিবেন ও রিপোর্টের সঙ্গে তাবৎ রোয়দাদ ও কাগজপত্রাদির নকল পাঠাইবেন। কোন আদালত অথবা অন্য সম্পর্কীয় কোম্পানির ভৃত্যের অতিশয় ত্রুটি অথবা অতিঘোর দোষ অবগত হইলে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা শ্রীযুতের হুজুরে জানাইবেন কিন্তু যদি সে ভ্রান্তিযুক্ত দোষ অথবা লঘু অপরাধ হয় তবে আদালতের সাহেবেরা স্বয়ং অপরাধি ব্যক্তিকে চেতাইবেন ও সে দোষ পুনর্ব্বার করিতে নিষেধ করিবেন।

জজসাহেবের ত্রুটি বা গাফিলির শ্রীযুতের হুজুরে রিপোর্ট।
[১৪ ধারা দেখ।]

৮ ও ৯ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণদ্বারা রদী।

১০ ধা॥ ১৮০৫ সালের ১০ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদী তাহা পুনর্ব্বার ১৮০৭ সালের ১৫ আইনের ২ এবং ৩ ধারাদ্বারা রদী। এবং সে ৩ ধারা পুনশ্চ ১৮১১ সালের ১২ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদী।

নিজামৎ আদালতের জজসাহেবেরদের সুকৃতি।

১১॥ ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৩৪ ধারাতে দায়েরসায়ের আদালতের সাহেবেরদিগকে যে সুকৃতি করিতে হুকুম আছে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা সেই সুকৃতি করিবেন (ফৌজদারী)।

১২ ধা॥ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের পূর্ব্বলিখিত আইনে শুধরাদৃষ্টে যে পরাক্রম ছিল তাঁহারা সেই সকল পরাক্রমবিশিষ্ট থাকিবেন এবং নীচে লিখিত নূতন আজ্ঞাদৃষ্টে আপনারদের সকল কর্ম্ম চালাইবেন।

নিজামৎ আদালত।

১৩ ধা॥ আদালত কাছারীর সময় খোলা থাকিবেক এবং ১৭৯৩ সালের ৯ আ

২ আইন।

[* শুধরা॥ ১৮০৮॥ ৮ আ॥ ৫ ধা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ১৭ এবং ১৮ ধারা দেখ [ফৌজদারী।]]

ইনের ৬৬ ধারার হুকুমানুসারে বসিবে এবং সে আইনের ৬ ধারায় সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়ে যে সকল হুকুম আছে তদনুসাসের নিজামৎ আদালতের সাহেবেরাও কর্ম্ম করিবেন।

৭ ধারা মাজিস্ত্রিটসাহেবেরদের উপরে খাটিবে।

১৪ ধা॥ ৭ ধারাতে জজপ্রভৃতি সাহেবেরদিগকে সম্পূ করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে তাহা নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের থাকিবেক। মফঃসল আপীল আদালত ও জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের অপরাধ অথবা শৈথিল্যের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা দায়ের ও সায়ের আদালত ও জিলা ও শহরের মাজিস্ত্রিটসাহেবের উপর খাটিবেক। মাজিস্ত্রিটসাহেবেরদের ত্রুটি অথবা অপরাধ হইলে দায়ের ও সায়ের আদালতের সাহেবেরা তাহার রিপোর্ট ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারানুসারে নিজামৎ আদালতে দিবেন। এবং ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৬৩ ধারানুসারে এবং ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ১০ ধারানুসারে যে রিপোর্ট প্রেরণ করা যায় তাহার বিষয়ে ৭ ধারায় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে রিপোর্ট পাইলে তাঁহারদিগকে যেরূপ কর্ম্ম করিতে হুকুম আছে নিজামৎ আদালতের সাহেবেরাও সেই রূপ কর্ম্ম করিবেন। এবং সে ধারার হুকুম দায়ের ও সায়ের আদালতের সাহেব ও মাজিস্ত্রিটসাহেব এবং অন্যং সকল পুলিসের আমলারদের উপরেও খাটিবেক।

মফঃসল আদালতের জজসাহেবদের বিদায়ের দরখাস্ত।

১৫ ধা॥ ১৭৯৬ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ত্রিটেরদের বিদায়ের বিষয়ে যে বিধি আছে তদনুসারে মফঃসল আপীল আদালত ও দায়েরসায়ের আদালতের সাহেবেরা বিদায় চাহিলে শ্রীযুতের হজুরে দরখাস্ত করিবেন। কিন্তু বিদায় পাইবার পূর্ব্বে জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেবেরদের আদালতে যেং সরকারী কার্য্য উপস্থিত থাকে এবং তাঁহারদের বিদায় হইলে সরকারী কার্য্যের কিছু ক্ষতি হইবে কি না এই সকল বিষয় সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের নিকটে প্রথম জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক।

সদরদেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের রোয়দাদ।

১৬ ধা॥ যেপর্য্যন্ত ঐ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কর্ম্মের উপকার দেখিবেন কেবল সেপর্য্যন্ত ঐ আদালতের কাগজপত্র ইংরেজী ভাষায় লেখা যাইবে। এবং ঐ আদালতহইতে শ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের কৌন্সেলের আপীলের মোকদ্দমায় কিম্বা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইলে এতদ্ব্যতিরেকে পশ্চাৎ লিখিত কোন কাগজপত্রের নকল ইংরেজী ভাষায় তর্জমা হইবেক না।

২ আইন।

১৮০১

তর্জ্জমানবীসী পদ বাতিল।

১৭ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের তর্জ্জমানবীসী পদ রদ হইল ইহার পশ্চাৎ কোন আদালতে কাগজপত্রের তর্জ্জমার আবশ্যক হইলে তাহা রেজিষ্টর অথবা আসিষ্টাণ্টসাহেবের দ্বারা হইবেক অথবা ১৭৯৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারানুসারে যে হুকুম আছে তদনুসারে ঐ আদালতের সাহেবেরা অন্য কোন মাতবর ব্যক্তিদ্বারা তাহা তর্জ্জমা করাইতে পারেন্। (ফৌজদারী)।

তর্জ্জমার প্রয়োজনাভাব।

১৮ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বিশেষ হুকুম না দিলে অথবা আইনে তদ্বিষয়ের হুকুম না থাকিলে মফঃসল আপীল অথবা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা কোন আসল কাগজপত্রের তর্জ্জমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন না।

১৯ ধা॥ ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৩ ধারা রদ্দী। মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ আজ্ঞা না পাইলে জিলা অথবা শহরের আদালতহইতে কোন কাগজপত্রের তর্জ্জমার তলব করিবেন না। মফঃসল আপীল অথবা জিলা অথবা শহরের আদালতহইতে কোন তর্জ্জমার তলব হইলে তাহা ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৪ ও ৫ ধারানুসারে প্রস্তুত হইবেক।

৩ আইন।

১৮০২

জামিনের সীমা জজসাহেব নির্দ্ধারিত করিবেন। [*স্পষ্টীকৃত ও শুধরা। ১৮০৬॥ ২ আ॥ ২ ও ৪ ধারা দেখ।]

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ৮ আইনঅনুসারে আসামীকে হাজির হইবার যে জামিন দিতে হয় এবং ১৭৯৭ সালের ১১ আইনের ৩ ধারানুসারে তদ্বিষয়ে জামিনের যে মুচলকার হুকুম আছে সে জামিন যত টাকাপর্য্যন্ত দিতে হইবে * তাহা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনানুসারে স্থির করিবেন। এবং সে জামিনের ঝুঁকিদৃষ্টে কেবল আসামীর হাজির হইবার সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্তে যত টাকার জামিন উচিত বুঝেন্ তাহা লইবেন এবং যদি লওয়া জামিন বেমাতবর বুঝেন্ তবে অধিক জামিন চাহিতে পারেন্। যদি আসামীর বিপক্ষে ডিক্রী হয় তবে জজসাহেব তৎক্ষণাৎ সে ডিক্রীর জারী † করিবেন অথবা আপীল হইলে ডিক্রীর জারী ‡ স্থকিতকরণার্থে যে জামিন নির্দ্ধারিত আছে তাহা লইবেন সেরূপেও মফঃসল আপীল আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবার সময় উচিত বুঝিলে আদালতের সাহেবেরা রিষ্পণ্ডেণ্টের স্থানে বেশী জামিন চাহিতে পারেন্ এবং যদি রিষ্পণ্ডেণ্টের বিপক্ষে ডিক্রী হয় তবে জিলা আদালতের আসামীর বিপক্ষে যেরূপে ডিক্রী জারী করিবার হুকুম আছে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ৩ ধারানুসারে ডিক্রীজারী স্থকিত

[† শুধরা। ১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ১৫ ধা॥ ১॥ ৮ পর্য্যন্ত প্রকরণ দেখ।]
[‡ ১৮০৮॥ ২৩ আ॥ ১১ ধা॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

রিষ্পণ্ডেণ্টের জামিন।

১৮০২

৩ আইন।

রাখিবার কারণ বেশী জামিন লইতে উচিত বুঝিলে তাঁহারদের যে পরাক্রম আছে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদেরও থাকিবেক।

৩ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদী।

রেজিষ্টরসাহেবের পরাক্রম।
[*১৮১৪॥২৭ আ॥ ১৪ ধারা দেখ।]

৪ ধা॥ উপরে লিখিত দুই ধারায় আসামীর জামিন লইবার যে শক্তি জজসাহেবকে দেওয়া গিয়াছে তাহা রেজিষ্টরসাহেবকেও দেওয়া গেল (এক ভাগ রদী*)।

পাপরের মোকদ্দমার উপস্থিতের রসুম।
[*১৮১৪॥২৮ আ॥ ২ ধারা দেখ।]
[।১৮১০॥ ১৩ আ॥ ১১ ধা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৪ আ॥ ৮ এবং ৯ ধা॥ এবং ১৮১৪॥২৬ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

৫ ধা॥ পাপরের হকে *ডিক্রীহওয়া মোকদ্দমার আপীলী ডিক্রী ফিরিলে আপেলাণ্ট আপীল উপস্থিতকরণে যে রসুম দেয় তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং তাহার মূল্য ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইনের ৩ ধারানুসারে রিস্পণ্ডেণ্টের পশ্চাৎ প্রাপ্ত কোন ধনহইতে লওয়া যাইবেক। অন্য সকল পক্ষে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমার সকল বিষয়ে উপযুক্তরূপে বিচার করিয়া যদি উচিত বুঝেন তবে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের রসুম। ফিরিয়া দিতে কিম্বা না দিতে শক্তি রাখেন।

৬ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদী।

৪ আইন।

ঢাকার আপীলের ক্ষণেকের নিমিত্তে দ্বিতীয় আপীল।

২ ধা॥ দেওয়ানী মোকদ্দমা অতিশীঘ্র নিষ্পত্তিকরণার্থে ঢাকার কোর্ট আপীলের চারি জজ লইয়া দুই কোর্ট আপীল ক্ষণেকের জন্যে নিযুক্ত হইবেক। সে আদালত যেরূপে স্থাপিত হইবেক এবং যেং অনুসারে মোকদ্দমা চালাইয়া ডিক্রী করিবেন।

৩ ধা॥ ঐ দুই আদালতে যেং আমলা থাকিবেক। তাঁহারদের বৈঠক যে স্থানে হইবেক। এবং তাঁহারদের হুকুম যেরূপে জারী হইবে। জজসাহেবেরা উচিত বুঝিলে আপন বৈঠক সময়ে কোন ঠিকা আমলা নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাহারদের বেতনের রিপোর্ট শ্রীযুতের হুজুরে দিবেন কিন্তু এই ঠিকা আমলারা কেবল কিয়ৎকালের নিমিত্তে থাকিবেক।

৪ ধা॥ এই আইনের দ্বারা স্থাপিত আদালত যত কালপর্য্যন্ত সাব্যস্থ থাকিবেক

৪ আইন। ১৮০২

তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নিশ্চয় করিবেন এবং তাহা জারী করিবার নিমিত্তে যে কোন উপব্যবস্থা করিতে হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা করিবেন।

৪৯ আইন। ১৮০৩

১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ২ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদী।

৫ আইন। ১৮০৪

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ ধারা পশ্চাৎ ১৭৯৫ সালের ১২ আইনের দ্বারা বারাণসের উপরে খাটিল এবং ১৮০৩ সালের ১২ আইনের২ ধারানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা নাজিরের মেরদাপ্রভৃতিব্যতিরেকে আপনার আদালতের তাবৎ আমলারদিগকে নিযুক্ত অথবা তগীর করিতে পারেন্ তাহা রদ।

৩ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ১৩ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারার (বারাণসী) যে ভাগে কালেকটরসাহেবের প্রতি এতদ্দেশীয় প্রধান আমলারদের নিয়োগ অথবা তগীরের বিষয়ের হুকুম আছে তাহা রোয়াদাদনবীস ও খাজাঞ্চি ছাড়া রদ।

কোন্২ আমলা।

৪ ধা॥ এই ধারার নির্দ্ধারিত আদালত অথবা রেবিনিউ অথবা তেজারতের দফ্তরে যে এতদ্দেশীয় প্রধান আমলারা এক্ষণে নিযুক্ত আছে কিম্বা পশ্চাৎ নিযুক্ত হইবে তাহারা শ্রীযুতের হজুরের* অনুমতিব্যতিরেকে কর্ম্মচ্যুত হইবে না।

[*শুধরা ১৮০৯ ॥ ৮ আ ॥ ৭ ও ১০ ধা ॥ এবং ১৮১৬ ॥ ১৭ আ ॥ ৭ ধারা।]

[ফৌজদারীর।]

ইস্তফা।

৫ ধা॥ এতদ্দেশীয় প্রধান আমলারা আপনারদের কর্ম্মত্যাগ করিবার আর্জি দিলে সে আর্জি গ্রাহ্য হইয়া রোয়াদাদের মধ্যে লেখা যাইবে এবং শ্রীযুতের আজ্ঞা প্রাপণার্থে তাঁহার হজুরে পাঠান যাইবে।

[ঐ ঐ]

তগীরহওনের বিষয়।

৬ ধা॥ আদালত অথবা রেবিনিউ অথবা তেজারতসম্পর্কীয় সাহেবলোকেরা আপনারদের এতদ্দেশীয় প্রধান আমলারদের অপরাধ অথবা অপটুতা অথবা কারণান্তরে তাহারদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিতে আবশ্যক বোধ করিলে যে কারণে তাঁহারা তাহাকে অনুপযুক্ত অথবা অযোগ্য জানিবেন তাহা তাহাকে জনাইবেন এবং

৫ আইন।

আপনং পক্ষে তাহারা যে উত্তর দেয় তাহা তাহারদের স্থানে তলব করিবেন এবং তাহা পাইলে সে সকল কাগজপত্রের নকল ও তাহার তর্জমা ও অন্যং আবশ্যক কাগজপত্র শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় কোন প্রধান আমলার ভারি অপরাধ হইলে সে তৎক্ষণাৎ সস্পেণ্ড হইবে এবং যেপর্য্যন্ত তাহার বিষয়ে হজুরহইতে আজ্ঞা না আইসে সেপর্য্যন্ত অন্য ব্যক্তি তাহার স্থানে নিযুক্ত হইবে।

পদ শূন্য হইলে রিপোর্ট।

৭ ধা॥ মৃত্যু অথবা কারণান্তরে উপরে লিখিত কোন পদ শূন্য হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার সম্বাদ হজুরে পাঠান যাইবে।

কাহার দ্বারা পত্রাদি চলিবে।

[শুধারা ১৮০৯॥ ৮ আইনে দেখ।]

[ঐ আইনের দ্বারা রদ।]

৮ ধা॥ এতদ্বিষয়ের সকল লিখনপঠন সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালত ও বোর্ডরেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেডের দ্বারা চলিবেক এবং তাহার সাহেবেরদের এতদ্দেশীয় কোন প্রধান আমলার ইস্তবা লওনবিষয়ে অথবা তাহার তগীরের বিষয়ে যে পরামর্শ হয় তাহা হজুরে জানাইবেন *।

৯ ধা॥ উপরে লিখিত কোন পদ শূন্য হইলে সে পদে ভরুতি হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তির নাম এবং সে ব্যক্তি যে কর্ম্মে ইহার পূর্ব্বে ছিল তাহার বৃত্তান্ত এবং তাহার স্বভাব ও তাহার যোগ্যতার সকল বিবরণ হজুরে পাঠান যাইবেক।

মৌলবী ও পণ্ডিত ও কাজী।

[*শুধারা ১৮০৯॥ ৮ আ॥ ৪ ও ১০ ধা॥ এবং ১৮১৬॥ ১৭ আ॥ ৭ ধারা।]

[ফৌজদারী।]

[†১৮১৭॥ ১৪ আ॥ ২ এবং ৮ ধারা]

১০ ধা॥ কাজী ও পণ্ডিত ও রোয়দাদনবীস ও পুলিসের প্রধান আমলারদের * বিষয়ে নিযুক্ত হইবার অথবা তগীর হইবার যে ব্যবস্থা বলবতী আছে তাহার পরিবর্ত্তে উপরে লিখিত পাঁচ ধারার তাবৎ হুকুম চলিবে। কিন্তু বারাণস অথবা [illegible] দেশের † তহসীলদার ৬ ধারানুসারে সস্পেণ্ড হইবে না। তাহারদের স্থান শূন্য হইলে যেপ্রকারে নূতন লোক নিযুক্ত হইবেক তাহা।

১১ ধা॥ ৫ ধারাবধি ৯ ধারাপর্য্যন্ত যে হুকুম আছে তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরলের হজুরে অন্যপ্রকার এতদ্দেশীয় আমলারদের উপর খাটাইতে ক্ষমতা রাখেন।

নাজির।

[রদী। ১৮১৭॥ ২০ আ॥ ৩ ধা॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

১২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ ধারানুসারে নাজিরেরা আপনারদের নায়েব ও মেরদা ও পেয়াদা নিযুক্ত করিতে পারিবে কিন্তু তাহারদের সদাচারবিষয়ে নাজিরের উপর যে ঝুঁকি রহিল তাহা বহাল থাকিবে ঐ নাজিরেরাও উপযুক্ত কারণ দেখিলে এবং জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেবেরদের অনুমতি পাইলে উপরে লিখিত ব্যক্তিরদিগকে তগীর করিতে পারে। পুলিসের দারোগারও সে ক্ষমতা হইল *

১৩ ধা॥ পূর্ব্ব লিখিত ধারা বোর্ডরেবিনিউ এবং বোর্ডত্রেডসম্পর্কীয় এতদ্দেশীয় আমলার উপরেও খাটিবে।

১৪ ধা॥ এতদ্দেশীয় যে আমলার মাহিয়ানা দশ টাকার উর্দ্ধ নয় তাহারা যে ব্যক্তির অধীন তাহার দ্বারা নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু তাহারা তগীর হইলে তাহার কারণ রোয়দাদে লেখা যাইবেক।

১০ টাকার মধ্যের মাহিয়ানা।

১৫ ধা॥ উপরে লিখিত কোন দফ্তরের এতদ্দেশীয় যে আমলারদের ১০ দশ টাকার উর্দ্ধ মাহিয়ানা এবং যাহারদিগকে তগীর অথবা বহাল করিতে শ্রীযুতের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে কিছু হুকুম বা কোন বিধি নাই তাহারা যে পরাক্রমে* নিযুক্ত অথবা তগীর হইবেক তাহা।

[অধরা ১৮০৯॥ ৮ আ॥ ৪। ৭। ১০ ধা॥ এবং ১৮১৬॥ ১৭ আ॥ ৭ ধারা দেখ।]

১৬ ধা॥ কোন পদ শূন্য হইলে অথবা তৎপদস্থ ব্যক্তি ইস্তবা দিতে চাহিলে অথবা অযোগ্য বোধ হইলে তাহার রিপোর্ট সেই দফ্তরের উপরি দফ্তরে পাঠান যাইবে এবং সে উপরি দফ্তরের সাহেবেরা ৫ ও ৬ ধারানুসারে তাহারদের ইস্তবা অথবা তাহার বিষয়ে নালিশের উত্তর লইয়া তদ্বিষয়ে যাহা উচিত বোধ হয় তাহা করিবেন।

পদ শূন্য হইলে রিপোর্ট।

১৭ ধা॥ ১৫ ধারায় লিখিত এতদ্দেশীয় কোন আমলা অতিশয় অপরাধ করিলে ৬ ধারানুসারে তাহারা সস্পণ্ড হইতে পারে কিন্তু তাহার রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ তাহার উপরি দফ্তরে দেওয়া যাইবে।

সস্পণ্ডের বিষয়ে।
[১৮০৯॥ ৮ আ এবং ১৮১৬॥ ১৭ আ॥ ৮ ধারা দেখ॥]

১৮ ধা॥ ১৫ ধারায় নির্দ্দিষ্ট এতদ্দেশীয় আমলারদের কোন পদ শূন্য হইলে উপরি দফ্তরের মঞ্জুরের নিমিত্তে সেই স্থানে নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত কোন ব্যক্তির নাম এবং তাহার স্বভাব ও যোগ্যতার বিষয়ে বিশেষ সমাচার দিতে হইবে।

পদ শূন্য হইলে।
[ঐ ঐ]

১৯ ধা॥ এতদ্দেশীয় আমীন* ও কালেক্টরের খাজাঞ্চির নিয়োগ বা তগীরের বিষয়ে যে আইন এইক্ষণে চলিত আছে তাহা শোধিত শেষ চারি ধারার বিধিবিষয়ে খাটিবে। সেই চারি ধারার বিধি বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার তহসীলদারের উপরে খাটিবে।

[রদী ১৮১৪॥ ২৩ আ ২ ধারা॥]

২০ ধা॥ এই আইনে যেং দফ্তরের নাম আছে তাহার অধ্যক্ষ সাহেবেরা সিবিল আডিটরের স্থানে আপনার সরকারী চাকরের সম্পূর্ণ ফিরিস্তি পাঠাইবেন।

চাকরপ্রভৃতির ফিরিস্তি।

১৮০৪

৫ আইন।

২১ ধা॥ সরকারী কর্ম্মে ইহার পর যে ব্যক্তি নিযুক্ত অথবা তগীর হইবে তাহার উপরি আদালতের রেজিষ্টরসাহেব অথবা নানা বোর্ডের সেক্রেটারি সাহেবেরা ঐ সিবিল আডিটরের নিকট ইত্তেলা করিবেন যে তিনি সিবিল খাতার বহী উপযুক্ত রূপে রাখিতে পারেন্।

২২ ধা॥ এই আইনে উক্ত সাহেব লোকেরা আপনারদের ..করপ্রভৃতির বিশেষ ফিরিস্তির মধ্যে ও আপনার হিসারের মধ্যে যত এদেশীয় আমলা ১০ টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতন পায় তাহারদের নাম বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

ব্যতিক্রমকরণের নিষেধ।

২৩ ধা॥ শ্রীযুত হজুরের আজ্ঞা বিনা এতদ্দেশীয় কোন আমলার বেতনের ব্যতিক্রম হইবে না কিম্বা কোন দফ্তরের আমলার নাম অথবা সংখ্যার ব্য[illegible]ক্রম হইবে না।

২৪ ধা॥ এই আইনে নির্দ্ধারিত কোন পদ মৌরুসি নয়। এব[illegible]যুতের হজুরে কোন সময়ে তাহা রদ হইতে পারে।

রেবিনিউ কালেক্টরের সুকৃতি।

[রেবিনীউ।]

২৫ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ৩ ধারায় (রেবিনিউ) শুধরা কালেক্টরসাহেব যে সুকৃতি করিবেন তাহা সুপ্রিমকোর্টের কোন জজসাহেবের নিকট না করিয়া শ্রীযুতের হজুরে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির সম্মুখে করিতে পারিবেন কিন্তু এমত হইলে সে সুকৃতিনামা উপযুক্তরূপে সাক্ষীকৃত ও দস্তখতী হইলে তাহা সদররদেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে পাঠান যাইবেক এবং তিনি তাহা আদালতের রোয়দাদের মধ্যে রাখিবেন।

২৬ ধা॥ সরকারী মালগুজারী আদায় করিতে যত লোক নিযুক্ত আছে তাহারা নীচের লিখনানুসারে সুকৃতি করিবে। সুকৃতির পাঠ।

১৮০৫

১ আইন*।

২ ধা॥ ১ প্রকরণ। চন্দননগর ও চুঁচড়ার দেওয়ানী পক্ষে ইউরোপীয় আদালতে প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত ও শুননি ও নিষ্পত্তি হয় সে সকল মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করা যাইতে পারে কিন্তু সে আপীল তিন

* এই আইন ১৮২০॥ ২৪ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে।

মাসের মধ্যে করিতে হইবে অথবা বিলম্ব হইলে সে বিলম্বের কোন উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে হইবে।

২ প্র॥ চন্দননগর ও চুঁচড়ার দেওয়ানী পক্ষে নেটিব আদালতে যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ শ্রুত ও নিষ্পন্ন হয় এবং পরে ঐ২ স্থানের কোর্ট আপীলে আপীল হইয়া শ্রুত ও নিষ্পন্ন হয় সে সকল মোকদ্দমা যদ্যপি পাঁচ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ বিষয়ের হয় এবং যদি নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে আপীল করা যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল করা যাইতে পারে।

৩ প্র॥ কোন২ বিষয়ে পাঁচ হাজার টাকার ন্যূন হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে আপীল আপনারদের বিবেচনানুসারে গ্রাহ্য করিতে পরাক্রম রাখেন্।

৩ ধা॥ এই আইনের তারিখের তিন মাসের পর ডিক্রীহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে উপরে লিখিত আপীলের ক্ষমতা খাটিবে না যদ্যপি তাহার বিষয়ে শ্রীযুতের হজুরে কোন আপীল বা দরখাস্ত বা আর্জি দাখিল না হইয়া থাকে। তথাপি শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল হজুর কৌন্সেলে সদর দেওয়ানী আদালতে যে আপীল সোপর্দ্দ করিবেন তাহা সে আদালতের সাহেবেরা নিষ্পত্তি করিবেন। এবং আরো কোন বিশেষ স্থলে বিশেষ আপীলও গ্রাহ্য করিতে পারেন্ কিন্তু সে সকল আপীল তাঁহারা অতিসাবধানতাপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিবেন।

৪ ধা॥ ১ প্র॥ সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের দরখাস্ত চন্দননগর ও চুঁচড়ার জজসাহেবের নিকট দাখিল করা যাইবেক। সে দরখাস্তে যাহা থাকিবেক তাহা। আপেলাণ্ট জামিন দিবেক।

২ প্র॥ ধারামত জামিনসমেত আপীলের দরখাস্ত পাইলে জজসাহেব যাহা করিবেন তাহা। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপীল গ্রাহ্য করিলে তদ্বিষয়ে যে হুকুম করিবেন।

৩ প্র॥ সেই হুকুমানুসারে জজসাহেব কর্ম্ম করিবেন অথবা তাহার মধ্যে যে ফেরতনামার হুকুম আছে তাহা পাঠাইবেন।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ আপেলাণ্ট ও রিস্পণ্ডেণ্টের স্বয়ং অথবা উকীলদ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে হাজির হইবার প্রয়োজন নাই। যদি উভয় বিবাদির কোন পক্ষ

১ আইন।

কে কিছু জিজ্ঞাসার আবশ্যকতা থাকে অথবা কোন নূতন সওয়াল জবাব অথবা দর খাস্তের আবশ্যকতা হয় তবে তাহা যে রীতিতে নিষ্পন্ন হইবে তাহা।

২ প্র॥ চুঁচড়া ও চন্দননগরের জজসাহেবকর্ত্তৃক ডিক্রীহওয়া অথবা আদালতে বর্ত্তমান কোন মোকদ্দমার বিষয়ে উভয় বিবাদী অথবা নিযুক্ত উকীলের দ্বারা অথবা সরকারের হুকুমানুসারে সদর দেওয়ানী আদালেতর সাহেবেরা দরখাস্ত লইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ে হুকুম দিতে পারেন্।

৬ ধা॥ যে কোন আপীল করা মোকদ্দমা পূর্ব্বে উপযুক্তরূপে তদারক হয় নাই তাহা পুনর্বিবেচনা ও পুনর্ব্বার ডিক্রী করিবার নিমিত্তে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন্ অথবা তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার অধিক সাক্ষ্য লইয়া তাহা সদর দেওনী আদালতে প্রেরণ করিবার হুকুম দিতে পারেন্।

৭ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালাতের সাহেবেরদের তাবৎ আজ্ঞা মোকদ্দমা বুঝিয়া আদালতের জজসাহেবের প্রতি প্রেরণ করা যাইবেক এবং জজসাহেব তাহা নির্ব্বাহ করিয়া উপযুক্ত ফেরতনামা দিবেন্।

৮ ধা। চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতে যে সকল ব্যবস্থা ও ব্যবহারানুসারে ডিক্রী হয় সেই২ আইনসম্বন্ধীয় সকল আপীলের ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই ব্যবস্থা ও ব্যবহারের সঙ্গে ঐক্য রাখিবেন। যে কোন বিশেষ ব্যবস্থা অথবা বিশেষ ব্যবহারের দৃষ্টিতে মোকদ্দমার প্রথম ডিক্রী হয় তাহা যদি সেই ডিক্রীতে স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা না করা যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ দিলে সে রোয়দাদের সঙ্গে স্পষ্টরূপে লিখিতে হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবরা তত্তৎস্থানসম্পর্কীয় কোন ব্যবহারের প্রমাণ তলব করিতে পারেন্।

৯ ধা॥ ইংগ্লণ্ডীয়েরদের রাজ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে সকল আইন চলিতেছে তাহার সঙ্গে ঐক্য না থাকিলে সে সকল আইন এই আইনে নির্দ্ধারিত আপীলে খাটিবে না কিন্তু আইনসমূহের মর্ম্ম সদর দেওয়ানী আদালতের পরাক্রম ও ক্ষমতার উপরে খাটিবে।

১০ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা চন্দননগর ও চুঁচড়ার আদালতের কর্ম্ম চালানের বিধি প্রস্তুত করিতে পারেন্ এবং ঐ বিধ্যনুসারে কর্ম্ম সিদ্ধি করিতে ঐ আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম দিতে পারেন।

১ আইন।

১১ ধা॥ এই [illegible] আপীলের মোকদ্দমার উপস্থিত কালে কিছু রসুম লওয়া যাইবে না এবং তাহার বিষয়ে সওয়াল জওয়াব অথবা ডিক্রী ইষ্টাম্প কাগজে করিবার আবশ্যকতা নাই কিন্তু বিবদনীয় অথবা অমূলক অথবা বৈরক্ত্যজনক আপীল করিলে সরকারে জরিমানা হইবেক। আদালতের অবজ্ঞা করিলে অথবা মোকদ্দমা চালানেতে কোন অত্যাচার করিলে জরিমানা হইবেক এবং আসামী সে জরিমানার টাকা না দিলে ছয় মাসের অনূর্দ্ধ কাল কয়েদে থাকিতে পারে অথবা আসামীর সম্পত্তি কিম্বা জামিনহইতে সে জরিমানার টাকা উসুল করা যাইতে পারে।

১২ ধা॥ ১ পু॥ যদ্যপি আপেলাণ্ট উপযুক্ত জামিন দেয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে যেপর্য্যন্ত আপীল উপস্থিত থাকিবেক সেপর্য্যন্ত সে আপীলের পূর্ব্ব ডিক্রী মুলতবী থাকিবেক। বর্জনীয়। এই হুকুমে যে অন্যায় না জন্মে।

২ পু॥ যদি আপেলাণ্ট জামিন না দেয় অথবা যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে বিষয়ে হুকুম দেন তবে ডিক্রী জারী হইবে এবং রিস্পণ্ডেণ্টের স্থানে জামিন লইতে হইবেক।

৩ পু॥ যদি উভয়পক্ষে কেহ জামিন দিতে না পারে তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহার আজ্ঞা।

১৩ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের যেং ডিক্রী চূড়ান্ত। যদি খরচাছাড়া মোকদ্দমা ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার চলন টাকার ঊর্দ্ধ হয় তবে ইংগ্লণ্ডদেশে শ্রীযুত বাদশাহী কৌন্সেলে তাহার আপীল করা যাইতে পারে। সে সকল আপীল ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের আজ্ঞানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা গ্রহণ করিবেন।

১৪ ধা॥ চন্দননগরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও চুঁচড়ার কমিসনরসাহেব এই ব্যবস্থা ফ্রান্সীয় ও হলণ্ডীয় ভাষায় তর্জমা করাইয়া সকল লোকের বোধের নিমিত্তে প্রকাশ করিবেন।

২ আইন।

২ ধা॥ ১ পু॥ ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৪ ধারায় যে আজ্ঞা আছে যে দেওয়ানী মোকদ্দমা বার বৎসরের অধিক হইলে গ্রাহ্য হইবেক না তাহা সরকারের পক্ষে তদ্বিষয়ে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি সরকারী দাওয়া করিলে সে ব্যবস্থা খাটিবে না।

২ পু॥ সরকারের পক্ষে যে সকল দাওয়ার নিষ্পত্তিকরণার্থে কোন বিশেষ সরকারী দাওয়ার

১৮০৫ ২ আইন।

সর্ব্বত্র ষাটি বৎসর মিয়াদ।

আজ্ঞা চলিত নাই সে সকল দাওয়া যদ্যপি মোকদ্দমার মূলঅবধি ৬০ ষাটি বৎসরের মধ্যে নালিশ হয় তবে তাহা আইনদ্বারা নিষ্পন্ন হইবেক কিন্তু নীচে লিখিত কালানুসারে নানা প্রদেশে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী পাপ্তির পূর্ব্বের যদি হয় তবে সে অগ্রাহ্য বিশেষতঃ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যা।———————১২ আগস্ত ১৭৬৫
কাশী।——————————————————————————১ জুলাই ১৭৭৫.
দত্তদেশ।——————————————————————————১০ নবেম্বর ১৮০১.

লোকেরদের দাওয়ার বার বৎসরের মিয়াদ বিষয়ে বর্জনীয় কথা।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ যদি দখলকার ছল অথবা বলদ্বারা দখল পাইয়া থাকে অথবা সে যে ব্যক্তিহইতে দলিল পাইয়া থাকে সে ব্যক্তি যদি ছল বা বলদ্বারা দখল পাইয়া থাকে এবং যদি তাহার পর বার বৎসরপর্য্যন্ত এমত পাকা দলিলের পরাক্রমে সে ভূমি সে দখল করে নাই যে তাহাতে প্রায় হকের বোধ হয় তবে স্থাবর বস্তুতে প্রজার দাওয়ার উপর বার বৎসরের মিয়াদ খাটিবেক না। কিন্তু বলাৎকার অথবা প্রবঞ্চকতা অথবা অন্যায় দখলের অতিশয় স্পষ্ট প্রমাণ দিতে হইবে।

প্রথম বিচার।

২ প্র॥ পূর্ব্ব লিখিত প্রকরণের পরাক্রমে যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্য সেং মোকদ্দমায় ফরিয়াদী আপনার দরখাস্ত অথবা দরজওয়াবে অন্যায় অথবা প্রতারণার দখলের সকল বেওরা স্পষ্ট করিয়া লিখিবে এবং যদি তাহার দরখাস্তের কোন প্রকরণ আসামী না মঞ্জুর করে তবে উভয় পক্ষহইতে সাক্ষ্য লওয়া যাইবেক। তাহার পর আদালতের সাহেবেরা এই নিশ্চয় করিবেন যে পূর্ব্বোক্ত প্রকরণে সে মোকদ্দমা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য এবং যদি জিলার আদালতে অথবা আপীল আদালতে এমত স্থির হয় যে সে মোকদ্দমা গ্রাহ্য তবে বারবৎসরের মধ্যে মোকদ্দমার প্রসঙ্গ করিলে যেরূপ হইতে পারে সেই রূপ সেই মোকদ্দমার হকের বিষয়ে বিবেচনা হইবেক।

স্পষ্টীকৃত।

৩ প্র॥ যদি কোন মোকদ্দমার হেতু মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে ৬০ ষাটি বৎসরের হয় তবে তাহা কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না। এবং স্থাবর বস্তুবিষয়ে যদি মোকদ্দমা উপস্থিতের পূর্ব্বে দখলীকার দ্বাদশ বৎসরপর্য্যন্ত বিনাওজরে দখল পাইয়া থাকে এবং যদি তাহার দলিল পাকা বোধ হইয়া থাকে তবে সে স্থাবর বস্তু যে কোন দলিলদ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহার উপর দাওয়াতে পূর্ব্ব লিখিত কোন প্রকরণ খাটিবে না।

৪ প্র॥ বন্ধক ও গচ্ছিতসম্পর্কীয় বস্তুবিষয়ের মোকদ্দমার উপরে কোন মিয়াদ খাটিবে না বিশেষতঃ তাহা যত দীর্ঘ কালের হয় তাহার মোকদ্দমা গ্রাহ্য। এবং যে স্থলে ভোগকারি ব্যক্তি আপন দখলের দলিল কোন প্রকারে হক বুঝিতে না পারে সেই স্থলে মোকদ্দমা যত দীর্ঘ কালের হউক তাহা অগ্রাহ্য।

২ আইন।

৪ ধা॥ ১ প্র॥ রেবিনিউ পক্ষে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বাকীদার রাইয়ত ও তাহারদের জামিনেরদিগকে গ্রেফ্তার করণ বিষয়ে এবং বকেয়া খাজানার দাওয়ার বিষয়ে সরাসরি তদারক করিবার কারণ যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে সে কেবল বর্ত্তমান বৎসরের অথবা তাহার অব্যবহিত পরে বকেয়া খাজানার বিষয়ে খাটিবে এবং নালিশ হওয়ার সম্পূর্ণ এক বৎসরের পূর্ব্বে যে সকল খাজানা বকেয়া ছিল তাহার দাওয়ার উপর খাটিবে না। খাজানার হিসাব রফাকরণার্থে যখন জজ ও রেজিষ্টর ও কালেক্টর সাহেবেরদের উপর ভার দেওয়া যায় তখন যদি তাঁহারা তাহা যথার্থ বোধ করেন তবে আধুনিক বকেয়া রফাকরণেতে এক বৎসরের অতিরিক্ত কালে বকেয়ার বিষয়েও তদারক করিতে পারেন।

তদ্বিষয়ে বিশেষ আজ্ঞা।

বকেয়া খাজানার সরাসরি মোকদ্দমার এক বৎসর মিয়াদ।

২ প্র॥ ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২০ ধারানুসারে জমীদার ও ইজারদারেরা খাজানা আদায়ে নিযুক্ত আপনারদের গোমাস্তার বিরুদ্ধে বকেয়া টাকার বিষয়ে দাওয়া অথবা অপহরণ কিম্বা হিসাবের বাকীর নিমিত্তে সরাসরি হুকুমের যে সকল দরখাস্ত দিবে সে দরখাস্তের উপর পূর্ব্ব লিখিত প্রকরণের মিয়াদ খাটিবে।

৫ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের আজ্ঞাতে জবরদস্তী বেদখলের নিমিত্তে নালিশের যে সরাসরি হুকুম হয় তাহা বেদখলী করার তিন মাসের ঊর্দ্ধ হইলে গ্রাহ্য হইবেক না কিন্তু যদি সেই নালিশ উপস্থিত করিবার বিলম্বের উপযুক্ত কারণ দর্শান যায় তবে গ্রাহ্য হইতে পারে।

৪৯ আইনের মোকদ্দমার তিন মাস মিয়াদ।

৬ ধা॥ আইনমতে যে জরিমানা অথবা দণ্ড সরকারে অথবা গোয়েন্দাকে দিতে হয় তাহার উসুলের বিষয়ে কিছু মিয়াদ যদি নির্দ্ধারিত না থাকে তবে তদ্বিষয়ের সকল মোকদ্দমা ও দরখাস্ত ও নালিশ জরিমানা বসানের পর অথবা অপরাধের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে নতুবা অগ্রাহ্য। কিন্তু সরকারের পক্ষে যদি নালিশ হয় এবং মিয়াদ অতীতের উপযুক্ত কারণ দর্শান যায় তবে মিয়াদ অতীতেও তাহা গ্রাহ্য হয়।

জরিমানা ও দণ্ডের এক বৎসর মিয়াদ।

৭ ধা॥ আইনমতে কোন লোকের পক্ষে জরিমানা হইলে এবং সে জরিমানা আদায়ের নিমিত্তে কোন মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট না হইলে অপরাধের এক বৎসরের মধ্যে সে মোকদ্দমার বিষয়ে নালিশ অথবা তাহার পর যত শীঘ্র করা যায় তাহার মধ্যে করিতে হইবেক। কিন্তু বিলম্বের উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে এমত কোন নালিশ অথবা মোকদ্দমা এক বৎসরের পর গ্রাহ্য হইবেক না। এই মিয়াদের প্রতিবন্ধক কেবল ক্ষতিদৃষ্টে জরিমানার উপরে খাটিবে কিন্তু আসল ক্ষতিপূরণার্থে যে টাকার হুকুম হয় তদ্বিষয়ের নালিশের উপর খাটিবে না।

ক্ষতিদৃষ্টে দণ্ডের এক বৎসর মিয়াদ।

২ আইন।

যে তারিখ অবধি আপীলের মেয়াদ গণা যাইবেক।

৮ ধা॥ বর্ত্তমান আইনানুসারে জিলাও শহরের আদালতের ডিক্রী হইতে মফঃসল আপীল আদালতে আপীল এবং সে আদালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের যে তিন মাস মিয়াদ নির্দ্ধারিত আছে এবং রেজিষ্টর ও কমিসনর সাহেবের ডিক্রীহইতে জজসাহেবেরদের নিকট আপীলের যে এক মাস মিয়াদ নির্দ্ধারিত আছে এবং সদর দেওয়ানী আদালতহইতে ইংগ্লণ্ড দেশে শ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীলের যে ছয় মাস মিয়াদ নির্দ্ধারিত আছে এই সকল মিয়াদ যে দিবসে আপীলকরা ডিক্রীর নকল আদালতের মধ্যে আপেলাণ্ট অথবা তাহার উকীলকে দেওয়া যাইবেক* অথবা দিবার প্রসঙ্গ করা যাইবেক সেই দিনাবধি মিয়াদ গণা যাইবেক। যদি আপেলাণ্ট অথবা তাহার উকীল সেই ডিক্রীর নকল লইতে হাজির না হয় তবে এমত ডিক্রী না লওনের দিনঅবধি মিয়াদ গণা যাইবেক এবং সে না লওন তাহার পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক এবং জজ অথবা রেজিষ্টর অথবা কমিসনর সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। ডিক্রীর নকলের পৃষ্ঠে সে ডিক্রী দেওয়া অথবা দেওয়ার প্রসঙ্গ করার তারিখ লিখনবিষয়ে জজ ও রে[illegible]রসাহেবেরদের উপর যে ব্যবস্থা খাটে তাহা কমিসনর [illegible] সাহেবলোকেরা [illegible]নোযোগপূর্ব্বক মানিবেন।

[* শুধরা ১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ৮ ধারা॥ ১০ প্রকরণ দেখ।]

ডিক্রীর দস্তখৎ।

[†১৮১৪॥ ২৩ আ॥ ৪১ ধারা॥ ১প্রকরণ দেখ।]

যে মোকদ্দমায় এক পক্ষ সরকার হন তাহাতে ডিক্রীর নকল।

৯ ধা॥ যে মোকদ্দমা অথবা আপীলেতে সরকার আসামী কিম্বা ফরিয়াদী হন সে ডিক্রীর নকল যত শীঘ্র প্রস্তুত হইতে পারে ততশীঘ্র আ[illegible]সম্পর্কীয় সরকারের সেক্রটারির নিকট প্রেরিত হইবেক। ইষ্টাম্প কাগজের উপর তাহা লিখনের আবশ্যকতা নাই কিন্তু জজসাহেবের দস্তখৎ ও আদালতের মোহর ও তাহার তর্জমা ইংরেজী ভাষায় থাকিবেক।

১০ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণঅবধি ৭ প্রকরণপর্য্যন্ত দ্বারা শুধরা।

১১ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনে ৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণদ্বারা রদী।

আপীলের দরখাস্ত যে আদালতে দেওয়াযাইবেক।

১২ ধা॥ ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩। ৪ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১২ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ১০ধারাতে যে আজ্ঞা আছে যে যে আদালতে ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত সেই আদালতে প্রথম দাখিল করা যাইবেক তাহার পরিবর্ত্ত হইল এবং ইহার পর কোর্ট আপীলের সাহেবেরা যদি তাহার উপযুক্ত কারণ বুঝেন তবে আপনারদের নিকট যে মোকদ্দমার

আপীল হইতে পারে সে আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে পারেন্ যদ্যপি সে আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে যে ডিক্রীহইতে আপীল হয় সেই ডিক্রীর জজসাহেবের স্বাক্ষরিত ও আদালতের মোহর করা নকল* দাখিল করে এবং নিয়মিত উপস্থিতি রসুমা দেওয়া যায় এবং আপীলের খরচা ও উকীলের মেহনতআনার জামিনা দেওয়া যায়। কিন্তু যদি সে পাপর অর্থাৎ নির্ধনস্বরূপে আপীল করে তবে ইহার প্রয়োজন নাই।

[*শুধরা ১৮১৪॥ ২৬ আ। ৮ধারা দেখ।] [†১৮১৪॥ ১ আ॥ ১৩ ধারা দেখ।] [‡২৭ আ॥ ২৩ ধারা দেখ।]

সরাসরি মোকদ্দমার বিচার।

১৩ ধা॥ বকেয়া খাজানার বিষয়ে অথবা জবরদস্তী বেদখলের বিষয়ে অথবা সনন্দ না লইয়া মদিরাদি মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করণবিষয়ে সকল সরাসরি মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যথাসাধ্য জিলা* ও শহরের আদালতের জজসাহেবদ্বারা নিষ্পত্তি হইবে এবং হিসাব নিষ্পত্তিতে কালেক্টরসাহেব তাঁহার সহকারিতা করিবেন। কিন্তু যে কোন স্থলে অন্য কোন আবশ্যক কর্ম্মানুরোধে জজসাহেবের নিরবকাশ হয় সে স্থলে সে মোকদ্দমা আইনমত রেজিষ্টরসাহেবের বিচারযোগ্য হইলে তিনি তাহা রেজিষ্টরসাহেবের হাতে সমর্পণ করিতে ক্ষমতা রাখেন। এবং জজসাহেবেরা কোন সময়ে সে অর্পণকরা মোকদ্দমা ফিরিয়া লইয়া আপনি তাহার বিচার করিতে পারেন অথবা জজসাহেব যে কোন স্থলে আবশ্যক বুঝেন সে স্থলে তদ্বিষয়ে রেজিষ্টরসাহেবের হুকুম আপনি পুনর্ব্বিচার অথবা শোধন করিতে পারেন।

[*১৮১৪॥ ২৪ আ॥ ১২ ধারা॥ ৭ প্রকরণ দেখ।] [†১৮২১॥ ২ আ॥ ৯ ধারাদ্বারা বিস্তারিত।]

জজসাহেবের অবর্ত্তমানে রেজিষ্টর সাহেবের পারাক্রম।

১৪ ধা॥ ১ প্র॥ ১৭৯৬ সালের ৪ আইনের এবং ১৮০৩ সালের ২ আইনের ২৩ ধারানুসারে যে কোন সময় রেজিষ্টরসাহেব আকটিংজজের ভারপ্রাপ্ত হন অথবা জজের অবর্ত্তমানতাতে তৎপদের কর্ম্ম চালান্ সে সময়ে পূর্ব্ব ধারার দ্বারা রেজিষ্টর সাহেবের পরাক্রমের হ্রাস হইবে না।

২ প্র॥ ১৭৯৬ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১৫ ধারাতে রেজিষ্টরসাহেবেরা জজসাহেবের কর্ম্মে ক্ষণেক নিযুক্ত হইলে যেং কর্ম্ম চালাইবেন সেইং আইনের স্পষ্ট বোধার্থে ইহা নির্দ্ধারিত হইল যে রেজিষ্টর সাহেব জজসাহেবের অবর্ত্তমানতাতে অথবা তাঁহার পদ শূন্য হইলে যদ্যপি তিনি জজসাহেবের কর্ম্মেতে নিযুক্ত না হইয়া থাকেন্ তথাপি আইনানুসারে উপরে লিখিত যে সরাসরি বিচার বিলম্বসাধ্য নহে তাহা তিনি নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এবং আইনানুসারে যে কোন নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন্ এবং যে সকল মোকদ্দমা এতদ্দেশীয় কমিসনরেরদের বিচারযোগ্য তাহা তাহারদিকে অর্পণ করিতে পারেন্ এবং যে সকল মোকদ্দমা আইনানুসারে রেজি

১৮০৫

২ আইন।

ষ্টরসাহেবের বিচারের যোগ্য তাহারও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এবং আসামীর দিগকে তলব করিতে পারেন্ এবং কেবল জজসাহেবের বিচারের যোগ্য যে সকল মোকদ্দমা সেইং মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ও কাগজপত্র ও কাগজপত্রের সকল দস্তাবেজ লইতে পারেন্। এবং অতিশয় আবশ্যক বুঝিলে কেবল আইনের আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বোক্ত মোকদ্দমায় সাক্ষিরদের জবানবন্দী লইতে পারেন।

রেজিষ্টরসাহেবপ্রভৃতির পরাক্রম।

রেজিষ্টর সাহেবেরা আপীল শুনিবেন না।

[*১৮২৪ ॥ ২৪ আ॥ ৯।১২ ধারা দেখ।]

৩ পু॥ যেপর্য্যন্ত সরকারহইতে রেজিষ্টরসাহেব আকটিং জজসাহেবের ভার না পান্ সেপর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় কমিসনরেরদের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার আপীল লইতে পারেন না যদ্যপি সে বিষয়ে তিনি বিশেষ পরাক্রমযুক্ত না হন*। কিন্তু কোন রেজিষ্টর আকটিং জজের ভারপ্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বে আপনাতে কৃতনিষ্পত্তি কোন ডিক্রীর আপীল লইতে পারিবেন না। এই সকল হইলে এবং কোন জজ অথবা আকটিং জজ আদালতে বর্ত্তমান না থাকিলে রেজিষ্টরসাহেবের ডিক্রীর আপীল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা বিলম্ব না হইবার নিমিত্তে সে জিলা অথবা শহরের আদালতহইতে আনাইয়া† অন্যং আপীলের মোকদ্দমার ন্যায় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্।

১৪ আইন।

২ ধা॥ কটকের জিলা কলিকাতার আপীল আদালতের এলাকার শামিল হইল।

৩ ধা॥ কটক জিলাতে দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল।

৪ ধা॥ মেদিনীপুর জিলার শামিল কএক পরগনার উপর কটকের আদালতের হুকুম চলিবেক না। কিন্তু গবর্ণর্ জেনরল হুজুর কৌন্সেলের আজ্ঞাদ্বারা জিলার সরহদ্দের ব্যতিক্রম হইতে পারে।

৫ ধা॥ ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবরে অর্থাৎ কটক ইংগ্লণ্ডীয়েরদের দখল হওন সময়ের দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইয়াছে

---

† ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের দ্বারা ইহার নিষ্প্রয়োজন হইল। সেই আইনদ্বারা জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা মুনসফের ডিক্রীর আপীল সদর আমিন ও রেজিষ্টরসাহেবকে শুনিতে হুকুম দিতে পারেন।

১৪ আইন।

সে সকল মোকদ্দমা শুনিতে বা বিচার করিতে বা ডিক্রী করিতে কটকের আদালতের সাহেবেরদের ক্ষমতা নাই।

৬ ধা॥ প্রজারদের মধ্যে বিরোধহওয়াতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব রাজার আদালতে শুনা যাইত সেইং মোকদ্দমার উপর পূর্ব্বোক্ত মিয়াদ খাটিবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রাজার আমলারা সরকারী বন্দোবস্তবিষয়ক যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা ছিল অথবা কোনং জমীদারীতে যে মোকদ্দমা পূর্ব্ব রাজাকর্ত্তৃক গৃহীত না হইত সেং মোকদ্দমার উপরে পূর্ব্বোক্ত মিয়াদ খাটিবে না।

৭ ধা॥ পূর্ব্বোক্ত ধারানুসারে যেং মোকদ্দমা গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য তদ্বিষয়ে যদি কিছু সন্দেহ জন্মে তবে জিলা আদালতের সাহেবেরা যে রূপে কর্ম্ম চালাইবেন তাহা।

৮ ধা॥ কোন মোকদ্দমার হেতু মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে হইলে সেই ফরিয়াদী বিলম্বের উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে মোকদ্দমা শুনিতে বা বিচার করিতে বা ডিক্রী করিতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা নাই। কিন্তু যাহার হেতু ১৮০৩ সালের ১৪ অক্তোবরের পূর্ব্বে হইয়াছিল এরূপ কোন মোকদ্দমা আদালতের সাহেবেরা কোন স্থানে দ্বাদশ বৎসরের পর গ্রাহ্য করিবেন না।

৯ ধা॥ ১ প্রকরণঅবধি ৫ প্রকরণপর্য্যন্ত কটকে টাকার সুদ দিবার নিমিত্তে যেং ব্যবস্থা চলিবেক তাহা।

৬ প্র॥ বন্ধকবিষয়ে* যে হারে সুদ চলিবেক তাহা ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ধারার সঙ্গে ঐক্য রাখে কেবল তারিখের ব্যতিক্রম আছে। [১৮০৬॥ ১৭ আ॥ ৭॥৮ ধারা দেখ।]

১০ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের পরাক্রম কটকের উপর চলিত হইল।

১১ ধা। সামান্যতঃ যে সকল আইন এখন বহাল আছে অথবা ইহার পরে জারী হইবেক তাহা ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ৩৬ প্রকরণেতে বিশেষীকৃত কতক পর্ব্বতীয় রাজার অধিকারব্যতিরেকে কটক জিলার সর্ব্বত্র চলিবেক।

১৫ আইন।

২ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতেরা আপনং পদ উপলক্ষে* [*১৮১৪॥ ২৩ আ॥ ৬ ধারা দেখ।]

হইলে পর জজসাহেব উচিত বুঝিলে জামিন বিনা সে আপনার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়াপর্য্যন্ত সওয়ালজওবাব করিতে পারে কিন্তু আদালতের সাহবেরা যদি আসামীর পলায়নের কোন বিশেষ হেতু অনুমান করেন্ তবে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনকালে অথবা তাহার পর মোকদ্দমা শুননকালে কোন সময়ে আসামীকে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে নির্দ্ধারিত জামিন দিতে হুকুম করিতে পারেন্ এবং যাবৎ আসামী জামিন না দেয় কিম্বা আদালতের ডিক্রীর হুকুমমতে কার্য্য না করে অথবা মোকদ্দমার শেষ ডিক্রী জারীকরণার্থে তাহার সম্পত্তির ক্রোক না হয় তাবৎ সে কয়েদ থাকিবেক। এপ্রকার হইলে যে জামিন দেয় তাহা ১৭৯৭ সালের ১১ আইনের ৩ ধারানুসারে দেওয়া যাইবে এবং জামিনের টাকার সংখ্যার বিষয়ে ১৮০২ সালের ৩ আইনের ২ ধারায় জজসাহেব তদ্বিষয়ে যেমত ক্ষমতা রাখেন্ সেমত জামিনের টাকার সংখ্যা ঠাওরাইয়া জামিন লইবেন।

কেবল কোনং স্থলে আসামীর জামিন দিতে হইবে।

ভূমির মোকদ্দমার মালজামিন।
[১৭৯৮ ॥ ৫ আ ॥ ৪ ধারার মন্তব্যকথা দেখ।]
[১৮০৮ ॥ ১৩ আ ॥ ১১ ধারা ॥ ৪প্রকরণ।]

৫ ধা ॥ ১ প্র ॥ যে স্থলে এমত বোধ হয় যে আসমী বিরোধি বস্তু অথবা ভূমি গোপনে ছলক্রমে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছে অথবা আদালতের শেষ ডিক্রী নিষ্ফল করণার্থে এই বাবতে খাজানা বাকী রাখে যে তাহার ভূমি নীলাম হয়* সে স্থলে আদালতের সাহেবেরা মালজামিন লইতে আজ্ঞা দিতে পারেন্ এবং আদালতের সাহেবেরদের বিবেচনায় যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সে মিয়াদের মধ্যে যদি উপযুক্ত মালজামিন না দেয় তবে তাহার ভোগদখলে যে ভূমি কি বস্তু সম্পত্তি থাকে তাহাহইতে দাওয়া বা মোকদ্দমার সংখ্যার অনুমানে ক্রোককরণের হুকুম দিবেন।

ভূমি বা সম্পত্তির ক্রোক।

২ প্র ॥ ঐ ক্রোক আদালতের লিখিত হুকুমদ্বারা জারী হইবেক এবং যে স্থলে তাহার সম্পত্তি থাকে সেখানে সে হুকুম পাঠ ও প্রকাশ হইবেক এবং তাহা অতিশয় প্রকাশস্থানে লট্‌কান যাইবেক। তাহার পর যদি* বিরোধি বস্তু দান বিক্রয় অথবা প্রকারান্তরে গুপ্তরূপে হস্তান্তর করা যায় তবে তাহা ঝুটা ও বাতিল হইবে এবং যদি আসামী আদালতের শেষ ডিক্রী নিষ্ফলকরণার্থে ক্রোক হওনের পর সে বস্তু কোন প্রকারে স্থানান্তর করে তবে আদালতের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করণাপরাধের শাস্তি তাহাকে দেওয়া যাইবে। যদি অধিক মূল্যের ভূমি বিষয়ের মোকদ্দমা হয় তবে জজসাহেব তাহার উপযুক্ততা বোধ করিলে যেপর্য্যন্ত মোকদ্দমার নিষ্প

যেরূপে ক্রোক করা যাইবে।
[১৮১৪ ॥ ২৬ আ ॥ ১৩ ধারা দেখ।]

** এই ধারা ও তাহার উপরের বিধিতে এমত বোধ হয় যে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পর এবং এই আইনে যে সকল হুকুম আছে সেই হুকুমানুসারে কর্ম্ম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যদি বিরোধি বস্তু ছলক্রমে বিক্রয় বা হস্তান্তর হয় তবে তাহা সাব্যস্ত থাকে এবং ইহার দ্বারা ডিক্রী জারী করণের অনেক ব্যাঘাত জন্মে এবং ন্যায়বিচারও নিষ্ফল হয় এবং সালিসদ্বারা অথবা আপোসে বিবাদ নিষ্পত্তি হওনের অনেক প্রতিবন্ধক জন্মে।

ত্তি না হয় অথবা যেপর্য্যন্ত ১৭৯১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১২ ধারার ৯ প্রকরণানুসারে মালজামিন লওয়া না যায় সেপর্য্যন্ত কালেক্টরসাহেবের দ্বারা সে ভূমি ক্রোক করিতে পারেন্। কিন্তু অন্যপ্রকার হইলে এই আইনঅনুসারে যে ক্রোক করা যায় তাহা বিশেষ হেতুব্যতিরেকে আদালতের রোয়দাদে লেখা যাইবে না ও আসামী কিম্বা তাহার গোমাস্তাপ্রভৃতি সে ভূমির দখল অথবা কর্তৃত্বরহিত হইবে না কিম্বা যে কর্ম্ম করিলে ক্রোকের তাৎপর্য্যের ব্যাঘাত না হয় সে কর্ম্ম করিতেও নিষেধ নাই।

ক্রোকসময়ে আসামীর দখল।

৩ প্র॥ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে আদালতের সাহেবেরা ভূম্যাদি বস্তু সম্পত্তির বিষয়েতে ডিক্রীঅনুসারে যেমত হুকুম দেওয়া উচিত বোধ করেন সেমত হুকুম দিবেন। যদি ডিক্রী ফরিয়াদীর পক্ষে হয় তবে সরকারী মালগুজারীর বাকী টাকা বিনা সে ভূম্যাদি বস্তুতে আসামীর যে স্বত্বাধিকার আছে তাহা ডিক্রী জারী হওনের কারণ লওয়া যাইবে অথবা যদি সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হয় তবে ক্রোককরণে আসামীর যে খরচ ও ক্ষতি হইয়া থাকে তাহা আদালতের খরচার অংশ বোধ করিয়া আসামীকে ফরিয়াদী দিবে।

ডিক্রী হইলে যে হুকুম দেওয়া যাইবে।

৬ ধা॥ উপরে লিখিত প্রকরণানুসারে কোন বস্তুসম্পত্তি ক্রোক হইলে আদালতের সাহেবেরা যত শীঘ্র পারেন্ সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। এবং মোকদ্দমার ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে যদি উপযুক্ত মালজামিন দেওয়া যায় তবে সে ক্রোক ছাড়ান যাইবেক।

ঐ২ মোকদ্দমার শীঘ্র নিষ্পত্তি।

৭ ধা॥ যদি মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে কোন মোকদ্দমার আপীল হয় এবং সেই আদালতের সাহেবেরা জামিন না দেওয়ার হেতুতে ক্রোক বহাল রাখিতে হুকুম দেন্ তবে উপরে লিখিত দুই ধারায় যে রীতি তাহা সেই স্থানে খাটিবেক।

মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত।

৮ ধা॥ মালজামিন ও হাজিরজামিনের পরিবর্ত্তে আদালতের সাহেবেরা নগদ টাকা কিম্বা প্রোমেসরি নোট অথবা কোম্পানির কাগজ আমানতরূপে লইতে পারেন্ যদ্যপি সে আদালতের খাজাঞ্চি আমানত রাখিবার জন্যে সেই টাকা ও নোট ও কাগজাদি তলব করিতে ক্ষমতা রাখে।

কোম্পানির কাগজ উপযুক্ত জামিন।

৯ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ্দ।

১০ ধা॥ যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহার অথবা তাহার জামিনের যদি কিছু বিষয় থাকে তবে শেষ ডিক্রী জারীকরণে আদালতের সাহেবেরা কোন প্রকারে

কিস্তিবন্দিদ্বারা ডিক্রীর টাকা উসুল।

২ আইন।

শৈথিল্য করিতে অনুমতি দিতে পারেন্ না কিন্তু যে ব্যক্তির হকে ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি ডিক্রীর টাকা কিস্তিবন্দিমতে কিম্বা অন্য কোনপ্রকারে পাওনের একরারনামা পাইয়া বিলম্ব স্বীকার করিলে যদি জজসাহেব সম্পত্তি বিক্রয়ের কিছু বিলম্ব করণে উপযুক্ত বুঝেন্ তবে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। কিন্তু যদি ডিক্রীর টাকা আদায় হওনোপযুক্ত কোন বস্তু সম্পত্তি না থাকে এবং যে ব্যক্তির পরাজয় হইয়াছে সে কিম্বা তাহার জামিন আদালতের বিবেচনায় যে মিয়াদ উপযুক্ত বোধ হয় সে মিয়াদের মধ্যে যদি কিস্তিবন্দিমতে টাকা দিবার একরারনামা লিখিয়া দেয় তবে যে আদালতের উপর সে ডিক্রী জারী করিবার ভার থাকে সে আদালতের সাহাবেরা ঐ রূপ কিস্তিবন্দির একরারনামা মঞ্জুর করিতে পারেন্ এবং ঐ একরারনামার নিয়ম মতে ডিক্রীজারী করিতে পারেন্। এইং প্রকার হইলে যে ব্যক্তিরা ঐ একরার নামা দাখিল করে তাহারা তৎক্ষণাৎ বন্ধনহইতে মুক্তি পাইবেক এবং একরারনামানুসারে কার্য্য করিতে ত্রুটি না করিলে তাহারা ডিক্রীর টাকা আদায়ের কারণ পশ্চাৎ কদাচ কয়েদ হইতে পারে না এবং যদি একরারনামাতে সুদের বিষয় কিছু লেখা না থাকে তবে সুদও লওয়া যাইবেক না।

শপথপূর্ব্বক সম্পত্তি প্রকাশ করণ। [১৮১৪॥ ২৩ আ॥ ৪৫ ধারা॥ ৭ প্রকরণ দেখ।]

অযোত্রাপন্ন খাতকের উপকার।

তাহারা কয়েদ হইলে পশ্চাৎ সম্পত্তির বিক্রয়।

১১ ধা॥ যে সকল অযোত্রাপন্ন খাতক ও তাহারদিগের জামিনেরা টাকা দিতে অশক্ত হয় * তাহারদের স্থানে জিলা ও শহরের আদালত এবং মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে ভূমি ও নগদ টাকা ও দ্রব্যসামগ্রীআদি বস্তু যাহা তাহারদের নিজনামে কিম্বা বিনামে থাকে তাহার তালিকার ফর্দ্দ পাইলে তাহারদের উপকার ও সুবিদা করিতে পারেন্ আদালতের সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে সে তালিকার ফর্দ্দের প্রামাণ্য অথবা অপ্রামাণ্যের বিবেচনা করেন্ এবং সে ফর্দ্দের প্রতিবাদে যেং কথা হয় তাহার উপযুক্ত বিবেচনা করেন্ এবং যদি সে বিবেচনাকরণেতে ঐ তালিকার সত্যতা বোধ হয় এবং যদি কয়েদী ব্যক্তি আপনার তালিকার লিখিত তাবৎ বস্তু সম্পত্তির সকল অথবা আদালতের বিবেচনায় যে অংশ উপযুক্ত বোধ হয় তাহা বিক্রয়ার্থে আদালতে দাখিল করে তবে জজসাহেব কয়েদী ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন লইয়া অথবা আবশ্যক বুঝিলে জামিন না লইয়া খালাস দিতে পারেন্। কিন্তু যদি খাতক অথবা তাহার জামিন ছলদ্বারা আপনার সম্পত্তি লুকাইয়া রাখে অথবা এমত কোন নিশ্চয় প্রতারণা বা গাফিলী করে যে যে ক্ষমা কেবল অকপট লোকের নিমিত্তে নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই ক্ষমার পাত্র তাহাকে জজসাহেব বোধ না করেন্ তবে তাহাকে খালাস করিবেন না এবং যদি ইহার পর এমত প্রকাশ হয় যে খালাসী ব্যক্তি খালাসের সময়ে চক্রান্তে গোপনে আপন ভূমি সম্পত্তি রাখিয়াছে তবে ইহার পর যে কিছু টাকা কি কোন

২ আইন।

বস্তুসম্পত্তি উপার্জন করে তাহা মহাজন আদালতের সাহেবের আজ্ঞা লইয়া আপনার ডিক্রীর পাওনা টাকা নীলাম করিয়া লইতে পারে এবং ঐ কয়েদী ব্যক্তির খালাস নীলামের প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেক না অথবা পুনর্ব্বার তাহাকে কয়েদে রাখিতে পারে। এই ধারানুসারে আদালতের সাহেবেরদের তাবৎ রোয়দাদ ও হুকুমে ফরিয়াদী কিম্বা আসামী অসম্মত হইলে কোর্ট আপীল এবং সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার আপীল হইতে পারে।

১২ ধা॥ দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহার যদি কিছু সম্পত্তি থাকে তবে সে সম্পত্তিহইতে কয়েদকালে তাহার খোরাকী ও আদালতের সকল খরচা উসুল হইবেক কিন্তু যদি তাহার সংস্থান কিছু না থাকে তবে কেবল ঐ টাকার নিমিত্তে সে ব্যক্তি কয়েদ থাকিবেক না।

আসামীর খোরাকী।

৭ আইন।

২ ধা॥ কলিকাতার সন্নিকটে এক দেওয়ানী আদালতের স্থাপন হইল।

[১৮১৪॥১৪ আইন দেখ।]

৩ ধা॥ চব্বিশ পরগনার মাজিস্ত্রিটের পরাক্রমের সীমানুসারে এই আদালতের সীমা হইবেক।

৪ ধা॥ যে কালাবধি ৩ ধারার নির্দ্ধারিত মহলে জিলা হুগলি ও অন্য জিলা আদালতের ক্ষমতার শেষ হইবে সে কাল এবং সেং আদালতে বর্ত্তমান অথবা নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার রোয়াদাদের প্রেরণের নানা বিধি।

৫ ধা॥ সামান্যতঃ আইনে যেরূপে নির্দ্ধারিত আছে সেইরূপে এই নূতন দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবের সাধ্য ও পরাক্রমও থাকিবেক।

৬ ধা॥ মাজিস্ত্রিটের* পদের কর্ম্মে চব্বিশ পরগনার জজসাহেব হাত দিবেন না।

[রদ। ১৮১১॥১৪ আ॥৩ধা॥১৩২ প্রকরণ।]
[ফৌজদারীর।]

৭ ধা॥ চব্বিশ পরগনার জাজিস্ত্রটসাহেবের কর্ম্ম ও ক্ষমতা যেং সাহেবের দ্বারা নিষ্পন্ন হইবেক তাহা।

[ঐ ঐ]

৮ ধা॥ ১৮০০ সালের ১১ আইনের ২৬ ধারা হাসিলবিষয়ে বাতিল।

৯ ধা॥ কলিকাতাস্থ সরকারী কোন আমলার প্রতি যে নালিশ কোন দেও

১৮০৬

৭ আইন।

স্থানী আদালতে শুননযোগ্য তাহা চব্বিশ পরগনার দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি হইবে।

৮ আইন।

১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ২ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২ আইনের ২ ধারাদ্বারা* বাতিল।

১০ আইন।

২ ধারাবধি ৯ ধারাপর্য্যন্ত ॥ ১৮১৩ সালের ১৭ আইনের ২ ধারাদ্বারা বাতিল।

মোকদ্দমা উপস্থিতের জামিন।

[১৮১৩ ॥ ১৭ আ ॥ ৪ ধারা ॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

১০ ধা ॥ এই আইনে লিখিত দাঁড়ামতে অথবা ১৮০৬ সালের ৮ আইনের দাঁড়ামতে মোকদ্দমার নালিশ উপস্থিত * হইলে তাহার বিষয়ে প্রথমতঃ জামিন লওয়া যাইবে না। কিন্তু বিচারের কোন কালে জাহিরজামিন তলব করা যাইতে পারে। কিন্তু মৌলবী ও পণ্ডিত এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কোন আমলার নামে রেস্বতাদির নালিশ হইলে ১৭৯৩ সালের ১২ ও ১৩ আইনে এবং ১৮০৩ সালের ১১ ও ১২ আইনে যে হুকুম আছে যে নালিশ গ্রাহ্যকরণের পূর্ব্বে জামিন দিতে হইবেক তাহার পরিবর্ত্তে এই আইনের বিধি খাটিবে।

১৮০৭

১ আইন।

২ ধা ॥ ফৌজদারীপক্ষে ১৭৯৪ সালের ৭ আইনের ১২ ধারা বাতিল।

[১৮১০ ॥ ১৩ আ ॥ ৪ ধারা ॥ এবং ১৮১৪ ॥ ২৫ আ ॥ ১০ ধারা দেখ।]

৩ ধা ॥ আপীল আদলেতের অন্য২ জজসাহেবের অবর্ত্তমানকালে নীচের ধারার লিখিত কর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিতে কেবল এক জজের* উপর ভার ও ক্ষমতা অর্পিত হইল।

৪ ধা ॥ ১ প্র ॥ তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের তাবৎ হুকুমনামা ও ডিক্রী সকল জারী করিয়া চলিত আইনানুসারে তাহার ফিরৎনামা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতে নিয়মিতরূপে যেং আপীল করা যায় তাহার দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন এবং তদ্বিষয়ে আইনামুসারে কর্ম্ম করিবেন।

২ প্র॥ আপীল আদালতে দুই অথবা ততোধিক জজসাহেবকর্তৃক যে ডিক্রী বা হুকুম হইয়াছিল তাহা জারী করিবেন। কিন্তু আপীল আদালতে সামান্য বৈঠকে যদি কোন বিবাদির স্বত্বাধিকারের বিষয় অসমাধা করিয়া থাকেন তবে সে মোকদ্দমার বিষয়ে কেবল এক জন জজসাহেবের* প্রতি এমত ক্ষমতা নাই যে তিনি তাহার চূড়ান্ত হুকুম দেন্।

[*১৮১০॥ আইনের ২ধারা॥ এবং ১৮১৪ ॥ ২৫ আ॥ ৮ ধারা দেখ।]

৩ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতহইতে যে মোকদ্দমার আইনমাফিক আপীল করা যায় সে আপীল গ্রহণ করিতে এবং তদ্বিষয়ের হুকুম দিতে এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা আছে কিন্তু খাস আপীল* গ্রহণ করা ও নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা নাই।

[*১৮১০॥ ১৩ আ॥ ৪ধা॥ ৩ প্রকরণ দেখ।]

৪ প্র॥ আপীল গ্রহণ করিবার অথবা ডিক্রী জারী স্থকিত রাখিবার নিমিত্তে যেং জামিন উপস্থিত করা যায় তাহার যোগ্যতার বিবেচনা করিতে ও হুকুম দিতে পারেন্। ওকালতনামা ও মোক্তারনামা ও পাপর অর্থাৎ নির্ধন লোকেরদের দীনতার সত্যতা জানিবার কারণ সাক্ষী তলব করিয়া বিবেচনা করিতে পারেন্ এবং আপীলী মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও দস্তাবেজ লইতে পারেন্।

৫ প্র॥ আপীলী মোকদ্দমার কোনং সাক্ষী* তলব করিয়া বিবেচনা করিতে পারেন্।

[*১৮১০॥ ১৩ আ ৪ ধা॥ ৪ প্রকরণ দেখ।]

৬ প্র॥ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ বিচারের নিমিত্তে আপীল আদালতে সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমার উপরে লিখিত আপীলবিষয়ক দাঁড়া ও নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে।

৭ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতসম্পর্কীয় কোন বিষয়ের মুৎফরক্কা আর্জি এক জন জজসাহেব গ্রহণ করিয়া আইনমতে তাহার বিষয়ে কর্ম্ম করিতে পারেন্ কিন্তু এ সকল দরখাস্তবিষয়ে এক জন জজসাহেব কোন চূড়ান্ত হুকুম* দিতে পারেন্ না।

[*১৮১০॥ ১৩ আ। ৪ ধা॥ ৬ প্রকরণ দেখ।]

৮ প্র॥ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের প্রতি এবং সকল প্রকার আদালতপ্রভৃতির সাহেব ও আমলাদের প্রতিও পত্রাদি প্রেরণ করিতে পারেন্ এবং ঐ পত্রাদির মর্ম্মক্রমে যে সকল কার্য্যাদি করণের আবশ্যকতা হয় তাহার পরিশেষ করিতে পারেন্ এবং আপীল আদালতের এক জন সাহেবের

১৮০৭

১ আইন।

স্বয়ং যেং কর্ম্ম নিষ্পত্তি কর্ত্তব্য তাহাও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ এবং চলিত আইন অথবা সরকারের হুকুমানুসারে মাসকাবারী ও অন্যান্য হিসাব ও রিপোর্ট পাঠাই তে পারেন্।

৫ ধা॥ উপরি লিখিত সকল কর্ম্মসম্পাদনে আইনমতে আপীল আদালতসমূহের যে পরাক্রম আছে সেই পরাক্রম এক জন জজসাহেবের থাকিবেক কেবল নীচে লি খিত বিষয়েতে তাঁহার সেরূপ কর্তৃত্ব থাকিবেক না।

[১৮১০॥১৩ আ॥৪ ধা॥৫ প্রকরণ দেখ।]

৬ ধা॥ ঐ এক জন জজসাহেব মিথ্যা সাক্ষিরদিগকে কয়েদ* করিতে পারেন্ না কিন্তু কোন ক্ষমতাপন্ন আদালতে সে মোকদ্দমা অর্পণ হওয়াপর্য্যন্ত তা[illegible] জামিন লইতে অথবা জামিন না দিলে তাহাকে কয়েদ করিতে হুকুম দিতে [illegible]রেন্।

[১৮১০॥ ১৩ আ॥ ৪ ধারা দেখ।]

৭ ধা॥ এই আইনানুসারে এক জন জজসাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তাহা তে সম্পূর্ণ আদালত অথবা ঐ আদালতের কোন দুই জজসাহেবেরদিগকে সাক্ষিরদের পুনঃ সাক্ষ্য লইতে অথবা এই আইনে লিখিত অন্য কোন ক্রিয়া করিতে কিছু বাধা জন্মিবে না।

১৮০৭

১৫ আইন।

২ ধা॥ ১৮০৩ সালের ১০ আইন রদ।

৩ ধা॥ ১৮১১ সালের ১২ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ।

১৮০৮

১৩ আইন।

আইন রদ।

২ ধা॥ বর্ত্তমান আইনের যে ভাগে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের এমত ক্ষমতা আছে যে তাঁহারা পাঁচ হাজার টাকার অধিক এমত মূল্যের মোকদ্দমা অথবা লাখেরাজ ভূমি হইলে তাহার বার্ষিক উৎপন্ন ৫০০ পাঁচ শত টাকাহইতে অধিক হইলে এমত মোকদ্দমা শুনিতে পারেন্ তাহা রদ হইল।

পাঁচ হাজার টাকার মোকদ্দমা।

[*অথবা ১৮১৪॥২৫ আ॥ ৫ ধা॥ ১ প্রকরণ॥ এবং ১৮১৭॥ ১৯ আ॥ ২ ধা॥ ১ প্রকরণ।]

৩ ধা॥ ১ প্র॥ উপরে নির্দ্ধারিত মূল্যের সামান্য মোকদ্দমাসকল* প্রথমতঃ যে আপীল আদালতের এলাকায় সে ভূমি থাকে কিম্বা নালিশের কারণ উপস্থিত হয় অথবা নালিশ আরম্ভের সময়েতে আসামী তথায় বাস করিয়া থাকে এমত আপীল আদালতে বিবেচনা ও নিষ্পত্তি হইবেক।

১৩ আইন। ১৮০৮

২ প্র॥ নালিশের আর্জি ও উপস্থিত রসুম* প্রথমতঃ মফঃসল আপীল আদালতে দিতে হইবেক কিন্তু ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর উপকারের নিমিত্তে তাহারদের তদ্বিষয়ে দরখাস্ত পাইলে আপীল আদালতের সাহেবেরা সে রসুম ও জামিন জিলা আদালতে দাখিল করিতে অনুমতি দিতে পারেন্। এরূপ অনুমতির সম্বাদ জিলা ও ও শহরের জজসাহেবের নিকট পাঠান যাইবেক ও তাহা লওনের মিয়াদ নিরূপিত করা যাইবে।

নালিশের দরখাস্ত। [১৮১৪॥ ১৪ আ॥ ১৩ ধারা দেখ।]

উপস্থিত রসুম ও জামিন।

৪ ধা॥১ প্র॥ জিলা আদালতের মধ্যে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যদি উভয় বিবাদির মধ্যে এবিষয়ে বিবাদ হয় যে সে মোকদ্দমা সেই আদালতের শ্রবণীয়ের মধ্যে* কি না তবে জজসাহেব প্রথমত এই তজবীজ করিবেন যে সে মোকদ্দমা আদালতে শুনিবায় যোগ্য কি না পরে যেমত বুঝেন্ তদনুরূপে হুকুম দিবেন। যদি জজসাহেবের বিবেচনায় উভয় বিবাদির কেহ অসম্মত হয় তবে সে ব্যক্তি মফঃসল আপীল আদালতে তাহার সরাসরি আপীল করিতে পারে এবং সে আদালতের সাহেবেরদের তদ্বিষয়ে ডিক্রী চূড়ান্ত। কিন্তু যদি আসামী ফরিয়াদীর নালিশের প্রথম জওয়াবে এবিষয়ে কিছু ওজর না করে তবে সে ওজর পশ্চাৎ গ্রাহ্য হইবে না। এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবের হুকুমের উপর যে আপীল করা যায় তাহার ডিক্রীর তারিখের পর এক মাসের মধ্যে না হইলে মঞ্জুর হইবে না যদ্যপি সে ব্যক্তি বিলম্বের উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারে।

মোকদ্দমার মূল্যের বিষয়ে বিবাদ। [বিস্তারিত ১৮১৭॥ ১৯ আ॥ ৪ ধারা।]

মোকদ্দমার শুননযোগ্যতার নিশ্চয়করণ।

২ প্র॥ এপ্রকার আপীলের আর্জি সে জিলা অথবা মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল করা যাইতে পারে। যদি প্রথমতঃ সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে আর্জি দাখিল হয তবে জজসাহেব সেই আর্জি ও মোকদ্দমার রোয়দাদ আপীল আদালতে পাঠাইবেন এবং সে আদালতের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে নিষ্পত্তি না করিলে সেই মোকদ্দমা সেপর্য্যন্ত মুলতবী থাকিবে।

[১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ৭ ধারা দেখ।]

৩ প্র॥ এইরূপ সরাসরি আপীলের কোন উপস্থিত রসুম লওয়া যাইবে না এবং মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা উকীলেরদিগকে তাহারদের শ্রম ও যত্ন বুঝিয়া যে রসুম উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা বিলি করিয়া দিবেন কিন্তু নিরূপিত মেহনতআনার রসুমের চতুর্থাংশের একাংশের অধিক হইবেক না এবং যে ব্যক্তি মোকদ্দমার মিথ্যা কারণ দর্শাইয়া থাকে তাহাকে সে রসুম দিতে হইবে।

উপস্থিত রসুমের অপ্রযোজন।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতে মোকদ্দমা শুননযোগ্য কি না এতদ্বিষয়ে উভয় বিবাদির মধ্যে বিবাদের মোকদ্দমা যদি মফঃসল আপীল আদালতে উ

আপীল আদালতে মোকদ্দমা শ্রবণীয় বিষয়ের বিবাদ।

পস্থিত করা যায় তবে সে আদালতের সাহেবেরা প্রথমতঃ মোকদ্দমার কারণেতে বিশেষ তদারক করিয়া তাহা নিশ্চয় করিবেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহারদের হুকুম চূড়ান্ত। কিন্তু আসামী যদি এমত কোন ওজর প্রথমতঃ না করে তবে তাহার পর তাহা শুনা যাইবেক না।

পুনর্ব্বার উপস্থিত করণ।

২ প্র॥ যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা এমত হুকুম করেন্ যে সে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে শুনিবার যোগ্য তবে ফরিয়াদী উপস্থিত কালে যে রসুম দেয় তাহা ফিরিয়া পাইবেক এবং সে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার জিলা আদালতের মধ্যে উপস্থিত করিতে পারে। উকীলের রসুম উপরে লিখিত হারানুসারে ফরিয়াদী দিবে।

জিলা আদালতের মোকদ্দমার প্রেরণ।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ জিলা ও শহর আদালতের সাহেবেরা এই আইনমাফিক যে মূল্যের মোকদ্দমা শুনিতে না পারেন্ সে মোকদ্দমা যদি ঐ জিলা কিম্বা শহর আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে তবে তাহা সে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে পাঠান যাইবে কিন্তু যেং মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ও সাক্ষী জিলা ও শহরের আদালতে সমাপ্ত হইয়াছে সে মোকদ্দমা সে আদালতে নিষ্পত্তি হইবে। যেং মোকদ্দমার অধিক ভাগ জিলা আদালতের মধ্যে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার বিষয় বর্জনীয় কথা।

২ প্র॥ মোকদ্দমা এইরূপ এক আদালতহইতে অন্য আদালতে প্রেরিত হইলে যদি ইহার পূর্ব্বে এই মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব হইয়া থাকে তবে তাহার নূতন রসুম লওয়া যাইবে না। কিন্তু মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার ডিক্রী করিলে জিলা ও মফঃসল আপীল আদালতের যেং উকীল এই মোকদ্দমায় সওয়াল জওয়াব করিয়াছে তাহারদের মধ্যে ন্যায্যরূপে রসুমের অংশ করিয়া দেওয়া যাইবে।

৩ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ হইল।

সরাসরী মোকদ্দমা বর্জনীয়।

৭ ধা॥ সরাসরী মোকদ্দমার যত সংখ্যা অথবা যে প্রকার হউক তাহাতে এই আইনের কোন প্রকরণ খাটিবেক না।

[১৮১৪ ॥ ২৪ আ॥ ১১ ধা॥ ১ প্রকরণ দেখ।]

৮ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারাতে যে ক্ষমতা মফঃসল আপীল আদালতের জজ সাহেবেরদের উপর অর্পণ করা গিয়াছে তদতিরিক্ত ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২১ ধারার ১ প্রকরণে* জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরদের যে

রূপ ক্ষমতা আছে তদনুসারে তাঁহারা সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে আপনারদের আসিষ্টাণ্টপ্রভৃতি সাহেবেরদিগকে এবং এতদ্দেশীয় আমলারদিগকে হুকুম দিতে পারেন্।

আপীল আদালতে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী।

৯ ধা॥ যদি সাক্ষিরা মফঃসল আপীল আদালতহইতে এমত অনেক দূরে বাস করে যে তাহারদের হাজির হওয়াতে অতিশয় ক্লেশ হয় অথবা তাহারদের সাক্ষ্যার্থে সমন করিতে অনুচিত বোধ হয় তবে তাহারদের জোবানবন্দী লইতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম করিতে পারেন্ এইং প্রকার হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদিগকে* স্পষ্টরূপে জানাইবেন যে যেং বিষয়ে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে হইবেক। সাক্ষিরদের জোবানবন্দী উভয় বিবাদির সম্মুখে অথবা তাহারদের উকীলের সম্মুখে কাছারীর বৈঠকের সময় লওয়া যাইবেক।

[শুধরা ১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ১১ ধারা।]

১০ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে দায়ের ও সায়ের আদালতের সাহেবদিগকে আজ্ঞা দিতে পারেন্।

আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রী জারী।

১১ ধা॥ ১ প্র॥ আপীলকরণার্থে স্থাবর বস্তুবিষয়ক ডিক্রী জারী স্থগিত করণ বিষয়ে যে ব্যবস্থা ছিল তাহা নীচে লিখিত প্রকরণানুসারে শুধরা গেল।

২ প্র॥ ভূমি কি অন্য স্থাবরবিষয়ক ডিক্রী যে ব্যক্তির পক্ষে হয় সে ডিক্রীর যদি আপীল হয় তথাপি সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার ভোগদখল ‡ পাইতে পারে যদ্যপি সে ব্যক্তি আপীলে যে ডিক্রী হইবেক সে ডিক্রীর মতাচরণ করিতে বিশেষতঃ মালগুজারীর ভূমি হইলে তাহার এক বৎসরের উৎপন্ন লাখরাজ ভূমি হইলে তাহার দশ বৎসরের উৎপন্ন এবং বাটী কিম্বা অন্য কোন স্থাবর বস্তু হইলে তাহার আনুমানিক মূল্যের উপযুক্ত জামিন দেয়।

স্থাবর বস্তুর ডিক্রীর জারী।

৩ প্র॥ যে আদালতে আপীল উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবেরা উপযুক্ত বুঝিলে আপেলাণ্টকে ভোগদখলে রাখিতে অনুমতি দিতে পারেন্ যদ্যপি সে উপরে লিখিতমতে জামিন দেয়।

৪ প্র॥ কিন্তু উভয় বিবাদির মধ্যে ভূমি যে ব্যক্তির ভোগদখলে থাকে সে ব্যক্তি যদি শৈথিল্যপূর্ব্বক সরকারে মালগুজারী না দেওয়াতে সে ভূমি নীলামে বিক্রীত হয় তবে যে বিবাদির ভোগদখলে তাহা ছিল না সে যদি বাকী মালগুজারী দেয় এবং উপরে লিখিতমতে জামিন দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ সে সে ভূমির ভোগদ

---

‡ জিজ্ঞাসা॥ দরখাস্ত বিনা বা দরখাস্ত পূর্ব্বক। ১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ১৫ ধা। ৫ প্রকরণ দেখ।

১৮০৮

১৩ আইন।

খল পাইবে এবং মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর অনুসারে যখন হিসাব পরিষ্কার করিতে হয় তখন সে হিসাবে সে ঐ টাকা ও তাহার সুদসমেত আনিতে পারে।

আপীলসময়ে অস্থাবর বস্তুর ডিক্রী জারী।

১২ ধা॥ ১ প্র॥ নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার ডিক্রী জারীহওন কি স্থকিত করণের যে দাঁড়া চলিতেছে তাহার উপর বিশেষ এই দাঁড়া চলিবেক।

২ প্র॥ ডিক্রীর আপীল হইলে সে ডিক্রী স্থকিত রাখিতে আপেলাণ্ট যে জামিন দিবে অথবা সে ডিক্রী জারী হইলে আপীলের কালে রিস্পণ্ডেণ্ট যে জামিন দিবে তাহা ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে যদি আপীলী ডিক্রী সাব্যস্ত হয় তবে সে ডিক্রী অনুসারে টাকার সুদসমেত খতাইয়া জামিন দিতে হইবে।

মাতবর জামিন লইতে হইবে।
[১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ১৩ ধারা দেখ।]

১৩ ধা॥ জজসাহেবেরা এ বিষয়ে অতিমনোযোগ করিবেন যে আপীলসম্পর্কীয় জামিন উপযুক্ত ও মাতবর হয় ও যে নাজির কিম্বা অন্য২ আমলারা জামিনের* সম্পত্তি নিশ্চয় করিতে ভার পায় তাহারদিগকে জজসাহেব হুকুম দিবেন যে যথাসাধ্য ঐ বস্তুসম্পত্তির বিষয়ে তাহারা যেং তজবীজ করে তাহার সম্পূর্ণ রিপোর্ট বিবরণ দাখিল করে এবং যদি তাহারা আপনারদের কৈফিয়ৎ অথবা রিপোর্টে স্বেচ্ছাক্রমে কিছু মিথ্যা লিখে তবে তাহারদিগকে তাহার জওয়াব দিতে হইবেক।

১৮০৯

৮ আইন।

২ ধা॥ ১৮০৪ সালের ৫ আইন এবং অন্য২ যে সকল আইনেতে আদালত কিম্বা অন্য২ কোন দফ্তরের আমলারদিগকে নিযুক্ত করা কিম্বা তগীরকরার যে ধারা আছে তাহা নীচে লিখিতমতে শুধরা গেল।

প্রধান সাহেব লোকেরদের ক্ষমতা।

[শুধরা ১৮১৭॥ ১৮ আ॥ ৫ ধারা দেখ।]

৩ ধা॥ আদালত ও রাজস্ব ও বানিজ্যসম্পর্কীয় সাহেবলোকেরা আপনারদের আমলারদিগকে তগীর অথবা নিযুক্ত করিতে অথবা ইস্তবা লইতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে না জানাইয়া ক্ষমতা রাখেন্। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের* পণ্ডিত ও মৌলবীর উপর ইহা খাটিবে না।

সদর দেওয়ানী আদালত মৌলবীপ্রভৃতিকে নিযুক্ত করিতে পারেন্।

৪ ধা॥ ১ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালত ও জিলা ও শহরের আদলতের মৌলবী ও পণ্ডিতের এবং জিলা ও শহরের কাজীরদের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৫।৬।৯ ধারানুসারে রিপোর্ট পাইলে উপরে লিখিত আমলারদের নিয়োগ অথবা তগীর সাব্যস্ত করিতে পারেন্। কিন্তু ঐ পর্ব্ব লিখিত ৬ ছয় ধারা নীচের লিখিত ধারানুসারে শুধরা গেল।

২ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালত ও জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা আপনারদের মৌলবী ও পণ্ডিতের অথবা কাজীর কর্ম্মে তাচ্ছীল্য অথবা অযোগ্যতা প্রযুক্ত তাহারদিগকে তগীর করিবার কারণ দেখিলে তাহার রিপোর্ট সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তদ্বিষয়ে যে হুকুম বিহিত বুঝেন্ তাহা দিবেন।

ঐ আদালতে রিপোর্ট।

৫ ধা॥ ১ প্রকরণঅবধি ৫ প্রকরণপর্য্যন্ত॥ ফৌজদারী পক্ষে ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারাদ্বারা রদ হইল।

৬ ধা॥ মাজিস্ত্রিটসাহেবলোকেরা আপনারদের এলাকার মধ্যে কোন পোলীসের দারোগার এক স্থানহইতে অন্য স্থানে বদলি করণের যদি কারণ দেখেন্ তবে দায়ের ও সায়ের আদালতে তাহা জানাইবেন এবং তাঁহারা ঐ দায়ের সায়ের আদালতের সাহেবেরদের হুকুম বিনা* ঐ প্রকার বদলি করিতে পারিবেন না কিন্তু যদি কোন বিষয়ে অত্যাবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ প্রকার বদলি করিয়া অতিশীঘ্র তাহার রিপোর্ট দায়েরসায়ের আদালতে পাঠাইবেন।

দায়ের সায়েরী রিপোর্ট। [ফৌজদারী।]

[১৮১৬॥১৭আ॥৭ ধারা দেখ।]

৭ ধা॥১ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের যে সকল আমলারা* দশ টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যা মাহিয়ানা পায় তাহারদের নিযোগ ও তগীর বা ইস্তবা সাব্যস্ত করিতে মফঃসল আপীল আদালত ও দায়ের সায়ের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে।

আপীল আদালতকর্তৃক নিয়োগ ও তগীর। [১৮১৪॥ ২১ আ॥ ২ ধারা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ১৫ ধারা দেখ।]

২ প্র॥ ৫ ধারায় পোলীসের আমলার বিষয়ে যে দাঁড়া আছে তাহা এই ধারার লিখিত অন্যং সকল আমলারদের উপরে খাটিবে।

৮ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ হইল।

৯ ধা॥ যে সকল আমলারা দশ টাকার ন্যূন বেতন পায় তাহারদের এবং নাজিরেরদের নায়েবজমাদারপ্রভৃতিরদের উপর এই দাঁড়া খাটিবে না তাহারদের বিষয়ে ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১২। ১৩। ১৪ ধারা সাব্যস্ত থাকিবেক বিশেষত এই বোধনীয় যে ৫ ধারার ৫ প্রকরণ সরকারী তাবৎ আমলা চাকরপ্রভৃতির উপর খাটিবে।

বর্জনীয় কথা।

১০ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১০ এবং ১২ অবধি ১৯ ধারাপর্য্যন্ত বাণিজ্য ও রাজস্বসম্পর্কীয় সকল আমলারদের বিষয়ে যে দাঁড়া আছে তাহা নীচে লিখিত সকল শুধরাণসমেত সাব্যস্ত থাকিবে।

২ প্র॥ পশ্চিম প্রদেশে সকল মালগুজারী ও মাসুলের কালেক্টরসাহেবেরা

বোর্ড কমিসনরেরদের হুকুমের তাবে থাকিবেন এবং তাঁহারা আপনারদের সকল রিপোর্ট বোর্ড রেবিনিউতে না পাঠাইয়া বোর্ড কমিসনরের নিকট পাঠাইবেন।

বোর্ড আফ কমিসনরের তাবের আমলারা। [১৮১৪ ॥ ২১ আ ২ ধারা দেখ।]

৩ প্র॥ কালেক্টরসাহেবেরদের যে সকল প্রধান আমলা ও দপ্তরের মহাফেজ যে কালেক্টরসাহেবের রিটর্পোঅনুসারে বোর্ড কমিসনর সাহেবেরদের অথবা রেবিনিউ বোর্ডকর্তৃক নিযুক্ত হয় তাহারা ঐ২ বোর্ডের তাবে থাকিবেক* ও বাণিজ্য ও নিমক ও আফীমের প্রধান আমলারদিগের নিয়োগ করিতে বোর্ডেরদের সেই ক্ষমতা হইল।

৪ প্র॥ যদি কোন আমলার তগীরের বিষয় উপস্থিত হয় তবে কালেক্টরসাহেবেরা ও তেজারতের কুটীর মোক্তারকারেরা এবং এজেন্টেরা ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৬ ধারানুসারে কর্ম্ম না চালাইয়া এই আইনের ৪ধারার ২ প্রকরণানুসারে কর্ম্ম করিবেন।

সাক্ষিরদের জোবানবন্দী।

৫ প্র॥ মালগুজারীর ও হাসিলের কালেক্টরসাহেবেরা ও তেজারতের কুটীর মোক্তারকার সাহেবপ্রভৃতিরা আপনারদের তাবে আমলারদের মধ্যে কোন ব্যক্তির ক্রিয়ার বিষয়ে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লইতে হইলে তাহারদিগকে দিব্য করাইতে পারেন্ সাক্ষিরা দিব্য করিতে অস্বীকার করিলে তাহারদিগকে দেওয়ানী জেলে লথা নায় কয়েদের নিমিত্তে জিলার জজসাহেবের নিকট পাঠাইতে পারেন্।

১১ ধা॥ ১ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা আপনারদের সরকারী কর্ম্মে যত লোক ১০ টাকা অথবা ততোধিক টাকা মাহিয়ানা পায় তাহারদের নাম কৈফিয়ৎ করিয়া ফলঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন এবং মফঃসল আপীল আদালত ও দায়ের সায়ের আদালতের সাহেবেরা সে কৈফিয়তের নকল সিবিল আডিটরের নিকট পাঠাইবেন এবং তিনি সেই হিসাবে যদি কিছু অসঙ্গত ফেরফার দেখেন্ অথবা অনিয়মিত কোন খরচ দেখেন্ তবে তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানাইবেন।

সিরিস্তা।

২ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদের নিজ সিরিস্তার অথবা আপনারদের এলাকার মধ্যে জিলা ও শহরের আদালতের সিরিস্তার মধ্যে কোন ব্যক্তির নিয়োগের অথবা তগীরের কৈফিয়ৎ মাসে২ করিয়া সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

৮ আইন। ১৮০৯

১২ ধা॥ হজুরের বিনামঞ্জুরীতে এই আইনানুসারে আজ্ঞাপিত মোকররী সিরিস্তাসকলের বিষয়েতে কিছু ফেরফার অথবা বেশী করিতে হুকুম নাই কিন্তু জিলা ও শহরের আদালতসম্পর্কীয় অথবা পোলীসসম্পর্কীয় সিরিস্তার বিষয়েতে যে সকল লিখনপঠন হইবে তাহা মফঃসল আপীল আদালতের দ্বারা পাঠান যাইবে* এবং যখন জিলা ও শহরের জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেবেরদের তদ্বিষয়ে কোন প্রসঙ্গ হয় তখন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহা সদর দেওয়ানী আদালতে অথবা নিজামৎ আদালতে অথবা শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেন জানাইবেন ও তাহার সঙ্গে আপনারদের পরামর্শও জানাইবেন।

কোন ফেরফার হইবে না।

[শুধরা ১৮১৬॥ ১৭ আ॥ ১৩ ধারা দেখ।]

১৩ ধা॥ হজুরের কিম্বা সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের বিবেচনায় যদি কোন আমলাকে তগীর করিবার কোন উপযুক্ত কারণ দেখা যায় তবে এই আইনে তাহার কোন প্রতিবন্ধক থাকিবেক না এবং চলিত আইনানুসারে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের যে সাধারণ ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনের কোন দাঁড়াতে নিবারিত হইবে না।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত ও শ্রীযুতের হজুর এই বিষয়ে যে ক্ষমতা রাখেন।

১৪ ধা॥ এই আইনের লিখিত সকল দাঁড়া এবং ১৮০৪ সালের ৫ আইনের সকল দাঁড়া অন্য ২ সরকারী সকল আমলার উপরে খাটাইতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ক্ষমতা রাখেন।

৩ আইন। ১৮১০

১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ হইল।

১৩ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ চলিত আইনে যে হুকুম আছে যে মফঃসল আপীল আদালতে দুই জন জজসাহেব না বসিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না তাহা শুধরা গেল।

আপীল আদালতে এক জন জজসাহেবের বৈঠকের ক্ষমতা।

২ প্র॥ জজসাহেবেরদের অনুপস্থিত* কালে অথবা পদ শূন্য* থাকিলে আবশ্যক হইলে এক জন জজসাহেব আদালতে বৈঠক করিয়া নীচের বেওরা দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া হুকুম দিতে ও ডিক্রী করিতে পারেন।

[বিস্তারিত ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ৬ ধারা॥]

৩ প্র॥ যদি কেবল এক জন সাজজহেব বৈঠক করণসময়েতে এমত বোধ করেন

১৮১৩ ১৩ আইন।

যে কোন ডিক্রীর ব্যতিক্রম অথবা মতান্তর করা উচিত তবে অন্য একজন জজসাহেব আদালতে না বসিলে* তদ্বিষয়ের ডিক্রী করিবেন না।

[শুধরা ১৮১৪॥ ২৫ আ॥ ৮ ধারা।]

৪ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতের কোন জজসাহেব আপনার কৃত ডিক্রী বা হুকুমের আপীল শুনিবেন না।

৩॥ ধা॥ উপরের ধারামতে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবের বৈঠকে যে সকল ডিক্রী হয় তাহা দুই জন কিম্বা ততোধিক জজসাহেব বৈঠকে থাকিলে যে রূপ পরাক্রমী হইত সেইমত হইবেক।

৪ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮০৭ সালের ১ আইনের যে দাঁড়াসমূহ তাহা নীচে লিখিত বর্জনীয়দৃষ্টে এই আইনানুসারে এক জন জজসাহেবের বৈঠককরণের বিষয়ে খাটিবে।

২ প্র॥ এই আইনের ২ ধারানুসারে যে ডিক্রী ও হুকুম অপূর্ণ থাকে তাহা এক জন জজসাহেব বৈঠক করিয়া শেষ করিতে পারেন্ কিন্তু ঐ আদালতের অন্য কোন এক জন কিম্বা ততোধিক জজ সাহেবের করা ডিক্রী বা হুকুম ফিরাইতে বা অদলবদল করিতে পারিবেন না।

৩ প্র॥ এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে তাঁহার কৃত ডিক্রী বা হুকুমব্যতিরিক্ত আপীল অথবা খাস আপীলের মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে তিনি ক্ষমতাপন্ন। কিন্তু তাঁহার দোষপ্রযুক্ত যদি কোন হুকুম নামঞ্জুর হয় তবে আইনানুসারে তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যাইতে পারে।

৪ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা বা আপীল সম্পর্কীয় সাক্ষির উপযুক্ততাবিষয়ে অথবা সাক্ষির জোবানবন্দী লওনবিষয়ে অথবা অন্য কোন বিষয়ে এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে হুকুম দিতে পারেন্। কিন্তু অন্য জজসাহেবেরা সাক্ষির পুনর্ব্বার জোবানবন্দীলওনে ১৮০৭ সালের ১ আইনের ৭ ধারার বিধির বিপরীত করিবেন না বিশেষতঃ অন্য জজসাহেবেরা এক জন জজসাহেবের বৈঠকের কোন হুকুমের শুধরা অথবা পরিবর্ত্ত করিতে পারেন্ অথবা সামান্য রূপে সেই হুকুমের উপরে নূতন হুকুম দিতে পারেন্।

৫ প্র॥ এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে কোন মোকদ্দমায় সাক্ষী যদি মিথ্যা সাক্ষ্যদেয় তবে তাহার বিচার দায়ের সায়ের আদালতের সাহেবেরদের নিকট হইবার নিমিত্তে তাহাকে কয়েদে রাখিতে অথবা তাহার জামিন লইতে পারেন্।

৩ প্র॥ এই আইনানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সম্পূর্ণ বৈঠকে যেমত জিলা ও শহরের আদালতে বর্ত্তমান অথবা ডিক্রীহওয়া বিষয়ের মুতফরক্কা দরখাস্ত গ্রাহ্য করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ সেরূপে কেবল এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে তাহা করিতে পারেন্।

৫ ধা॥ রবিবার এবং নির্দ্ধারিত ছুটির দিন বিনা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা প্রতিদিন বৈঠক করিবেন যদি ক্রমাগত দুই দিনপর্য্যন্ত বৈঠক না হয় তবে তাহার রিপোর্ট সদর দেওয়ানী আদালতে দিতে হইবেক।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ চলিত আইনে যে হুকুম আছে যে সদর দেওয়ানী আদালতে দুই জন জজসাহেব বৈঠক না করিলে সে আদালত সম্পূর্ণ নয় তাহা শুধরাণ গেল।

২ প্র॥ সদর দেওয়ানী আদালতে এক জন জজসাহেব একাকী বৈঠক করিয়া* হুকুম দিতে ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন*।

[১৮১৪॥ ১৫ আ॥ ১৬ ধারাদ্বারা শু ধরা।]

৩ প্র॥ এক জন জজসাহেব বৈঠক করিয়া আপীলকরা কোন ডিক্রীর রদ অথবা পরিবর্ত্ত করা উচিত বোধ করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

[ঐ ঐ]

৪ প্র॥ সদর দেওয়ানী আদালতের কোন জজসাহেব আপন কৃত ডিক্রীর আপীল শুনিতে পারিবেন না।

৭ ধা॥ পূর্ব্ব লিখিত ধারানুসারে এক জন জজসাহেব একাকী যে ডিক্রী ও হুকুম করিবেন তাহা সম্পূর্ণ বৈঠকে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ হইবে।

৮ ধা॥ ১ প্র॥ এই আইনের ৪ ধারায় যে সকল ক্ষমতা ও ভার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে তাঁহার থাকিবেক (কিন্তু ৩ প্রকরণের নীচের লিখনানুসারে শুধরার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবেক।)

২ প্র॥ এক জন জজসাহেব সামান্য অথবা খাসআপীলের দরখাস্তের মঞ্জুর বা নামঞ্জুরের বিষয় স্থির করিতে পারেন্ কিন্তু আপনার কৃত কোন ডিক্রী বা হুকুমের আপীল শুনিতে পারেন্ না।

৩ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতের দুই অথবা ততোধিক জজের হুকুম বা ডিক্রী অন্যথা বা রদ করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জজের ক্ষমতা নাই।

১৮১০

১৩ আইন।

৯ ও ১০ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারাদ্বারা রদ হইল।

উপস্থিত রসুম ফিরিয়া দেওন।

[*১৮১৪॥ ২৩ আ॥ ২ ধারাদ্বারা রদ।]
[†১৮১৪॥ ১আ॥ ১৩ ধারা॥ এবং ১৮১৪॥ ২৬ আ॥ ২৫ ধারা॥ ১ প্রকরণ দেখ।]
[**শুধরা॥ এবং মুনসিফও সদর আমীনের বিষয়ে যে ভাগ তাহা ১৮১৪॥ ২৩ আ॥ ২ ধারাদ্বারা রদ হইল।]
[১৮২১॥ ২ আ॥ ১৩ ধারা দেখ।]

১১ ধা॥ ১ প্র॥ প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা অথবা আপীলের সওয়াল জওয়াব হওনের পূর্ব্বে যদি মোকদ্দমা রাজীনামাদ্বারা মিটমাট হইয়া যায় তবে সেই মোকদ্দমা সদর* কিম্বা মফঃসল কমিসনরের* অথবা জজের অথবা আসিষ্টাণ্ট জজ অথবা রেজিষ্টরের অথবা মফঃসল আপীল আদালতের অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে শুনা গেলে তাহার উপস্থিত রসুম যে ব্যক্তি দিয়া থাকে তাহা তাহাকে অথবা তাহার মোখ্তারকারকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

২ প্র॥ সওয়াল জওয়াবের কাগজপত্র সমাপ্ত হইলে যদি রাজীনামা দাখিল হয় তবে নালিশের রসুমের অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক যে কমিসনরের অথবা রেজিষ্টরসাহেবের** সম্মুখে মোকদ্দমা হয় তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

১৮১১

১২ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮০৭ সালের ১৫ আইনের ৩ ধারা রদ হইল।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজসাহেবের বৃদ্ধি॥

২ প্র॥ সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে এক জন প্রধান জজ থাকিবেন এবং ঐ আদালতের কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কালক্রমে যত সামান্য জজের আবশ্যকতা দেখিবেন তত জজসাহেবকে নিযুক্ত করিবেন।

১৮১২

৪ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ এতদ্দেশীয় স্বাধীন কোন রাজা কোম্পানির অধিকারে বাস করুন কিম্বা না করুন কোম্পানির অধিকারস্থ কোন ব্যক্তির উপর দাওয়া থাকিলে সে দাওয়ার মোকদ্দমা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের আজ্ঞানুসারে যেং আদালতে সে মোকদ্দমা শুনা উচিত সেং আদালতে সরকারী উকীল দ্বারা নিষ্পত্তি করা যাইবেক।

২ প্র॥ সেইরূপেও কোন ব্যক্তি এতদ্দেশীয় কোন স্বাধীন রাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার জওয়াব সরকারের আজ্ঞানুসারে সরকারী উকীলে করিতে পারে।

৪ আইন।

৩ ধা॥ এইরূপ যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে অথবা যে মোকদ্দমার জওয়াব দিতে হইবে সে মোকদ্দমা নানা আদালতে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিসনরের দের হুকুমানুসারে খাজানার কালেক্টরসাহেব এবং সরকারী উকীলের দ্বারা নির্ব্বাহ করা যাইবে। এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে তদ্বিষয়ের তাবৎ আবশ্যক বেওরা সেইং বোর্ডে দিবেন।

৪ ধা॥ এই আইনানুসারে যে প্রথমত উপস্থিত অথবা আপীলী মোকদ্দমায় সরকার এক পক্ষে হন সেই মোকদ্দমার তাবৎ সরকারী ডিক্রীর মর্ম্ম ইংরেজি ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া শ্রীযুতের হুজুরের বোধের কারণ আদালতের সাহেবেরা আদালতসম্পর্কীয় সরকারের সেক্রেটারিসাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। এবং শ্রীযুত হুজুর কৌন্সেলে তদ্বিষয়ে যাহা উচিত বোধ করেন তাহা বোর্ড রেবিনিউর উপর আজ্ঞা দিবেন এবং যাহার সে মোকদ্দমায় সম্পর্ক থাকে তাহার নিকট সে ডিক্রীর চূড়ান্ত সমাচার দিবেন।

১৬ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ কলিকাতার শহরের ছোট আদালতের কমিসনরসাহেবেরা যাহারদের পরাজয়ে ডিক্রী করেন তাহারা যদি চব্বিশ পরগনার এলাকার মধ্যে পলায়ন করিয়া যায় তবে চব্বিশ পরগনার আদালতের জজসাহেব সেই ডিক্রী তাহারদের উপর জারী করিবেন।

২ প্র॥ যদি আসামী ডিক্রী জারী না করণের বিষয়ে এমত কোন কারণ দর্শায় যে জজসাহেবের জ্ঞানে তদ্বিষয়ে ছোট আদালতের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য তবে আসামী ডিক্রী মানিবার জামিন দিলে চব্বিশ পরগনার জজসাহেব ঐ পূর্ব্বোক্ত কমিসনর সাহেবেরদের নিকট দরখাস্ত দিবার উপযুক্ত মিয়াদ আসামীকে দিবেন। সে মিয়াদ গত হইলে যদি সে আদালতহইতে ডিক্রী স্থকিত রাখিবার এক স্বাক্ষরীকৃত হুকুম আসামী আনিতে না পারে তবে জজসাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ পূর্ব্ব ডিক্রী জারী করিবেন।

৩ প্র॥ ছোট আদালতের কমিসনর সাহেবলোকেরা যে আসামীকে কয়েদ রাখিয়া পরে ১৮০৫ সালের ১১ ফিব্রুআরি তারিখের সরকারের হুকুমানুসারে ফরিয়াদীর খোরাকী না দেওয়া বাবতে খালাস করিয়াছেন সে আসামী পুনর্ব্বার

১৮১২

১৬ আইন।

সেই ডিক্রী জারীবিষয়ে কয়েদ হইবে না কিন্তু তাহা হইলে কেবল তাহার সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী হইতে পারে।

২০ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারা এবং তদনুসারে ১৮০৩ সালের ১৭ আইনে নিদর্শনী কাগজপত্র রেজিষ্টরী করাতে রেজিষ্টরসাহেব যেং রীত্যনুসারে চলিবেন তাহা।

২ প্র॥ ঐ পূর্ব্বোক্ত ধারানুসারে কাগজাদি রেজিষ্টরী হইলে আসল কাগজ রেজিষ্টরসাহেব দস্তখৎপ্রভৃতি করিয়া ফরিয়াদী বা আসামীকে ফিরিয়া দিবেন।

৩ প্র॥ যে দিনে দস্তখৎ হইবে সে দিনেতে অবিলম্বে রেজিষ্টরী বহীতে তাহা তোলা যাইবে।

৪ প্র॥ যে কাগজাদি এরূপ রেজিষ্টরী করা যায় তাহা দর্শন করিতে রেজিষ্টর সাহেব নিত্য অনুমতি দিবেন।

৫ প্র॥ যে কাগজাদি রেজিষ্টরী হয় তাহার নকল যাচকেরদিগকে দেওয়া যাইবে এবং সে কাগজাদির আসল খোয়া গেলে সেই নকল সাক্ষির স্বরূপ প্রমাণ হইবে কিন্তু পূর্ব্বে প্রমাণ দিতে হইবেক যে আসল কাগজে রেজিষ্টরী হইয়াছিল।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ এতদ্দেশীয় অথবা ইউরোপীয় নীল করের নীল গাছ দাখিল করিবার বিষয়ে যে কবুলিয়ত লেখা যায় তাহা রেজিষ্টরী করা যাইতে পারে।

২ প্র॥ সে কবুলিয়তের নিমিত্তে এক স্বতন্ত্র বহী করা যাইবে।

নীলের কবুলিয়ৎ।

৩ প্র॥ সে প্রকার কবুলিয়ত রেজিষ্টরী করিলেও হয় না করিলেও হয় কিন্তু ১৮১৩ সালের ১ জানুআরির পর যদি কোন এক বন্ধ ভূমিবিষয়ে দুইখান কবুলিয়তের নালিশ হয় এবং তাহার একখানেতে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে ও একখান রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে যে কবুলিয়তে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা প্রথম নিষ্পত্তি হইবেক।

৪ প্র॥ এরূপ কবুলিয়তের রেজিষ্টরীবিষয়ের বিধি।

২০ আইন।

৫ প্র॥ কবুলিয়তের আসল কাগজ স্বাক্ষরীকৃত হইয়া ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

৬ প্র॥ যে কবুলিয়তের উপর এরূপ রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখৎ থাকিবেক তাহার রেজিষ্টরীর প্রমাণ সেই স্বাক্ষরেতে বোধ হইবে।

৭ প্র॥ রেজিষ্টরসাহেব যে ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহী দেখিতে চাহে তাহাকে দেখিতে অনুমতি দিবেন।

৮ প্র॥ রেজিষ্টরসাহেব যে ব্যক্তি কবুলিয়তের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহাকে তাহার নকল দিতে পারেন্ এবং যদি তাহার আসল কাগজ খোয়া যায় তবে ঐ নকল প্রামাণ হইবেক।

নোট খতপ্রভৃতি।

৪ ধা॥ কাগজাদি রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্তে অথবা তাহার নকল দিতে রেজিষ্টরসাহেব যে রসুম লইতে পারেন্ তাহা। সে রসুমে তিনি আপনার আমালারদের খরচ চালাবেন।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৩ সালের ১ জানুআরির পর রেজিষ্টরসাহেব সকল খত ও টিপ ও নোট রেজিষ্টরী করিতে পারেন্ যদি সেই খতপ্রভৃতি স্বয়ং বা মোক্তার কার দ্বারা স্বাক্ষরকারি ব্যক্তি রেজিষ্টরী করিতে দরখাস্ত দেয়।

২ প্র॥ উপরে লিখিত রেজিষ্টরীর নিমিত্তে স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহী করা যাইবে।

৩ প্র॥ ৩। ৪ ধারার ৪। ৫। ৬। ৭। ৮ প্রকরণে যে হুকুম আছে তাহা খতপ্রভৃতির রেজিষ্টরীর উপরে খাটিবে।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনে ৮ ধারা ও ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের যে ভাগে এই হুকুম আছে যে রেজিষ্টরি বহির প্রত্যেক ফর্দ্দেতে জিলা ও শহরের জজসাহেব সহী করিবেন তাহা রদ হইল।

২ প্র॥ যে নকল রেজিষ্টরী নিদর্শন পত্রের হীতে রাখিতে হয় সেই নকলের পৃষ্ঠে লেখা দস্তখৎ পুনর্ব্বার জজসাহেবকর্তৃক স্বাক্ষরীকৃত হইবে।

জজসাহেব কাগজপত্রের নকলে সহী করিবেন এবং কোন ত্রুটি হইলে তাহার রিপোর্ট হুজুরে দিবেন।

৩ প্র॥ কাগজপত্র রেজিষ্টরীর কর্ম্মেতে যদি নির্দ্ধারিত আইনের কোন ব্যতিক্রম বা ভুল বা গাফিলী হয় তবে জজসাহেব তদ্বিষয়ে আদালতসম্পর্কীয় সরকারের সেক্রেটারির নিকট রিপোর্ট দিবেন।

১৮১২

২০ আইন।

৭ ধা॥ এই আইন এবং ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইন এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইনেতে যে কাগজাদির বেওরা আছে তদ্ব্যতিরেকে রেজিষ্টরসাহেব অন্য কোন প্রকারে কাগজের রেজিষ্টরী করিবেন না।

৮ ধা॥ রেজিষ্টরসাহেবেরা এতদ্বিষয়ে যে রসুম লইবেন তাহার হিসাব ইংরেজী ভাষায় রাখিবেন।

৯ ধা॥ রেজিষ্টরী বহীর ফিরিস্তি করা যাইবে।

১০ ধা॥ মোখ্তারনামার নিমিত্তে এক স্বতন্ত্র বহী করা যাইবে এ তাহাতে রেজিষ্টরী হইবে। এবং অন্যের হুকুমে মোক্তারেরা যে কাগজ রেজিষ্টরী করাইবে তাহার প্রমাণ দিবার কারণ এই বহী আনাইতে পারিবে।

১৮১৩

৩ আইন।

১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণদ্বারা রদ হইল।

৬ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ ভূমিবিষয়ক অথবা স্বত্বাধিকারবিষয়ক দাওয়ার যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী অথবা আসামী তাহা সালিসদ্বারা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে এবং সালিসদ্বারা অপনারদের বিবাদভঞ্জন করিতে অনেক আশ্বাস পাইবে।

আদালতের হুকুমঅনুসারে।

২ প্র॥ সালিসী ও রফাবিষয়ে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইন এবং ১৮০৩ সালের ২১ আইনে যে বিধি আছে তাহা এই আইনসম্পর্কীয় মোকদ্দমার উপর খাটিবে।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ ভূমিবিষয়ক বিবাদ আদালতে উপস্থিত হইলে বা না হইলে আদালতে দরখাস্ত না দিয়া আপোসে সালিসদ্বারা কোন ব্যক্তি রফা করিতে পারে এবং তাহার রফানামা আদালতের সাহেবকর্তৃক নীচে লিখিত বিধি ও সীমানুসারে স্থাপিত ও জারী হইবে।

আপোসে সালিস।

২ প্র॥ যে আপোসের রফানামার উপর এমত কোন দোষ পড়িতে পারে না যে তাহা নামঞ্জুর করাবিষয়ে আদালতের হুকুম দেওয়া কর্ত্তব্য এমত রফানামা জারী করিবার বিষয়ে যদি ছয় মাসের মধ্যে দরখাস্ত হয় তবে তাহা আদালতের

ডিক্রীস্বরূপে সরাসরীরূপে জারী হইবে। সালিস ও মধ্যস্থেরা তাহা জারী করিতে সাহায্য করিতে আহূত হইতে পারে।

৩ প্র॥ যে আপোসে রফানামা উপযুক্তরূপে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহা উভয় বিবাদিকর্তৃক দাখিল হইলে জজসাহেব আপন হুকুমে রফানামার তুল্যরূপে সাব্যস্থ রাখিবেন। কিন্তু যদি আদালতে প্রস্তাবিত রফানামা জারী না হইয়া থাকে অথবা কেবল এক ভাগে জারী হইয়া থাকে তবে সে রফানামার বিষয়ে উত্তম প্রমাণ না পাইলে এবং সে রফানামা জারী করা অতিসহজ না দেখিলে আদালতের সাহেবেরা তাহা মঞ্জুর করিবেন না এবং তাহাতে যদি কিছু বিলম্ব হয় তবে তাহার উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে হইবে।

আপোসে সালিসীর জারীকরণ।

৪ ধা॥ ইহার পূর্ব্বে ভূমিবিষয়ে যে আপোস সালিসীর রফানামাদৃষ্টে আদালতে ডিক্রী হইয়াছে তাহা যে আইনের অনাজ্ঞাতে স্থির করা গিয়াছিল ইহা বলিয়া সে রফানামা রদ বা ব্যতিক্রম করা যাইতে পারিবে না কিন্তু যদি আসল রফানামাতে দোষ থাকে তবে তাহার রদ বা পরিবর্ত্ত হইতে পারে।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ ভূমি দখলে যদি এমত বিবাদ উপস্থিত হয় যে তাহাতে সাধারণ শান্তিভঙ্গ হয় তবে সে বিষয়ে ফৌজদারী আদালতের সাহেবেরা দেওয়ানী আদালতে ত্রত্তেলা দিবেন। এবং দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা উভয় বিবাদী অথবা তাহারদের উকীলেরদিগকে এমত হুকুম দিবেন যে তাহারা আপনারদের ভোগদখল লিখিয়া আদালতে দাখিল করিবে এবং জবরদস্তী বেদখল এবং দাঙ্গার প্রমাণ দিবে। পরে আদালতের সাহেবেরা উভয় পক্ষের কথা এবং প্রমাণ শুনিলে তদ্বিষয়ে নিয়মানুসারে আদালতে নালিশ হইলে যেরূপে নিষ্পত্তি করা যায় তদ্রূপে নিষ্পত্তি করিবেন।

ভূমিবিষয়ক বিবাদের সম্বাদ দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যাইবে। [১৮২৪॥ ১৫ আ॥ ২। ৩ ধারাদ্বারা স্থ ধরা।]

২ প্র॥ দখলবিষয়ে বিশেষতঃ সীমাসরহদ্দ ও জলপথের স্বত্বাধিকারবিষয়ক সকল বিবাদে আদালতের সাহেবেরা এমত মনোযোগ করিবেন যে যেপর্য্যন্ত আইনানুসারে তাহার মোকদ্দমা না হয় অথবা যেপর্য্যন্ত তাহার শেষ ডিক্রী না হয় সেপর্য্যন্ত উভয় বিবাদী তাহা সালিসদ্বারা রফা করে। এবং যদি সে রফানামাতে আসলে কোন দোষ না থাকে তবে আদালতের সাহেবেরা তাহা জারী করিবেন।

৩ প্র॥ যদি দখলের বিষয়ে কিছু নিশ্চিত হইতে না পারে তবে আদালতের সাহেবেরা সে ভূমি ক্রোক করিতে পারেন্ এবং তাহার মালগুজারী আদায় করিতে

ভূমির ক্রোক।

৬ আইন।

কিয়ৎকালের জন্যে এক জন মোখ্তারকার রাখিতে পারেন্। এবং সে সরকারী মালগুজারী ও আবশ্যক খরচ দিয়া বাকী জমা আদালতে দাখিল করিবে। কিন্তু দখলের বিষয় যেখানে অতিশয় সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখা যায় যে এমত না করিলে নয় কেবল সেই স্থলে এরূপ মোখ্তারকার স্থাপিত হইবে। যে ভূমি অথবা জমী দারী এরূপে ক্রোক হয় তাহার অধিকারী সরকারী মালগুজারীহইতে মুক্ত হই বে না।

১৭ আইন।

২ ধা॥ ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ৪ ধারাঅবধি ১১ ধারাপর্য্যন্ত এবং ১৮০৬ সালের ১০ আইনের ১ ধারাঅবধি ৯ ধারাপর্য্যন্ত রদ হইল।

আদালতসম্পর্কীয় দফ্তরে।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ যখন আদালতসম্পর্কীয় কোন ইউরোপীয় আমলার বিরুদ্ধে ছল বা ঘুষ বা রেস্বতাদি বা বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্য কোন ভারি অপরাধবিষয়ে কোন নালিশ হয় অথবা যখন কোন মোকদ্দমা করিবার সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের সম্মুখে এমত কোন বিষয় দৃষ্ট হয় যে তাহাতে আদালতসম্পর্কীয় সাহেবের উপর অপরাধ পড়িতে পারে অথবা এই বিষয়ে যখন কোন অধীন আ দালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে রিপোর্ট দেওয়া যায় তখন সে নালিশ বা দরখাস্ত নীচে লিখিত বিধিক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের তাবে গণ্য হইবে।

রেবিনিউ সম্পর্কীয় দফ্তরে।

২ প্র॥ যখন কোন ইউরোপীয় রেবিনিউর আমলার বিরুদ্ধে এমত নালিশ বা দরখাস্ত হয় তখন অপরাধকালে যে বোর্ড রেবিনিউ অথবা যে বোর্ড কমিসনর সাহেবেরদের এলাকায় তিনি ছিলেন তাঁহারদের হুকুমানুসারে তদ্বিষয়ের তদারক করা যাইবে।

তেজারৎ সম্পর্কীয় দফ্তরে।

৩ প্র॥ তেজারৎ বা নিমক বা আফীম সম্পর্কীয় বা সামান্যতঃ বোর্ড ত্রেডের সম্প র্কীয় কোন ইউরোপীয় আমালার নামে এমত নালিশ বা দরখাস্ত হইলে সেই নালিশের তদারক ঐ বোর্ডের সাহেবেরা করিবেন।

ফরিয়াদীর শপথ।

৪ ধা॥ ১ প্র॥ উপরে লিখিত সরকারের কার্য্যকারক লোকেরদের নামে উ পরে লিখিত কোনপ্রকার নালিশ বা দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না যদ্যপি ফরি য়াদী শপথ বা সুকৃতিপূর্ব্বক এমত না কহে যে সে নালিশের মূল কারণ সে স্বয়ং স্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছে।

২ প্র॥ যে ব্যক্তি এরূপ নালিশ বা দরখাস্ত করে তাহার প্রতি সদর দেওয়ানী আদালত অথবা বোর্ড রেবিনিউ অথবা কমিসনর সাহেবলোকেরা অথবা বোর্ড ট্রেডের সাহেবরা তদ্বিষয়ে এই হুকুম দিতে পারেন্ যে সে ফরিয়াদী শেষপর্য্যন্ত আপনার নালিশ নিষ্পত্তিকরণের উচিত জামিন দিবে। এবং যদি নালিশ উপস্থিত সময়ে এরূপ জামিন না লওয়া গিয়া থাকে তবে মোকদ্দমার কোন কালে তাহার স্থানে সেই জামিন চাহিতে পারেন্।

জামিন।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ যখন উপরে লিখিত নালিশ বা দরখাস্ত ঐ আদালত বা ঐ২ বোর্ডে প্রস্তাবিত হয় তখন ফরিয়াদী বা সম্বাদদায়ক ব্যক্তিকে শপথ বা সুকৃতিপূর্ব্বক সকল বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা যাইবে এবং তদ্বিষয়ে আইনমতে তদারক করিবার কারণ আছে কি না ইহা নিশ্চয়করণার্থে ঐ বোর্ডপ্রভৃতির সাহেবেরা রোয়দাদের কাগজপত্রাদি দেখিবেন অথবা আসামীর স্থানে নালিশের জওয়াব চাহিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা হইবার পূর্ব্বে তদারক।

২ প্র॥ যে কোন দেওয়ানী আদালতে এরূপ নালিশ হইবেক সে আদালতের সাহেবেরা ফরিয়াদীকে বা সম্বাদদায়ককে শপথ বা সুকৃতিপূর্ব্বক সারেওয়ার জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাহার জোবানবন্দী তৎসম্পর্কীয় বোর্ডের বিবেচনাকরণার্থে সেখানে পাঠাইবেন এবং সেই বোর্ডের সাহেবেরা আর যে২ জিজ্ঞাসার উচিত বোধ করেন্ তাহারও প্রত্যুত্তর পাঠাইবেন।

৩ প্র॥ যদি সদর দেওয়ানী অথবা উপরে লিখিত বোর্ডের সাহেবেরা এমত বিবেচনা করেন্ যে সে নালিশ বা দরখাস্ত অমূলক এবং কেবল ব্যামোহদায়ক তবে তাঁহারা ফরিয়াদীকে কেবল এই সম্বাদ দিবেন যে এ বিষয়ের আর তদারক করিবার কোন আবশ্যক নাই।

পূর্ব্ব তদারকের ক্রম ও রোয়দাদ।

৪ প্র॥ যদি সদর দেওয়ানী আদালত অথবা উপরে লিখিত বোর্ডের সাহেবেরা এমত বোধ করেন্ যে তদ্বিষয়ে আরো প্রকৃত তদারক করার উপযুক্ত কারণ আছে তবে যে সকল কাগজাদিদ্বারা তাঁহারদিগের এমত বিবেচনা জন্মিয়াছে তাহা এবং সেই নালিশ দফায়২ করিয়া যে২ বিষয়ে তাঁহারা তদারক করা উচিত বোধ করেন্ তাহা শ্রীযুতের হুজুর কৌন্সেলে পাঠাইবেন।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ যদি শ্রীযুত হুজুর কৌন্সেলে সে পরামর্শে সহী দেন্ তবে তিনি সে কার্য্যসম্পাদনার্থে এক অথবা ততোধিক কমিসনরসাহেবকে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহারা নীচে লিখিত শপথ করিবেন। শপথের পাঠ।

কমিসনরসাহেবেরদের নিয়োগ।

১৭ আইন।

২ প্র॥ ঐ কমিসনর সাহেবলোকেরদের যে স্থানে বৈঠক করা উচিত তদ্বিষয়ে সেখানে বৈঠক করিতে শ্রীযুত হুজুর কৌন্সেলে হুকুম দিবেন।

[খবরা। ১৮১৭॥ ৮ আ॥ ২ ধারা দেখ।]
সে তদারক যাহার কর্তৃত্বাধীন হইবে।

৭ ধা॥ ঐ কমিসনর* সাহেবলোকেরদের সকল রোয়দাদের উপর সদর দেওয়ানী আদালত বা উপরে লিখিত বোর্ডের সাহেবেরা কর্তৃত্ব করিবেন এবং কমিসনর সাহেবলোকেরদের কার্য্য সম্পাদনসময়ে যদি এমত কোন বিষয় উপস্থিত হয় যে তদ্বিষয়ে আইনে কোন বিধি নাই তবে সে বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা উপরে লিখিত আদালত ও বোর্ডপ্রভৃতির সাহেবেরদের স্থানে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং তাঁহারা তদ্বিষয়ে ন্যায় ও যাথার্থ্য বজায় রাখণের দৃষ্টেতে যে হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা দিবেন। কিন্তু তথ্য সম্পাদনসময়ে যদি এমত কোন সন্দেহ ও কঠিন প্রকরণ উপস্থিত হয় যে তাহার উপায়ের নিমিত্তে নূতন আইন করা উচিত বোধ হয় তবে ঐ আদালত ও ঐ২ বোর্ডপ্রভৃতির সাহেবলোকেরা সে আইনের মুসাবিদা প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে পাঠাইবেন।

৮ ধা॥ এইরূপ তদারককরণে কোন বিশেষ কমিসনর নিযুক্ত হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মোকদ্দমার ভাব ও বিষয়ের দৃষ্টে অপরাধি ব্যক্তিকে আপন পদহইতে সম্পণ্ড করা উপযুক্ত কি না তাহা নিশ্চয় করিবেন এবং সম্পণ্ড হইলে আপনারদের নিরূপিত বেতন পাইবে কি না ইহারও আজ্ঞা দিবেন।

৯ ধা॥ উপরে লিখিত তথ্যের বিষয়ে নিযুক্ত কমিসনর সাহেবেরদের [illegible] নালিশের নির্ব্বাহকরণের ভার ফরিয়াদীর প্রতি থাকিবেক কিম্বা সরকারের তরফহইতে করা যাইবেক ইহা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুরহইতে স্থির করিবেন এবং যদি সরকারের পক্ষে নালিশ নিষ্পত্তি হয় তবে শ্রীযুত সেই কর্ম্মসম্পাদনার্থে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে স্থির করিবেন।

কমিসনরসাহেবেরদের ক্ষমতা ও কার্য্যের রীতি।

১০ ধা॥ এই আইনানুসারে যে কমিসনর সাহেবলোকেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদের এই কর্ত্তব্য যে নালিশের আরজী এবং তাহার সকল কাগজপত্রে দৃষ্টি করিয়া অপরাধির স্থানে নালিশের জওয়াব তলব করিবেন এবং তৎসম্পর্কীয় ফরিয়াদী কি অপরাধি ব্যক্তির সাক্ষিরদিগকে শপথ বা স্বকৃতি পূর্ব্বক মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন আর যদি উভয় পক্ষের কেহ আর কোন কাগজপত্র প্রমাণস্বরূপ দাখিল করে তবে তাহা লইবেন এবং উভয়ের সাক্ষী অথবা উভয়ের দাখিলকরা দস্তাবেজদ্বারা যদি দেখা যায় যে এ বিষয়ে অন্য সাক্ষীও পাওয়া যায় তবে সেই২ সাক্ষিরদিগকে ডাকাইয়া জোবানবন্দী লইবেন।

১৭ আইন।

১১ ধা॥ এই আইনানুসারে যে কমিসনর সাহেবলোকেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরদের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইবেন কেবল সাক্ষিরদিগকে তলব করিতে হইলে কিম্বা অন্যং কোন হুকুম জারী করিতে হইলে যে জিলা অথবা শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে কমিসনরসাহেবেরা বসিবেন অথবা অপরাধি ব্যক্তি বাস করিবে সেই আদালতদ্বারা সাক্ষির তলবআদির সকল হুকুম জারী করা যাইবে।

১২ ধা॥ সাক্ষির শুনানি সমাপ্ত হইলে আসামী আপনার সম্ভ্রম ও মান রক্ষার্থে যদি আর কোন কথা প্রস্তাব করিতে উচিত বোধ করে তবে সে তাহা রোয়দাদের মধ্যে দাখিল করিতে পারে এবং করিয়াদী অথবা সেই কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে সরকারহইতে নিযুক্ত উকীল সেই মোকদ্দমায় আপনার বিবেচনায় যে অন্য কথা আবশ্যক বোধ করে তাহাও রোয়দাদের মধ্যে দাখিল করিতে পারে।

রোয়দাদ প্রেরণ।

১৩ ধা॥ কমিসনরসাহেবেরদের কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে তাঁহারা সমস্ত রুবকারীর কাগজ ও মোকদ্দমার তাবৎ কাজগপত্র ও ইঙ্গরেজী ভাষায় যে কাগজ না থাকে তাহার তরজমা এবং উকীলদিগের সওয়াল ও জওয়াব ও সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দীর খোলাসা চুম্বক করিয়া ও সে মোকদ্দমার বিষয়ে আপনারদের বিবেচনা সদর দেওয়ানী আদালতে অথবা বোর্ডপ্রভৃতির স্থানে* প্রেরণ করিবেন।

[শুধরা ১৮১৭॥ ৮ আ॥ ২ ধারা।]

১৪ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালত অথবা উপরে লিখিত বোর্ডের সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার সকল কাগজপত্র উপযুক্তমতে বিবেচনা করিয়া যদি নূতন আর সাক্ষি লইবার আবশ্যকতাথাকে অথবা প্রাপ্তব্য হয় তবে তাহা আনাইবেন পরে সকল রোয়দাদ ও কাগজপত্র শ্রীযুতের হুজুরে পাঠাইবেন এবং অপরাধির নামে যে নালিশ হইয়াছিল তাহা সমুদয় বা কিয়দ্ভাগে প্রমাণীকৃত হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে আপনারদের বিবেচনাও পাঠাইবেন।

১৫ ধা॥ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর মোকদ্দমার কাগজপত্র ও রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে সে মোকদ্দমার নিশ্চয় করিবেন এবং যদি উচিত বোধ করেন তবে সুপ্রিমকোর্টে আসামীর নামে নালিশ করিতে কোম্পানির উকীলকে আজ্ঞা দিবেন। কিন্তু এমত মোকদ্দমার মিসিলেতে যদি কোন ব্যক্তি সরকারী আমলাদ্বারা আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে সে সুপ্রিমকোর্টে আইনমাফিক তাহার নালিশ করিতে পারে।

৫ আইন।

নাতে আবশ্যক হইলে তাঁহারা প্রধান জজসাহেবকে সদর মোকদ্দমের এবং তাঁহার এলাকার আদালতের জেহেলখানায় কয়েদী ব্যক্তিরদের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন্।

১৪ আইন।

২ ধা॥ ২৪ পরগনার জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেবের এলাকার মধ্যে যে সকল স্থান আছে তাহা ১ আগস্তঅবধি দুই জিলাতে বিভক্ত হইবে একের নাম কলিকাতার শহরতলী জিলা অন্যের নাম ২৪ পরগনা।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ কলিকাতার শহরতলী জিলাতে যেং থানা থাকিবে তাহা।

২ প্র॥ ২৪ পরগনার এলাকার সীমার নির্দ্ধার্য্য।

৩ প্র॥ উপরে লিখিত এলাকার মধ্যে সীমানার ফেরফার করিতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে ক্ষমতা রাখেন্।

২১ আইন।

[১৮২৩॥ ৭ আ॥ ২ ধা॥ ৩ প্রকরণদ্বারা বাণিজ্যকুটীর অধ্যক্ষেরদের উপর বিস্তারিত হইল।]

২ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা বা হাসিল ও রেবিনিউ কালেক্টরসাহেবেরা বা নিমক ও আফীমের এজেন্ট সাহেবেরা আপনারদের মহাজনেরদিগকে আমলার মধ্যে নিযুক্ত করিবেন না। বোর্ডসমূহ এবং মফঃসল আপীল আদালত ও দায়ের ও সায়ের আদালতের সাহেবেরা ১৮০১ সালের ৮ আইনে নির্দ্ধারিত রিপোর্ট পাইলে এমত তদারক করিবেন যে এই আইন বিকল না হয়।

[ঐ ঐ]

৩ ধা॥ মহাজনেরদের কুটুম্ব অথবা তাবেদার লোকেরদের উপরে এই আইন খাটিবে।

৪ ধা॥ ১৮২৩ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণদ্বারা রদ হইল।

২৩ আইন।

আইন রদ।

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৪০ আইন ১৭৯৫ সালের ৩১ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৩৬ আইনের ৫ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের ৮ ধারা ও ১৭৯৭ সালের ৬ আইন

২৩ আইন।

৩ ধারা ১। ২।৩ প্রকরণ ও ১৭৯৭ সালের ১৮ আইন ও ১৮০০ সালের ৭ আইনের ১০ ধারা ও ১৮০৩ সালের ১৬ আইন এবং ঐ ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ৩ ধারা ও ঐ সালের ৪৯ আইনের ৯ ধারাঅবধি ১৯ ধারাপর্য্যন্ত ও ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার যে ভাগ মুনসিফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহা ও ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা ও ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৯। ১০ ধারা ও ঐ সালের ঐ ১৩ আইনের ১১ ধারার ১। ২ প্রকরণ যাহা মুনসিফ ও সদর আমীনের সহিত সম্পর্ক রাখে সে সকল রদ হইল।

আমীন ও সালিসেরদের কমিসন।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ আমীনী ও সালিসী কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে মুনসিফছাড়া যে সকল লোককে সনন্দ দেওয়া গিয়াছে তাহা ফিরিয়া লওনপূর্ব্বক রদ হইল ও সে পদ লুপ্ত হইল।

২ প্র॥ আমীনী কর্ম্মদৃষ্টে যে সকল মোকদ্দমা উপরে লিখিত লোকেরদের হাতে আছে তাহা মুনসিফ ও সদর আমীনেরদের স্থানে অর্পিত হইবে এবং মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণের রসুম* তাহারা পাইবে।

[রদ। ১৮২৪ ॥ ১২ আ॥ ২ ধা॥ ১ প্রকরণ দেখ।]

৩ প্র॥ সালিসী কর্ম্মদৃষ্টে সালিসেরদের নিকটে উপস্থিত মোকদ্দমা যে রীত্যনুসারে নিষ্পত্তি হইবে তাহা।

৪ ধা॥ যে ব্যক্তি মুনসিফী পদে নিযুক্ত আছে তাহার নিকটে যদি আমীনী বা সালিসী ভারক্রমে কোন মোকদ্দমা থাকে তবে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবে কিন্তু এই আইনের ৫৭ ও ৫৮ ও ৫৯ ধারানুসারে চট্টগ্রাম জিলাব্যতিরেকে আর কোন জিলায় নূতন মোকদ্দমা তাহারদের হাতে অর্পিত হইবে না এবং ঐ মুনসিফের এই নিষেধ আছে যে ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনে ও ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনে ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনে ও ১৮১৩ সালের ৬ আইনে সালিসের বিষয়ে যে সামান্য বিধি আছে তদ্ভিন্ন আর কোন নূতন মোকদ্দমা সালিসীরূপে তাহারা শুনিবে না।

৫ ধা॥ মুনসিফেরদের নূতন সনন্দ যেপর্য্যন্ত প্রস্তুত না হয় সেপর্য্যন্ত তাহারদের প্রাচীন সনন্দে তাহারা এই আইনদ্বারা অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবে।

মুনসিফেরদের নূতন ইশমনবীস ও এলাকা।
[বিস্তারিত ১৮২১ ॥ ২ আ॥ ২ ধারা।]

৬ ধা॥ ১ প্র॥ জিলার জজসাহেবেরা মুনসিফেরদের নূতন ইশমনবীসী এই বাবতে প্রস্তুত করিবেন যে তাহারদের এলাকা পোলীসের থানার* এলাকার সমান হয় এবং তাহা মফঃসল আপীল আদালতে পাঠাইবেন এবং মুনসিফের কাছারী বসা

হইতে যে স্থান তাহারদের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় তাহার রিপোর্ট দিবেন।

২ প্র॥ পোলীসের এলাকার নামানুসারে মুনসিফের এলাকার নাম বিখ্যাত হইবে।

৩ প্র॥ যে সকল মুনসিফ এক্ষণে নিযুক্ত আছে তাহারদের সংখ্যা পোলীসের থানার এলাকার সংখ্যার সহিত যে মিলে এইজন্যে তাহারদের হ্রাস বৃদ্ধি হইবে।

৪ প্র॥ মুনসিফ এবং তাহারদের কাছারীর মোকাম মফঃসল আপীল আদালতে মঞ্জুর হইলে তাহারদের প্রাচীন সনন্দ বাতিল হইবে এবং নীচে লিখিত পাঠানুসারে নূতন সনন্দ দেওয়া যাইবে (নং ১ এপেণ্ডিক্স।)

৫ প্র॥ যেং মুনসিফী পদ উঠান গেল তাহার কাগজপত্রাদি ও রোয়দাদ যে মুনসিফের এলাকার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার স্থানে দেওয়া যাইবে।

৭ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা উচিত বুঝিলে মুনসিফে এলাকা অথবা তাহারদের কাছারীর মোকাম পরিবর্ত্ত করিতে অথবা তাহার সংখ্যা কমাইতে ক্ষমতা রাখেন।

মুনসিফেরদের মনোনিত্তীকরণ।

৮ ধা॥ ১ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা মুনসিফী পদের নিমিত্তে হিন্দু ও মুসলমানেরদিগকে উপযুক্ত দেখিয়া নিযুক্ত করিবেন কিন্তু পরগনা ও শহরের কাজিরা সে পদের নিমিত্তে অগ্রগণ্য হইবে।

তাহারদের যোগ্যতা।

২ প্র॥ মুনসিফের পদে নিয়োগের কারণ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা যাহারদের প্রসঙ্গ করিবেন তাহারদের সকল বিবরণ ও যোগ্যতা মফঃসল আপীল আদালতে দিবেন এবং ঐ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা তাহারদিগকে মঞ্জুর না করিলে তাহারা নিযুক্ত হইবে না।

৯ ধা॥ ১ প্র॥ যখন কোন জজসাহেব মুনসিফকে তগীর করিবার উপযুক্ত কারণ দেখেন তখন তাহার রিপোর্ট মফঃসল আপীল আদালতে পাঠাইয়া তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিবেন।

২ প্র॥ যাহাং হইলে জজসাহেব পূর্ব্ববৎ রিপোর্ট না দিয়া মনসিফকে সম্প্রও

করিতে পারেন্ তাহা কিন্তু তদ্বিষয়ে রিপোর্ট দিতে তিনি কিছু বিলম্ব করিবেন না।

মুনসিফেরদের জরিমানা বা সম্লও বা তগীর।

৩ প্র॥ জজসাহেব মুনসিফের অপরাধপ্রযুক্ত কুড়ি টাকাপর্য্যন্ত জরিমানা করিতে পারেন্ এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত।

৪ প্র॥ মুনসিফ মফঃসল আপীল আদালতের হুকুম ও তগীরের উপযুক্ত কারণ বিনা তগীর হইতে পারে না।

১০ ধা॥ ১ প্র॥ যদি মুনসিফেরা আপনং কর্ম্ম করিতে রেস্বৎআদি লয় তবে তাহাতে তাহার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে এবং জজসাহেবের বিবেচনানুসারে তাহারা খরচা ও জরিমানা দিবে।

দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে তাহারদের নামে মোকদ্দমা।

২ প্র॥ মুনসিফেরা ঘুস লইলে কি জবরদস্তীইত্যাদির কর্ম্ম করিলে ফৌজদারী আদালতে তাহারা বিচারযোগ্য হইবে ও দায়ের ও সায়ের আদালতের সাহেবেরদের সমীপে অপরাধ নিশ্চিত হইলে অপরাধের ভাব বুঝিয়া জরিমানা ও কয়েদের হুকুম হইবে। কিন্তু তাহারদের কার্য্য সম্পাদনের রীতিবিষয়ে কিছু কসুর হইলে অথবা আপনারদের ডিক্রীতে কিছু চুক হইলে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইতে পারে না এবং মুনসিফের নামে নালিশ হইলে যদি জজসাহেব উপযুক্ত কারণ দেখিয়া তাহা সত্য বোধ না করেন্ তবে আদালতে মনসিফের তলব হইতে পারে না।

তাহারদের সনন্দ।

১১ ধা॥ ইহার পরে যে ব্যক্তিরা মুনসিফের পদে নিযুক্ত হইবে তাহারা জজসাহেবহইতে সনন্দ পাইবে৷ সনন্দের পাঠ (নং ১ এপেণ্ডিক্স) এবং ধারাক্রমে শপথ বা সুকৃতি করিবে। সুকৃতির পাঠ (নং ২ এপেণ্ডিক্স)।

শুননীয় মোকদ্দমার মূল্য।

১২ ধা॥ মুনসিফ যে সনন্দ পাইবে তাহার নকল তাহার কাছারীতে লট্কান যাইবে।

[বিস্তারিত ১৮২১ ॥ ২ আ॥ ৩ ধা॥ ১ প্রকরণ দেখ।]
[বিস্তারিত ১৮১৭ ॥ ১৯ আ॥ ১২ ধারা॥]

১৩ ধা॥ ৩ প্র॥ মুনসিফের এলাকায় কোন ব্যক্তির বিষয়ে যদি ৬৪ টাকার* মধ্যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে এক বৎসরের মধ্যে তাহার কারণ হইয়া থাকে এবং যদি দরখাস্তে তাহার সমুদয় দাওয়া লেখা থাকে এবং যদি মোকদ্দমা নগদ টাকা অথবা অস্থাবর বস্তুর মূল্যের

বিষয়ে হয় অথবা ক্ষতি বলিয়া না হয় তবে মুনসিফ সে মোকদ্দমা লইয়া তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারে।

মুনসিফেরদিগকে যাহা নিবারিত হইল।

২ প্র॥ যে কোন মোকদ্দমায় মুনসিফেরা নিজ অথবা তাহারদের কুটুম্ব অথবা তাহারদের অধীন অথবা তাহারদের উকীল অথবা তাহারদের কাছারীর চাকর অথবা ইংগ্লণ্ডীয় রাজার প্রজা অথবা ইউরোপীয় কোন ভিন্নজাতীয় অথবা কোন আমেরিকীয় সম্পর্ক রাখে সেপ্রকার মোকদ্দমার বিচার মুনসিফ করিবে না।

৩ প্র॥ পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন বলিয়া কোন ব্যক্তিকে আপন কাছারীতে নালিশ করিতে দিবে না।

তাহারদের বিষয়ে বিশেষ হুকুম।

১৪ ধা॥ মুনসিফেরা স্বয়ং সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবে এবং অন্য কোন ব্যক্তিকে তাহার মধ্যে হাত দিতে দিবে না। সেং মোকদ্দমা আইনমতে এবং জিলার ব্যবহারানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

১৫ ধা॥ ১ প্র॥ যে ব্যক্তি জজসাহেবহইতে সনন্দ পাইয়া থাকে সে ব্যক্তি বিনা কোন ব্যক্তি মুনসিফের আদালতে উকীলের ন্যায় সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবে না কিন্তু আসামী কিম্বা ফরিয়াদী আপনারদের আত্মীয় অথবা কুটুম্ব অথবা চাকরকে সওয়াল জওয়াব করিতে অনুমতি দিতে পারে।

মুনসিফের কাছারীর উকীল।

২ প্র॥ যদ্যপি অত্যাবশ্যক হয় তবে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা মুনসিফের কাছারীর নিমিত্তে উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন্ এবং তাহারদিগকে পাঠক্রমে সনন্দ দিতে পারেন্। (সনন্দের পাঠ নং ৩ এপেণ্ডিক্স)

৩ প্র॥ এইরূপে নিযুক্ত উকীলেরা আপনারদের কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহকরণের শপথ করিবে এবং তাহারা ছল অথবা বৈধর্ম্মাচরণ কর্ম্ম করিলে তাহারদের নামে দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইতে পারে কিন্তু কেবল জজসাহেবকর্ত্তৃক তাহারা তগীর হইতে পারে।

৪ প্র॥ উকীলেরা আপনারদের মওক্কেলের সহিত আপনারদের মেহনতআনার রসুমের নির্দ্ধারণ করিবে এবং তাহা ওকালৎনামায় লেখা যাইবে।

৫ প্র॥ মুনসিফেরা আপনারদের কাছারীতে অনিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে সওয়াল জওয়াব করিতে দিবে না।

২৩ আইন।

১৬ ধা॥ মুনসিফেরদের কাছারীতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহাতে প্রথম উপস্থিত করার রসুমের পরিবর্ত্তে ইষ্টাম্পের মূল্য লওয়া যাইবে। দরখাস্ত ও নালিশের উপরে যে হারঅনুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল লওয়া যাইবে তাহা।

মোকদ্দমার উপস্থিত ইষ্টাম্পের রসুম।

১৬ ষোল টাকার মধ্যে মোকদ্দমার কাগজ।.. ১
৩২ টাকার মধ্যে হইলে।.............. ২
৬৪ টাকার মধ্যে হইলে।.............. ৪

১৭ ধা॥ নালিশী আরজীতে যাহাং থাকিবেক তাহার কথা।

১৮ ধা॥ মুনসিফ মোকদ্দমার বেওরাছাড়া কথা আরজীতে লিখিতে দিবে না। সে আরজী স্বাক্ষরীকৃত হইবে এবং তাহার নম্বর ও তারিখ বহীর মধ্যে টুকিয়া রাখা যাইবে সে বহী (নম্বর ৪ এপেণ্ডিক্স) পাঠানুসারে রাখা যাইবে সে বহী জজসাহেব সময়েং তহকীক করিবেন।

নালিশ।

১৯ ধা॥ ১ প্র॥ মুনসিফ আসামীর উপর এত্তেলানামা পাঠাইবে। সে এত্তেলা নামার মজমুন।

এত্তেলা।

২ প্র॥ ঐ এত্তেলানামা ফরিয়াদী অথবা তাহার উকীলকে দেওয়া যাইবে।

৩ প্র॥ আসামী ঐ এত্তেলানামা পাইলে তাহার পৃষ্ঠে রসীদ লিখিয়া দিবে ও তাহা সাক্ষির দ্বারা প্রমাণীকৃত করিবে।

২০ ধা॥ তাঁতি অথবা কোম্পানির তেজারতের কর্ম্মকারী অন্যং ব্যক্তিরদের প্রতি সে এত্তেলানামা যেপ্রকারে জারী হইবে তাহা।

আসামীর বিরুদ্ধে হুকুম।

২১ ধা॥ ১ প্র॥ আসামী যদি হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া জওয়াব না দেয় তবে মুনসিফ একতরফারূপে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ও ডিক্রী করিবেন।

২ প্র॥ কিন্তু ইহা হইলে মুনসিফ জিজ্ঞাসাদ্বারা নিশ্চয় করিবে যে সে এত্তেলা নামা জারী হইয়াছে কি না।

২২ ধা॥ ১ প্র॥ যদি আসামী পলায়ন করে অথবা লুক্কায়িত থাকে অথবা স্বাক্ষরীকৃত রসীদ দিতে অস্বীকার করে তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

২ প্র॥ এইরূপ হইলে এমত ইশ্তিহার দেওয়া যাইবে যে আসামী পোনের দিনের মধ্যে হাজির হইবে।

২৩ আইন।

৩ প্র॥ যদি আসামী হাজির না হয় তবে মুনসিফেরা ২১ ধারার ২ প্রকরণের বিধ্যনুসারে একতরফারূপে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ও ডিক্রী করিবে।

আসামী পলাইলে।

২৩ ধা॥ কেবল যখন এমত প্রমাণ হয় যে আসামী পলায়ন করিতে উদ্যত আছে অথবা শেষ ডিক্রী জারী হইবার বাধা জন্মানের নিমিত্তে আপনার দখলের সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে উদ্যত আছে তখন মোকদ্দমায় আসামীরদের স্থানে মুনসিফ জামিন চাহিবে। মুনসিফ জজসাহেবের নিকট তাহা জানাইবে এবং জজসাহেব ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪।৫ ধারানুসারে যে হুকুম দেওয়া উচিত হয় তাহা দিবেন।

২৪ ধা॥ যদি ফরিয়াদীর সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার পূর্ব্বে আসামী স্বয়ং অথবা উকীলদ্বারা হাজির হয় তবে সে নালিশের জওয়াব দাখিল করিতে পারে।

২৫ ধা॥১ প্র॥ জওয়াবে মোকদ্দমার বৃত্তান্তব্যতিরেকে অন্য কথা মুনসিফ লিখিতে দিবে না।

সওয়াল জওয়াব।

২ প্র॥ যেং স্থানে ফরিয়াদী তাহার পরের কাছারীর দিনে দরজওয়াব দাখিল করিতে পারে। সে দরজওয়াবে যাহা থাকিবে তাহা।

৩ প্র॥ রদ্দজওয়াব সেই দিবসে দাখিল হইবে।

[বিস্তারিত ১৮১৭॥ ৩ আ॥ ২ ধারা।]

৪ প্র॥ উপরে লিখিত সওয়াল জওয়াব ইষ্টাম্প কাগজের* উপর লিখিবার প্রয়োজন নাই।

৫ প্র॥ যদি দরজওয়াব ও রদ্দজওয়াব দাখিল করণে কিছু বিলম্ব হয় তবে সেই বিলম্বহেতুক মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের কিছু বিলম্ব হইবে না।

মোকদ্দমার বিচার।

২৬ ধা॥ নম্বরবিলিমতে সকল মোকদ্দমার তজবিজ হইবে।

২৭ ধা॥১ প্র॥ মোকদ্দমার তলব হইলে যদি উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তি গরহাজির হয় তবে মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে কাছারীতে ইশতিহার দেওয়া যাইবে। যদি নিয়মিত সময়ে ফরিয়াদী গরহাজির হয় তবে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে। যদি আসামী গরহাজির হয় তবে একতরফারূপে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে।

একতরফা ডিক্রীর আপীল।

২ প্র॥ এই রূপ ডিক্রীর আপীল হইলে সে মোকদ্দমার যথার্থ অযথার্থ দৃষ্টে রি

চার করা যাইবে অথবা পুনর্ব্বার বিবেচনার নিমিত্তে মুনসিফের নিকট সোপর্দ্দ হইবে।

২৮ ধা॥ মুনসিফেরা সেই মোকদ্দমা যেরূপে নিষ্পত্তি করিবে তাহা।

২৯ ধা॥ ১ প্র॥ যে সাক্ষিরা ফরিয়াদী অথবা আসামীর তলবে হাজির না হয় তাহারদিগকে (মান্যা স্ত্রীব্যতিরেকে) মুনসিফ সমন করিতে পারে।

সাক্ষিরদের সমন করা।

২ প্র॥ সমনের মজমুন।

৩ প্র॥ সে সমন ইষ্টাম্প কাগজে* লিখিবার প্রয়োজন নাই। এবং তাহাতে রসুম নাই।

[বিস্তারিত ১৮২৬॥ ৩ আ॥ ২ ধা ॥ ৩ প্রকরণ।]

৪ প্র॥ ফরিয়াদী অথবা তাহার উকীলদ্বারা ঐ সমন জারী হইবে (বিশেষ নিয়ম)।

৩০ ধা॥ কোম্পানির তাঁতি অথবা কোম্পানির তেজারৎ কর্ম্মসম্পর্কীয় যে লোক থাকে তাহার উপর সাক্ষির সমন যেরূপে জারী হইবে তাহা।

৩১ ধা॥ ১ প্র॥ যে সাক্ষিরা সমন দেখিয়া গরহাজির হয় তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক হইবে এবং মুনসিফ তদ্বিষয়ে জজসাহেবের নিকট রিপোর্ট দিবে। সে সাক্ষিরদিগকে জোর করিয়া হাজির করিতে জজসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

সাক্ষিরদিগকে হাজির করাওণের বিষয়ে হুকুম।

২ প্র॥ যদি জজসাহেবের হুকুমে সাক্ষী হাজির না হয় তবে জজসাহেব জরিমানা করিতে পারিবেন। তাহা যেরূপে লওয়া যাইবে।

৩ প্র॥ সাক্ষী সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিলে মুনসিফ তাহার জরিমানা করিতে পারে কিন্তু জজসাহেবের মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করণার্থে তাহার রিপোর্ট দিবে।

৩২ ধা॥ ১ প্র॥ যে সাক্ষিরা অন্য আদালতের এলাকায় বাস করে তাহারদের নামে সমন জারী যেরূপে হইবে।

সাক্ষিরদের সাক্ষ্য লওনবিষয়ে বিধি।

২ প্র॥ যেং স্থলে জজসাহেবের নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্তে সাক্ষিরদের লিখিত জিজ্ঞাসাদ্বারা জোবানবন্দী লইতে হইবে তাহা।

২৩ আইন।

৩৩ ধা॥ সাক্ষিরদিগকে কয়েদ করিতে অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত বিলম্ব করাইতে নিষেধ।

৩৪ ধা॥ সাক্ষিরা শপথ বা সুকৃতিদ্বারা আপনারদের জোবানবন্দী দিবে।

৩৫ ধা॥ উভয় বিবাদী সম্মত হইলে শপথবিনা তাহারদের সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে।

৩৬ ধা॥ সাক্ষিরদিগকে উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তি অথবা তাহারদের উকীলেরা কিছু শিক্ষাইয়া দিবে না অথবা ভয়প্রদর্শন করাইবে না অথবা যে জিজ্ঞাসাতে তাহারদের আশয় জানিতে পারা যায় তাহা অথবা মোকদ্দমাছাড়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।

৩৭ ধা॥ সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর মজমুন ও জোবানবন্দীতে যেরূপে দস্তখৎ হইবে তাহা।

দস্তাবেজ।

[বিস্তারিত ১৮১৭॥ ৩ আ॥ ২ ধারা।]

৩৮ ধা॥ ১ প্র॥ মুনসিফেরদের সম্মুখে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার দস্তাবেজে কোন রসুম লওয়া যাইবে না কিন্তু নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্প কাগজের* উপর না লিখিত দস্তাবেজ গ্রাহ্য হইবে না।

২ প্র॥ নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ বিনা অন্য কোন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দস্তাবেজ লেখা গেলে মুনসিফ তাহার রিপোর্ট জজসাহেবকে দিবে।

৩ প্র॥ যে দস্তাবেজ দাখিল হইবে তাহাতে তারিখ ও নম্বর ও চিহ্ন থাকিবেক।

৩৯ ধা॥ মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ও দস্তাবেজ ও সাক্ষিরদের প্রমাণদষ্টে ডিক্রী হইবে।

ডিক্রীতে যাহা থাকিবে।

৪০ ধা॥ ডিক্রীর মধ্যে ফরিয়াদী ও আসামীর নাম থাকিবে ও যে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী হইয়াছিল তাহারদের নাম ও যে দস্তাবেজ দাখিল হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম থাকিবে। এবং উভয় পক্ষের সওয়াল জওয়াবেতে বিশেষ বৃত্তান্তের খোলাসা অর্থাৎ স্থূল এবং মুনসিফেরা যে হেতুতে ও যে প্রমাণে ডিক্রী করে তাহার বেওরা

থাকিবে। ও যে সম্পত্তির বিষয়ে তাহারা ডিক্রী করে তাহার নগদ টাকা অথবা মূল্য এবং ফরিয়াদী অথবা আসামীর উপর আদালতের খরচা বলিয়া অথবা ক্ষতি বাবতে তাহারদের যাহা দিতে হইবে তাহার স্পষ্ট বেওরা লিখিবে এবং যদি মুনসিফ বোধ করে যে এ মোকদ্দমা কেবল দুঃখ ও ক্লেশের নিমিত্তে উপস্থিত করা গিয়াছে তবে সে উচিত বুঝিয়া ফরিয়াদীর বিপক্ষে খরচা ও জরিমানার হুকুম করিবে।

ডিক্রীর নকল দেওন।

৪১ ধা॥ ১ প্র॥ ডিক্রীর দুই নকল হইয়া আসামী ও ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবে এবং তাহারদিগকে তাহা দেওনের তারিখ অথবা তাহারা যদি তাহা না লয় তবে সেই না লওনের হেতু মুনসিফ নকলের পৃষ্ঠে টুকিয়া রাখিবে।

তারিখের ফেরফার।

২ প্র॥ মুনসিফেরা যদি তারিখের ফেরফার করে অথবা আপীলের বাধা জন্মান দৃষ্টে উভয় বিবাদিকে তাহার নকল না দেয় তবে তাহারা তগীর হইতে পারে এবং সরকারে তাহারদের জরিমানা হইতে পারে।

৩ প্র॥ ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিবার প্রয়োজন নাই।

৪২ ধা॥ কাছারীর মধ্যে বৈঠকের সময় যদি কেহ মুনসিফকে অবজ্ঞা করে তবে মুনসিফ তাহার জরিমানা করিতে পারে এবং তাহার মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করণার্থে জজ সাহেবের নিকট রিপোর্ট দিবে।

মাসিক বা ছয়মাসিয়া রিপোর্ট।

৪৩ ধা॥ ১ প্র॥ যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার রিপোর্ট ও রোয়দাদ প্রতিমাসের ১৫ তারিখে নীচে লিখিত পাঠানুসারে জজসাহেবের নিকট প্রেরিত হইবে (নং ৫ এপেণ্ডিক্স)

২ প্র॥ ছয় ২ মাসান্তর মুনসিফের কাছারীতে যত মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিবে তাহার রিপোর্ট (নীচে লিখিত পাঠ) অনুসারে জজসাহেবের নিকট পাঠাইবে (নং ৬ এপেণ্ডিক্স)।

৩ প্র॥ মাসিক ও ছয়মাসিয়া রিপোর্ট যেরূপে মোহর করা গিয়া জজসাহেবের নিকট দাখিল করা যাইবে তাহা।

৪৪ ধা॥ মুনসিফেরা আপনারদের ডিক্রী জারী করিবে না।

ডিক্রী জারী। [১৮১৪ ॥ ২৬ আ॥ ১৫ ধা॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

৪৫ ধা॥ ১ প্র॥ ফরিয়াদী অথবা আসামী মুনসিফের ডিক্রী জারীকরণেচ্ছুক হইলে* ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া জজসাহেবের নিকট দরখাস্ত দিবে। সে দরখাস্ত ডিক্রীর তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

১৮১৪ ২৩ আইন।

২ প্র॥ সে দরখাস্তে যাহা লিখিতে হইবে তাহা এবং তাহার আপীল হইয়াছে কি না তাহাও লিখিতে হইবে।

৩ প্র॥ সে দরখাস্তের সহিত মুনসিফের আসল ডিক্রীর মোকাবিলা করিতে হইবে।

ডিক্রী জারীকরণের মিয়াদ।

৪ প্র॥ যদি আপীল গ্রাহ্য হয় তবে চলিত আইনঅনুসারে তাহার জারীহওয়া স্থকিত বা নিশ্চয় হইবে।

৫ প্র॥ যদি মুনসিফের ডিক্রী জারীর দরখাস্তের মিয়াদ গত হয় এবং বিলম্বের উপযুক্ত কারণ নাদর্শান যায় তবে ফরিয়াদী তদ্বিষয়ে জিলা কিম্বা শহরের আদালতে নূতন মোকদ্দমা করিবে। এমত মোকদ্দমায় আসামী যেপ্রকার সওয়াল জওবাব করিতে পারিবে ও না পারিবে তাহা।

[১৮২১ ॥ ২ আ॥ ৭ ধারা দেখ।]

৬ প্র॥ যদি ডিক্রী জারী হইবার মিয়াদ গত না হয় তবে ডিক্রী জারী হইবে (বিশেষ হুকুম)

কয়েদের মিয়াদ।

৭ প্র॥ ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৭ ধারার হুকুমের অতিরিক্তে কোন ব্যক্তি ডিক্রীর হুকুমক্রমে ৬৪ টাকার মধ্যের বিষয়ে ছয় মাসের ঊর্দ্ধ কয়েদ থাকিবে না কিন্তু এমত আসামীর কোন কালে কিছু সম্পত্তি থাকিলে ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্তে তাহা বিক্রীত হইবে।

মুনসিফের ডিক্রীর আপীল।

৪১ ধা॥ ১ প্র॥ মুনসিফের ডিক্রীর উপর যে আপীল হইবে সে আপীল ডিক্রীর নকল দিবার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে করিতে হইবে। কিন্তু জজসাহেব উপযুক্ত কারণ বুঝিয়া সে মিয়াদ অতীত হইলেও আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন।

২ প্র॥ আপীলের দরখাস্ত জজসাহেবকে দেওয়া যাইবে মুনসিফকে দেওয়া যাইবে না।

৩ প্র॥ এরূপ আপীলের দরখাস্ত স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকীলদ্বারা দাখিল করিতে হইবে তদ্বিষয়ে উকীল যে রসুম পাইতে পারিবে তাহা।

৪ প্র॥ মুনসিফেরদের ডিক্রী বেসিরিস্তা বলিয়া নামঞ্জুর হইবে না কেবল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দোষগুণ বিবেচনাপূর্ব্বক মঞ্জুর বা নামঞ্জুর হইবে।

৫ প্র॥ আপীল মঞ্জুর হইলে আপেলাণ্ট জজসাহেবের ডিক্রী মানিতে উপযুক্ত জামিন দিলে জজসাহেব ডিক্রী জারী স্থকিত করিতে পারেন।

মোকদ্দমা বিলিকরণে জজসাহেবের ক্ষমতা।

৪৭ ধা॥ মুনসিফের নিকট উপস্থিত কোন মোকদ্দমা জজসাহেব আপন হুজুরে বিচার করিতে পারেন্ অথবা রেজিষ্টরসাহেবকে অথবা সদর আমীনকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন্ অথবা এক মুনসিফের হাতহইতে লইয়া অন্য মুনসিফের হাতে সমর্পণ করিতে পারেন্।

৪৮ ধা॥ মুনসিফের পদ শূন্য হইলে জজসাহেব তাহাতে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

৪৯ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৫ সালের ১ জিনুআরির পর মুনসিফেরা নিষ্পত্তি করা মোকদ্দমার বিষয়ে নীচে লিখিত দাঁড়ানুসারে মেহনতআনা পাইবে।

মুনসিফের মেহনতআনা।
[১৮১৭॥ ৩ আ। ৪ ধারা দেখ।]

২ প্র॥ মুনসিফেরা যে সকল মোকদ্দমার ন্যায় বা অন্যায় দৃষ্টে ডিক্রী দিবে বা রাজীনামাদ্বারা* নিষ্পত্তি করিবে সে নালিশে আরজীর ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য অথবা উপস্থিত রসূম সম্যক পাইতে পারিবে।

মাসিক ফিরিস্তি।

৩ প্র॥ মুনসিফেরা জজসাহেবের নিকট মাসেং তাহারদেরকর্তৃক নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার রিপোর্ট দিবে কিন্তু উভয় বিবাদির কসুরেতে ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমার বেওরা তাহাতে থাকিবে না এবং এরূপ ডিস্‌মিসহওয়া মোকদ্দমার উপর মুনসিফেরা কিছু মেহনতআনা পাইবে না।

মেহনতআনা দেওন।

৪ প্র॥ মুনসিফের এই রিপোর্ট সিরিস্তাদারকর্তৃক বিচারিত হইবে এবং মুনসিফ যে মেহনতআনা পাইবে তাহা জজসাহেবের হুকুমে আদালতের খাজাঞ্চিদ্বারা তাহাকে দেওয়া যাইবে।

মুনসিফেরদের মুৎফরক্কা কার্য্য ও স্থানে গিয়া ইনসাফকরণ।

৫০ ধা॥ ১ প্র॥ কোন স্থানসম্পর্কীয় হক ও ব্যবহারবিষয়ে তজবীজ করিতে হইলে জজসাহেব মুনসিফকে পাঠাইতে পারেন্ এবং সামান্যতঃ যে সকল তজবীজ সেইং স্থানে গিয়া করিলে উত্তম হয় তাহার তদারককরণার্থে মুনসিফকে পাঠাইতে পারেন্।

২ প্র॥ এইরূপ হইলে মুনসিফেরদিগকে যেং বিজ্ঞাপনপত্র ও হুকুমনামা দেওয়া যাইবে তাহা।

৩ প্র॥ জজসাহেবের খাতির্জমা হইলে এই সকল স্থানে মুনসিফের তজবীজ ও কৈফিয়ত... রুবকার প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইবে।

২৩ আইন।

৫১ ধা॥ ১ প্র॥ সরাসরী কি সামান্য ডিক্রীঅনুসারে স্থাবর সম্পত্তির দখল দিতে মুনসিফকে জজসাহেব ক্ষমতা দিতে পারেন্।

২ প্র॥ যেং রূপে মুনসিফেরা এই স্থলে মেহনতআনা পাইবে তাহা।

৩ প্র॥ মুনসিফেরা আপনারদের এই কর্ম্ম সিদ্ধকরণে যদি কিছু ত্রুটি করে তবে তাহারা কিছু মেহনতআনা পাইবে না।

৫২ ধা॥ জরিমানা অথবা ডিক্রী জারীকরণার্থে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে জজসাহেব মুনসিফকে আজ্ঞা দিতে পারেন্ ও মুনসিফ বিক্রয়দ্বারা যত টাকা উসুল করে তাহার একআনা রসুম পাইবে।

৫৩ ধা॥ জামিনের মাতবরী বিষয়ে এবং পাপরের দরিদ্রতাবিষয়ে মুনসিফকে রিপোর্ট দিতে হুকুম হইতে পারিবে।

৫৪ ধা॥ উপরে লিখিত দাঁড়াতে আমীন অথবা আদালতের অন্যং আমলারদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করণবিষয়ে কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

৫৫ ধা॥ ক্রোকী সম্পত্তির বিক্রয়েতে মুনসিফেরা পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিবে।

কটকের বিশেষ হুকুম।

৫৬ ধা॥ কটকেতে জগন্নাথপুরীর বিষয়েতে মুনসিফেরদের প্রতি বিশেষ বিধি।

চট্টগ্রামের বিশেষ হুকুম।

৫৭ ধারাঅবধি ৫৯ ধারাপর্য্যন্ত জিলা চট্টগ্রামের মুনসিফেরদের বিশেষ বিধি।

সদর আমীন।

৬০ ধা॥ সদর আমীনেরদের ক্ষমতা ও এলাকা স্পষ্ট করিতে নীচে লিখিত ধারা স্থির হইল।

৬১ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে জিলা ও শহরের আদালতের সদর আমীনেরদের সংখ্যা বাড়াইতে কিম্বা কমাইতে পারেন্।

৬২ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীরা আপনারদের পদের উপলক্ষে সদর আমীন হইবে।

৬৩ ধা॥ সদর আমীন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবে।

সদর আমীনের যোগ্যতা।

৬৪ ধা॥ যে ব্যক্তিরদিগকে সদর আমীনের জন্যে জজসাহেবেরা মনোনীত করি

বেন তাহারদের যোগ্যতার রিপোর্ট মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে দিবেন।

৬৫ ধা॥১ প্র॥ পুরাতন সনন্দ রদ হইবে ও নূতন সনন্দ নীচের লিখিত পাঠক্রমে দেওয়া যাইবে (নং ৭ এপেণ্ডিক্স)।

তাহারদের সনন্দ।

২ প্র॥ যাহারা ইহার পর সদর আমীনী পদে নিযুক্ত হইবে তাহারদিগকে নূতন ধারার পাঠানুসারে সনন্দ দেওয়া যাইবে কিন্তু আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতের দিগকে সনন্দ দেওয়া যাইবে না।

৬৬ ধা॥ সদর আমীনেরা যে শপথ ও সুকৃতি করিবে তাহা (নং ৮ এপেণ্ডিক্স।)

৬৭ ধা॥ এই আইনের ৯। ১০ ধারা সদর আমীনেরদের পদের উপর খাটিবে। তাহারদের কাছারী যে স্থানে হইবে তাহা *।

[১৮২১॥২ আ॥৬ ধারাদ্বারা সুধরা।]

সোপর্দ্দকরণীয় মোকদ্দমা।
[বিস্তারিত ১৮২১॥২ আ॥৫ ধা ১।২ প্রকরণ।]

৬৮ ধা॥ ১৫০ টাকার মধ্যে এমত সংখ্যা ও মূল্যের * অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা অথবা ১৮১৪ সালের। ১ আইনের ১৪ ধারার প্রকরণানুসারে হিসাব করা স্থাবর বস্তুর মূল্য দেড় শত টাকার মধ্যে হইলে এমত মোকদ্দমা জজসাহেবেরা সদর আমীনেরদিগকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন। কিন্তু যে মোকদ্দমায় সদর আমীন আপনি অথবা তাহার তাবেদার কোন ব্যক্তি অথবা তাহার উকীল সম্পর্ক রাখে অথবা যে কোন মোকদ্দমায় ইউরোপীয় ব্যক্তিরা এক পক্ষে হন অথবা যে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী পাপর বলিয়া। নালিশ করে এরূপ মোকদ্দমাসকল সদর আমীনের হাতে সোপর্দ্দ হইবে না।

[১৮১৪॥১৪ আ॥১৩ ধা॥৪ প্রকরণ দ্বারা রদ॥]

সরা ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা।

৬৯ ধা॥ যে মোকদ্দমায় হিন্দুর ব্যবস্থায় অথবা মুসলমানের সরায় দৃষ্টিকরণের আবশ্যকতা হয় সে সকল মোকদ্দমা বিষয় বুঝিয়া মৌলবী ও পণ্ডিতের হাতে সোপর্দ্দ করা যাইবে।

ইষ্টাম্পের মূল্য।

৭০ ধা॥ সদর আমীনেরদের হাতে যে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করা যাইবে তাহাতে প্রথমতঃ কোন রসুম লওয়া যাইবে না কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য লওয়া যাইবে।

বিরোধি বস্তুর মূল্য ১৬ টাকার মধ্যে হইলে তাহার দরখাস্তের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য....................১ টাকা

সাহেবদ্বারা করা যাইবে এবং জজসাহেব আপন বিবেচনাক্রমে তাহা মঞ্জুর বা না মঞ্জুর করিবেন।

৭৮ ধা॥ এই আইনের কোন ধারা শ্রীরামপুর ও চন্দননগর ও চুঁচড়াপ্রভৃতির উপর খাটিবে না।

এপেণ্ডিক্সে পাঠ। নং ১ অবধি ৮ পর্য্যন্ত।

২৪ আইন।

আসিষ্টাণ্ট জজ।

২ ধা॥ ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২ ধারাঅবধি ৮ ধারাপর্য্যন্ত এবং ২০ ধারাঅবধি ২৭ ধারাপর্য্যন্ত এবং ১৮০২ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার ৫। ৬। ৭ প্রকরণ এবং ১১। ১২। ১৬ ধারা এবং ১৭ [illegible] ২। ৩। ৪ প্রকরণ রদ হইল।

তাহারদের যোগ্যতা।

৩ ধা॥ আসিষ্টাণ্টজজের পদ রদ হইল।

৪ ধা॥ ১৮২৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারাদ্বারা রদ হইল।

৫ ধা॥ ১৮২৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারাদ্বারা রদ হইল।

৫০০০ টাকাপর্য্যন্ত মোকদ্দমা।
[বিস্তারিত ১৮১৭॥ ১৯ আ॥ ২॥ ৩ধারা দেখ।]

৬ ধা॥ ১ প্র॥ জিলা ও শহরের জজসাহেব প্রথম উপস্থিত ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন এবং ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারানুসারে সে টাকার গণনা করা যাইবে।

২ প্র॥ এই আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণের দাঁড়ামতে রেজিষ্টরসাহেব যে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন তদ্ভিন্ন মুনসিফ ও সদর আমীন ও রেজিষ্টর সাহেবেরদের ডিক্রীর আপীল জজসাহেবের নিকট হইতে পারে।

জিলা ও শহরের আদালতে আপীল।

৩ প্র॥ এই আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণের দাঁড়াক্রমে যে আপীল রেজিষ্টরসাহেবেরদের নিটক সোপর্দ্দ হয় সে আপীল ডিক্রীর দ্বিতীয় অথবা খাস আপীল জজসাহেবের নিকট হইতে পারে এবং মুনসিফেরদের ডিক্রীর যে আপীল সদর আমীনের নিকট হয় সে ডিক্রীর ও দ্বিতীয় অথবা খাস আপীল জজসাহেবেরা শুনিতে পারেন ঐ প্রকার আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে জজসাহেব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে কর্ম্ম করিবেন।

সদর আমীন।

৭ ধা॥ ১ প্র॥ যে মোকদ্দমায় কোন ইউরোপীয় বা আমেরিকীয় লোক এক পক্ষে থাকেন সে মোকদ্দমা জজসাহেবেরা সদর আমীনের হাতে সোপর্দ্দ করিবেন না।

২ প্র॥ কিন্তু দেড় শত টাকার* মধ্যে অন্য সকল প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা জজ সাহেবেরা সদর আমীনের হাতে সোপর্দ্দ করিতে পারেন্।

[১৮২০ ॥ ২ আ ॥ ৫ ধা॥ ১ ও ২ প্রকরণ দ্বারা বিস্তারিত।]

সদর আমীনের ডিক্রীর আপীল।

৩ প্র॥ সদর আমীনের ডিক্রী জজসাহেবের নিকট আপীল হইতে পারে যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধিক্রমে তদ্বিষয়ে খাস আপীল মঞ্জুর করিবার কোন হেতু না দেখেন্ তবে তদ্বিষয়ে জজসাহেবের ডিক্রী চূড়ান্ত।

মুনসিফের ডিক্রীর আপীল।

৪ প্র॥ মুনসিফেরদের ডিক্রী সদর আমীনেরদের নিকট আপীল হইতে পারে এবং যদি জজসাহেব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধিক্রমে তদ্বিষয়ে খাস আপীল করিতে উপযুক্ত কারণ না দেখেন্ তবে তদ্বিষয়ে সদর আমীনের ডিক্রী চূড়ান্ত।

রেজিষ্টরসাহেবের স্থানে অর্পণীয় মোকদ্দমা। [১৮১৯ ॥ ৯ আ ॥ ৯ ধারাদ্বারা বিস্তারিত।]

৮ ধা॥ ১ প্র॥ নগদ টাকার বা মূল্যের পাঁচশত টাকার মধ্যে মোকদ্দমা জজসাহেবেরা আপনারদের রেজিষ্টরসাহেবেরদের* নিকট বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কারণ সোপর্দ্দ করিতে পারেন্। সে মূল্য ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারানুসারে হিসাব করা যাইবে।

২ প্র॥ এবং ৩ প্র॥ ১৮২১ সালের ২ আইনের ১৩ ধারাদ্বারা রদ হইল।

৪ প্র॥ যে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব না হইতেং রাজীনামাদ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহার রসুম রেজিষ্টরসাহেব কিছু লইবেন না ও তাহার উপস্থিত রসুম সম্যক কি তাহার বদলে ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

রেজিষ্টরসাহেবের রসুম। [১৮২১ ॥ ২ আ ॥ ১৩ ধারাদ্বারা রদ।]

৫ প্র॥ যে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব সাঙ্গ হইলে পর রাজীনামাদ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহার রসুমের অর্দ্ধেক* রেজিষ্টরসাহেব পাইবেন ও অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

রেজিষ্টরসাহেবের ডিক্রীর আপীল।

৬ প্র॥ এই আইনক্রমে যে সকল মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবেরদের হাতে সোপর্দ্দ হয় সে মোকদ্দমার ডিক্রী জজসাহেবের নিকট আপীল হইতে পারে।

৭ প্র॥ এই প্রকার আপীলে যদ্যপি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধিক্রমে তদ্বিষয়ে খাস আপীলের কিছু উপ

যুক্ত হেতু না দেখেন তবে জজসাহেবেরা তদ্বিষয়ে যত টাকা মঞ্জুর করিয়া বা না করিয়া ডিক্রী করেন সে ডিক্রী চূড়ান্ত।

রেজিষ্টরসাহেবের অধিক ক্ষমতা।
[১৮১৯॥ ৯ আ॥ ৮ ধা॥ ১ প্রকরণদ্বারা বিস্তারিত।]

১ ধা॥ ১ প্র॥ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে রেজিষ্টরসাহেবেরদিগকে অধিক ক্ষমতা* দিতে পারেন।

২ প্র॥ যখন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন জিলা ও শহরের আদালতে অধিক মোকদ্দমা দেখিয়া এমত বোধ করেন যে নীচে লিখিত ৪। ৬ প্রকরণানুসারে রেজিষ্টরসাহেবকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়ার আবশ্যক তখন তদ্বিষয়ে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে রিপোর্ট ও বৃত্তান্ত দিবেন।

৩ প্র॥ এই রূপ রিপোর্ট ও বৃত্তান্তাবগত হইয়া শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে পশ্চাৎ লিখিত বিশেষ ক্ষমতা রেজিষ্টরসাহেবকে অর্পণ করিতে পারেন এবং তদ্বিষয়ে তিনি সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতেও জজসাহেবের নিকট সমাচার দিবেন।

[শুধরা ১৮২১॥ ২ আ॥ ১১ ধা॥ ২ প্রকরণ।]

৪ প্র॥ মুনসিফের ও সদর আমীনেরদের ডিক্রীর যে আপীল জজসাহেব বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ* করিবেন তাহা তিনি লইতে পারেন এবং যদ্যপি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধিক্রমে তদ্বিষয়ে খাস আপীলের উপযুক্ত কারণ জজসাহেব না দেখেন তবে তদ্বিষয়ে রেজিষ্টরসাহেবের ডিক্রী চূড়ান্ত।

রেজিষ্টরসাহেবের রসুম।
[১৮২১॥ ২ আ॥ ১৩ ধারাদ্বারা রদ।]

৫ প্র॥ এইরূপে যে মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের হাতে সোপর্দ্দ হয় এবং তিনি তাহার ন্যায় অন্যায়দৃষ্টে ডিক্রী করেন সে মোকদ্দমায় রেজিষ্টরসাহেব নালিশের সমুদয় রসুম অথবা ইষ্টাম্পের মূল্য* পূর্ব্ব লিখিত ধারার ৩। ৪। ৫ প্রকরণানুসারে পাইতে পারিবেন।

[শুধরা ১৮২১॥ ২ আ॥ ১১ধা॥ ২ প্রকরণ দেখ।]

৬ প্র॥ নগদ টাকা বা মূল্যে ৫০০ পাঁচশত টাকার ঊর্দ্ধে যে মোকদ্দমা জজসাহেব রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ করিবেন* তাহা তিনি বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

৭ প্র॥ পূর্ব্ব লিখিত মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেব ন্যায় অন্যায়দৃষ্টে নিষ্পত্তি

করিলে ১৬ ষোল টাকা রসুম* পাইতে পারেন কিন্তু মোকদ্দমা নাদসুট হইলে কিছু রসুম পাইবেন না।

[১৮২১॥২ আ॥১৩ ধারাদ্বারা রদ।]

৮ প্র॥ সওয়াল জওয়াব সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমা রাজীনামাদ্বারা নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর তিনি কিছু রসুম পাইবেন না তাহার সকল রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

৯ প্র॥ যদি সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত ও পাঠের পর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তবে রসুমের অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এবং রেজিষ্টরসাহেব ৮ আট কাটা* পাইবেন।

[১৮২১॥২ আ॥১৩ ধারাদ্বারা রদ।]

১০ প্র॥ এই ধারার ৬ প্রকরণক্রমে যে মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ করা যাইবে তাহার ডিক্রীর আপীল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের নিকট করা যাইতে পারে।

রেজিষ্টরসাহেবের প্রতি মফঃসল আপীল আদালতের হুকুম।

১১ প্র॥ উপরে লিখিত এবং অন্যং সকল মোকদ্দমায় মফঃসল আপীল আদালতের তাবৎ হুকুমনামা জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবের মারফৎ রেজিষ্টরসাহেবের নিকট পাঠান যাইবে ও রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা ফিরতনামা পাঠান যাইবে।

১২ প্র॥ কোন রেজিষ্টরসাহেব অথবা সেই পদে পশ্চাৎ নিযুক্ত সাহেবেরা সরকারের বিশেষানুমতি বিনা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য করিবেন না এবং শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যখন উচিত বুঝেন তখন সে বিশেষ ক্ষমতা রহিত করিতে পারেন।

১৩ ধা॥ রেজিষ্টরসাহেব অথবা সদর আমীনকে জজসাহেব যে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করেন তাহা পুনর্ব্বার তলব করিয়া ফিরিয়া লইতে পারেন।

সাক্ষিরদের জোবানবন্দী। [১৮১৭॥১৯ আ॥ ১১ ধারা দেখ।]

১৪ ধা॥ ১ প্র॥ আদালতের হুকুমনামাতে দস্তখৎ করিয়া তাহা জারী করিতে এবং জোবানবন্দী* লইতে জজসাহেবেরা আপনারদের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরদিগকে ভার দিতে পারেন। সে ভার এতদ্দেশীয় আপনারদের আমলারদিগকেও দিতে পারেন। কিন্তু সে জোবানবন্দী আদালতের বৈঠকে উভয় বিবাদী অথবা তাহারদের উকীলের সম্মুখে লওয়া যাইবে। সে জোবানবন্দীতে উকীলেরা স্বাক্ষর করিবে।

১৮১৪

২৪ আইন।

২ প্র॥ রেজিষ্টরসাহেবেরাও তদ্রূপ আপনারদের আসিষ্টাণ্ট অথবা আপনার দের আমলা লোকেরদিগকে জোবানবন্দী লইতে হুকুম দিতে পারেন্।

১২ ধা॥ ১ প্র॥ যে আইনে এই হুকুম আছে যে রেজিষ্টরসাহেবেরা আপনার দের কাছারী সদর মোকামে আদালত ঘরে বসাইবেন তাহার অন্যথা হইল।

২ প্র॥ জিলা ও শহরের যে রেজিষ্টরসাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তদ্ভিন্ন উপরি রেজিষ্টরসাহেব নিযুক্ত হইতে পারেন্। তাঁহারা যে নামে খ্যাত হইবেন তাহা।

৩ প্র॥ জিলার সদর মোকামভিন্ন তাঁহারা অন্য কোন স্থানে স্থাপিত হইতে পারেন্।

রেজিষ্টরসাহেবের হুকুম।
[১৮১৫॥ ২ আ॥ ৩ ধারা দেখ।]

৪ প্র॥ এই মত হইলে রেজিষ্টরসাহেবের তাবৎ হুকুমনামা তাঁ[illegible] দফ্তরের মোহরে ও তাঁহার স্বাক্ষরে জারী হইবে এবং তদর্থে নিরূপিত আম[illegible]দ্বারা জারী হইবে।

[ঐ ঐ]

৫ প্র॥ জজসাহেবেরা এবং তাঁহারদের আমলারা রেজিষ্টরসাহেবের হুকুমনামা ও জরিমানাবিষয়ে সহায়তা করিবেন ও যদি কেহ প্রতিবন্ধকতা করে তবে সে আদালতের হুকুমনামার প্রতিবন্ধকতা করার শাস্তি পাইবে।

৬ প্র॥ যেং রেজিষ্টরসাহেব এই আইনঅনুসারে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা সামান্য রেজিষ্টরসাহেবের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

রেজিষ্টরসাহেবকর্ত্তৃক সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি।
[১৮২১॥ ২ আ॥ ৯ ধারা এবং ১৮২৪॥ ৩ আ॥ ২ ধারাদ্বারা বিস্তারিত।]
[১৮১৫॥ ২ আ॥ ৩ ধারাদ্বারা বিস্তারিত।]
[১৮১৫॥ ২ আ॥ ৩ ধারা দেখ।]

৭ প্র॥ যে রেজিষ্টরসাহেবেরা সদর মোকামে স্থিতি না করেন্ তাঁহারদিগকে আপনারদের এলাকার মধ্যে* মালগুজারীর আদায় ও বেদখলবিষয়ে সরাসরী মোকদ্দমা শুনিতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুকুম দিতে পারেন্।

৮ প্র॥ এরূপ মোকদ্দমা লইয়া বিচার করাতে জজসাহেবকর্ত্তৃক সে মোকদ্দমা অর্পিত হইলে রেজিষ্টরসাহেব যে ব্যবহারানুসারে চলিতেন তদনুসারে কর্ম্ম করিবেন এবং আপীলের স্থাপিত ব্যবস্থা যেপর্য্যন্ত সে মোকদ্দমায় খাটে সেপর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে বা নাও পারে।

৯ প্র॥ যে রেজিষ্টরসাহেব সদর মোকামে বাস না করেন্ কিন্তু বিশেষ এলাকাদার হন তাঁহার নিকট মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করাতে জজসাহেব অন্য মোকদ্দমা সো

২৪ আইন।

পর্দ্দ করণাপেক্ষা সেই এলাকার মধ্যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা সোপর্দ্দ করিবেন।

১০ প্র॥ যে রেজিষ্টরসাহেব এমত বিশেষ এলাকার মধ্যে স্থায়ী হন তিনি নির্দ্দিষ্ট কালে জিলা অথবা শহরের জজসাহেবের নিকট রিপোর্ট পাঠাইবেন।

১১ প্র॥ যদি অতিশয় ত্বরার আবশ্যক না হয় তবে রেজিষ্টরসাহেবেরদের সকল লিখনপত্র জজসাহেবেরদের মারফৎ প্রেরিত হইবে। ত্বরা থাকিলেও রেজিষ্টরসাহেব তাহার এক নকল জজসাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

লিখনপঠন ও রিপোর্ট।

১২ প্র॥ যদি আইনে অলিখিত কোন দাঁড়া ও রীতিসম্পর্কীয় কর্ম্ম উপস্থিত হয় তবে তদ্বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমমত কার্য্য করা যাইবে।

[১৮১৫॥ ২ আ॥ ৩ ধারা দেখ।]

২৫ আইন।

২ ধা॥ ১৮২৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারাদ্বারা রদ হইল।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে* সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত হইবে কিন্তু ঐ আদালতের কর্ম্মের বাহুল্যদৃষ্টে কিম্বা কারণান্তরে উচিত বোধ হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এক হাজার টাকার ঊর্দ্ধে যে মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত থাকে তাহা মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিতে পারেন।

আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমার অর্পণ।
[শুধরা ১৮১৭॥ ১১ আ॥ ২॥ ধা॥ ১ প্রকরণ দেখ।]

২ প্র॥ উপরে লিখিত মোকদ্দমার বিচার করাতে ৫০০০ টাকার ঊর্দ্ধে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার যে বিধি আছে সেই বিধ্যনুসারে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা কর্ম্ম করিবেন।

৩ প্র॥ যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি হইবে এবং ৫০০ টাকার ঊর্দ্ধে যে মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবকর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হয় সে সকল মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে করা যাইতে পারে।

৪ প্র॥ রেজিষ্টরসাহেব ও সদর আমীন ও মুনসিফেরদের নিকটে প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়া পরে জজসাহেবের নিকট আপীল হয়

মফঃসল আপীল আদালতের প্রতি আপীল।

১৮১৪

২৫ আইন।

যে মোকদ্দমায় খাস আপীল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা লইতে পারেন। এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারাঅনুসারে গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি হইবে।

ঐ আদালতের ডিক্রীর পুনর্দ্দৃষ্টি।

৫ প্র ॥ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদের কৃত ডিক্রী পুনরায় দৃষ্টি করিবার অনুমতি যাজ্ঞা করিতে পারেন্ এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণে লিখিত মোকদ্দমার সরাসরী আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন্।

৪ ধা ॥ ১৮২৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারাদ্বারা রদ হইল।

[শুধরা ১৮১৭ ॥ ১৯ আ ॥ ২ ধা ॥ ১ প্রকরণ দেখ।

মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমা।

৫ ধা ॥ ১ প্র ॥ নগদ টাকার অথবা মূল্যের ৫০০০ টাকার ঊর্দ্ধ* সকল মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হইয়া বিচার হইবে। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ইংগ্লণ্ডদেশে শ্রীযুত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীলের যোগ্য মোকদ্দমা অর্থাৎ ৫০০০০ টাকার মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতহইতে আপনারদের আদালতের মধ্যে আনিতে আজ্ঞা দিতে পারেন্।

২ প্র ॥ এই আইনের ৩ ধারাক্রমে যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ মফঃসল আপীল আদালতে বিচার ও ডিক্রী হয় তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।

সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল।

[১৮১৪ ॥ ২৪ আ ॥ ৩ ধারাদ্বারা রদ।]

৩ প্র ॥ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরদের এবং আসিষ্টাণ্ট জজ* সাহেবেরদের অথবা রেজিষ্টরসাহেবেরদের ডিক্রীর যে আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হয় তদ্বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর দ্বিতীয় অথবা খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে।

৪ প্র ॥ উপরে লিখিত আপীল লইয়া নিষ্পত্তি করণে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন।

ডিক্রীর পুনর্দ্দৃষ্টি।

৫ প্র ॥ প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদিগকে আপনারদের ডিক্রী পুনর্ব্বার শুধরাইতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম দিতে পারেন্ এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার বিধিক্রমে খাস আপীল মঞ্জুর করিতে পারেন্।

৬ ধা॥ ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারাতে অন্য জজসাহেবেরদের অবর্ত্তমানতা অথবা পীড়িত সময়ে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবের বৈঠক করণবিষয়ে যে বিধি আছে তাহার অতিরিক্তে এই নিয়ম হইল যে যখন কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্তে উচিত হয় তখন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা বিশেষ বৈঠক করিতে পারেন এবং ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারাতে কেবল এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে যে হুকুম আছে সেই হুকুমের বর্জ্জনীয় কথা দৃষ্টে তাঁহারা হুকুম দিতে ও ডিক্রী করিতে পারেন।

বিশেষ বৈঠক।

৭ ধা॥ ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৩। ৪ ধারায় মফঃসল আপীল আদালতে কেবল এক জন জজ বৈঠক করিলে তাঁহার পরাক্রম ও ক্ষমতাবিষয়ে যে বিধি আছে তাহা এই অনুসারে এক জন জজসাহেবের বৈঠককালে ডিক্রী ও পরাক্রম ও ক্ষমতার বিষয়ে খাটিবে।

আপীল আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতার বিস্তরণ।

৮ ধা॥ ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণের ব্যতিক্রম হইয়া যখন মফঃসল আপীল আদালতে কেবল এক জন জজসাহেব বৈঠক করেন এবং এমত তিনি বোধ করেন যে কোন ডিক্রীর অন্যথা বা রদ করণ উচিত তখন তিনি তদ্বিষয়ে আপন পরামর্শ রোয়দাদে লিখিতে পারেন এবং দ্বিতীয় জজসাহেব তাহার পর বৈঠক করিলে এবং সেই প্রথম জজসাহেবের পরামর্শে সম্মত হইলে তদ্বিষয়ে ডিক্রী করিতে পারেন এবং তিনি সে ডিক্রীতে দস্তখৎ করিলে তাহা মঞ্জুর কিন্তু তাহার উপর প্রথম জজসাহেবের পরামর্শ তিনি নকল করিবেন।

৯ ধা॥ ১ প্র॥ চলিত আইনের যে কএক ভাগে লেখা আছে যে মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবেরদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে ঐ আদালতের প্রথম জজসাহেব যে পক্ষে থাকিবেন সে পক্ষে ডিক্রী হইবে তাহা রদ হইল।

প্রধান জজসাহেবের পরামর্শ সিদ্ধ।

২ প্র॥ যখন মফঃসল আপীল আদালতের দুই জন সাহেব বৈঠক করিয়া জজ অথবা আসিষ্টাণ্ট জজ * অথবা রেজিষ্টরসাহেবের কোন ডিক্রী বা হুকুমের আপীল শুনেন এবং উভয়ের মধ্যে তদ্বিষয়ে বিবেচনার অনৈক্য হয় তখন যেপর্য্যন্ত তৃতীয় জজের বিবেচনা না হয় সেপর্য্যন্ত তাহারদের ডিক্রী স্থগিত থাকিবে এবং তিন জন জজসাহেব উপস্থিত হইলে দুই জন যে পক্ষে থাকিবেন সেই পক্ষে ডিক্রী হইবে।

[১৮১৪ ॥ ২৪ আ॥ ৩ ধারাদ্বারা রদ।]

২৫ আইন।

জজসাহেবেরদের বিবেচনা ও পরামর্শের অনৈক্য হইলে।

৩ প্র॥ প্রথমোপস্থিত মোকদ্দমায় মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবের দের মধ্যে কোন বিবেচনার অনৈক্য হইলে ঐ পূর্ব্বোক্ত বিধি তদ্বিষয়েও খাটিবে।

৪ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতের দুই জন জজসাহেব বৈঠক করিয়া মোতফরক্কা কোন বিষয়ের বিচারে যদি তাঁহারদের পরামর্শের অনৈক্য হয় তবে পূর্ব্ববৎ বিধি খাটিবে কিন্তু যদি তাহা আদালতে বিবেচনার বিষয় না হয় তবে যে কোন তৃতীয় জজসাহেব সদর মোকামে অবর্ত্তমান থাকিয়া সে এলাকার কোন স্থানে থাকেন তাঁহার নিকট সে কাগজপত্র পাঠান যাইতে পারে এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার বিবেচনা রোয়দাদের মধ্যে লিখিতে হইবে।

৫ প্র॥ যদি মফঃসল আপীল আদালতের চারি জন জজসাহেব আদালতে বসিলে তাঁহারদের মধ্যে কোন অনৈক্য হয় তবে প্রধান জজসাহেব ও অন্য এক জজ যে পক্ষে থাকিবেন সেই পক্ষের পরামর্শানুসারে কর্ম্ম চালান যাইবেক।

এক জন জজসাহেবের অধিক ক্ষমতা।

[ফৌজদারী আদালতে বিস্তারিত হইল॥ ১২ ধারা॥ ৬ প্রকরণ দেখ।]

১০ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮০৭ সালের ১ আইনের ১ ধারা এবং ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে যে ক্ষমতাপন্ন হন তদতিরিক্ত জিলা ও শহরের আদালতের যে এতদ্দেশীয় আমলা নিযুক্ত অথবা তগীর করিবার ভার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদিগকে দত্ত হইয়াছে তাহারদের নিযুক্ত ও তগীরের বিষয়ে এক জন জজসাহেব হুকুম করিতে পারেন কিন্তু যদ্যপি সে এক জন জজসাহেবের বিবেচনার সহিত ঐ জিলা অথবা শহরের আদালতের জজসাহেবের বিবেচনাতে অনৈক্য থাকে তবে সেই মফঃসল আপীল আদালতের দুই অথবা ততোধিক জজসাহেবেরদের পরামর্শের অপেক্ষা করিতে হইবে।

[ঐ ঐ]

২ প্র॥ এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে মফঃসল আপীল আদালতের কোন আমলাকে সম্পও করিতে পারেন কিন্তু কোন দ্বিতীয় জজসাহেবের সম্মতি বিনা তাহাকে তগীর করিতে পারিবেন না এবং ঐ দুই জন জজসাহেবের মধ্যে তদ্বিষয়ক বিবেচনার অনৈক্য হইলে এই আইনের নবম ধারানুসারে কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইবেক।

[১১ ধারাঅবধি ১৮ ধারাপর্য্যন্ত ফৌজদারী বহী দেখ।]

১১ ধারাবধি ১৮ ধারাপর্য্যন্ত। দায়ের ও সায়েরী আদালত ও নিজামৎ আদালতের কোন এক জন জজসাহেব বৈঠক করিলে তাহারদের বিষয়ে ক্ষমতা ফৌজদারী বহীতে পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় বা খাস আপীলের বিষয়ে শুধরা বিধি।

২৬ আইন।

১৮১৪

২ ধা ॥ ১ প্র ॥ ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের* ২৪ ধারা ও ১৮০৫ সালের ২ আইনের ১০ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ২। ৩ প্রকরণের বিধি শুধরা গেল এবং ইহার পর যদি ডিক্রীর দৃষ্টে কিম্বা তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া কাগজ পত্রের দৃষ্টে এমত বোধ হয় যে সে ডিক্রী আদালতে চলিত কোন দাঁড়া ও দস্তুরের ব্যতিক্রমে করা গেল কিম্বা চলিত আইনের বিরুদ্ধে হইল অথবা যদি শাস্ত্র ও শরার সহিত সম্পর্ক থাকিলে যদি সে ডিক্রী শাস্ত্র ও শরার বিরুদ্ধে হয় অথবা যদি অন্য যে কোন ব্যবস্থা ও ব্যবহার সে স্থলে খাটে তাহার সহিত ঐক্য না হয় অথবা যদি সে মোকদ্দমা এমত কোন ভারী অথবা আবশ্যক বিষয়ঘটিত হয় যে তাহাতে ইহার পূর্ব্বে কখন উপরিং আদালতের সাহেবেরা কিছু নির্দ্ধার্য্য না করিয়া থাকেন তবে এ সকল ব্যতিরেকে আর কোন বিষয়ে আদালতে দ্বিতীয় অথবাখাস আপীল গ্রাহ্য হইবে না।

খাস আপীলের হেতু।
[*১৮১৪ ॥ ১৪ আ ॥ ২ ধারাদ্বারা রদ।]
[।১৮১৭ ॥ ১৯ আ ॥ ৭ ধা ॥ ১ প্রকরণও ১৮১৯ ॥ ৯ আ ॥ ২ ধা ॥ ১ প্রকরণ দেখ।]

২ প্র ॥ যদি উপরে লিখিত কোন হেতু বলিয়া ফরিয়াদী বা আসামী আপীলের ডিক্রীতে অসম্মত হয় তবে সে নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে ১৮১৪ সালের ২৪ ও ২৫ আইনের ধারামতে যে আদালতের সাহেবেরা এমত খাস আপীল শুনিতে ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদের স্থানে তদ্বিষয়ে দরখাস্ত দিতে পারে।

৩ প্র ॥ ঐ আপীলের দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপর লেখা যাইবে তাহা। সে দরখাস্তে এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত যেং হেতুতে খাস আপীলের দরখাস্ত করা যায় তাহার স্পষ্ট বেওরা থাকিবেক। দরখাস্ত সে ব্যক্তি নিজে বা আদালতের মোকররী উকীলদ্বারা দাখিল করিবে। উকীলদ্বারা দাখিল করিলে উকীল তাহাতে দস্তখৎ করিবে ও তাহার পৃষ্ঠে এই লিখিবে যে সে খাস আপীল হওনার্থে দরখাস্তেতে যেং হেতু লেখা আছে তাহা সে আপনি বিবেচনাপূর্ব্বক বিশিষ্ট ও উপযুক্ত বুঝে।

আপীলের দরখাস্ত।

৪ প্র ॥ যদি খাস আপীল লওনের হেতু আদালতের সাহেবেরা উপযুক্ত বুঝেন্ তবে সে ব্যক্তি নিরূপিত জামিন দাখিল করিবে এবং উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উকীলের রসুম আমানৎ করিলে আদালতের সাহেবেরা খাস আপীল মঞ্জুর করিবেন ও সামান্য আপীলের রীত্যনুসারে তাহা নিষ্পত্তি করিবেন।

গ্রাহ্য হইলে।

৫ প্র ॥ যদি আদালতের সাহেবেরা খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ তবে সে ব্যক্তি ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য ফিরিয়া পাইতে পারিবে না কিন্তু এ বিষয়ে

অগ্রাহ্য হইলে।

১৮১৪

২৬ আইন।

আদালতের সাহেবেরা আপনং বিবেচনানুসারে কর্ম্ম করিবেন এবং উচিত বোধ করিলে সে ইষ্টাম্পের মূল্যের ৫০ আনাপর্য্যন্ত মূল্য ফিরিয়া দিতে হুকুম দিতে পারেন্।

চূড়ান্ত হুকুম।

৬ প্র॥ যে আদালতের সাহেবেরা খাস আপীল লইতে ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারা খাস আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করণবিষয়ে যে হুকুম করিবেন অথবা মঞ্জুরীকৃত খাস আপীলের যে ডিক্রী করিবেন তাহা চূড়ান্ত ও সে আদালতের উপরের আদালতে তদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার আপীল হইতে পারে না।

উকীলের রসুম।

৭ প্র॥ খাস আপীলের দরখাস্ত যদি নামঞ্জুর হয় তবে উকীলেরদের মেহনত আনার বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা যাহা উচিত বুঝেন্ তাহা তাহারা পাইবে কিন্তু সে মোকদ্দমা আদালতের সাহেবকর্ত্তৃক মঞ্জুর ও ডিক্রী হইলে উকীল যে রসুম পাইত তাহার সিকির অধিক কোনমতে পাইতে পারিবে না।

[১৮১৪॥ ২৪ আ॥ ১ ধারাদ্বারা রদ।]

৩ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮০১ সালের ২ আইনের ৮। ৯ ধারা এবং দত্তদেশবিষয়ক ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১২ ধারার ১২ও ১৩ প্রকরণ এবং ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের* ২৬ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ১১ ধারা রদ হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নীচে লিখিত বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল।

সরাসরী আপীলের গ্রাহ্যকরণের হেতু ও মিয়াদ।

২ প্র॥ কোন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদের শুননযোগ্য কোন মোকদ্দমা বা আপীল শুনিতে অস্বীকার করিলে অথবা তাহার ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া কোন চুক বা দাঁড়া দস্তুর ভঙ্গদোষ বলিয়া তাহা ডিস্‌মিস করিলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই আদালতের হুকুম বা ডিক্রীর সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন্।

৩ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরদের হুকুম বা ডিক্রীর বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের উপরে লিখিত মত ক্ষমতা হইল।

৪ প্র॥ যদি ঐ মতে রেজিষ্টরসাহেব ও সদর আমীন আপনারদের নিকটে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া দাঁড়া দস্তুরের অতিক্রম বলিয়া তাহা ডিস্‌মিস্ করেন্ তবে তাঁহারদের হুকুম ও ডিক্রীর সরাসরী আপীল জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা লইতে পারেন্।

৫ প্র॥ উপরে লিখিত বিষয়ে সরাসরী আপীল সামান্য আপীল দাখিল করিবার যে মিয়াদ আছে সে মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক।

২৬ আইন।

আপীলের দরখাস্ত।

৬ প্র॥ যাহারা সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে চাহে তাহারা তাহা ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিয়া স্বয়ং অথবা আপনার উকীলের দ্বারা যে আদালতে সে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে সেই আদালতে দাখিল করিবে এবং তাহার সঙ্গে সেই মোকদ্দমার পূর্ব্ব ডিক্রী বা হুকুমের স্বাক্ষরীকৃত নকল দাখিল করিবে।

৭ প্র॥ যাহারা এরূপ দরখাস্তের প্রস্তাব করে তাহারদের নালিশী রসুম অথবা ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারাতে সে রসুমের পরিবর্ত্তে যে ইষ্টাম্পের মূল্য নির্দ্ধারিত আছে তাহা অথবা উকীলের রসুমের আমানৎ দিবার প্রয়োজন নাই এবং সামান্যতঃ এই আইনক্রমে আপীলকরা ডিক্রীর স্থকিত রাখণে যে জামিনের দরকার তদ্ভিন্ন অন্য কোন জামিন দিবে না।

রিস্পণ্ডণ্টকে এত্তেলা।

৮ প্র॥ সরাসরী আপীলের প্রস্তাব হইলে যদি আদালতের সাহেবেরা এমত উচিত না বুঝেন তবে রিস্পণ্ডেণ্টকে তাহার সমাচার দেওনের অথবা আদালতে তাহার হাজির করাণের আবশ্যক নাই এবং যে মোকদ্দমার আপীল হয় সে মোকদ্দমা অধোধঃ আদালতে বিশিষ্ট হেতু দেখিয়া বা আইনমতে নামঞ্জুর বা ডিস্মিস্ হইয়াছে কি না এই বোধার্থে সওয়াল জওবাব ও বিবেচনা ভিন্ন আর কোন বাবতে সওয়াল ও জওবাব ও বিবেচনা হইবে না।

আদালতের হুকুম।

৯ প্র॥ যদি এমত দৃষ্ট হয় যে সে মোকদ্দমা অনুপযুক্ত হেতুতে তাহার ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া ডিস্মিস্ বা নামঞ্জুর হইল তবে যে আদলেতে তাহার আপীলের প্রস্তাব হয় সে আদালতের সাহেবেরা অধোধঃ আদালতের সাহেবকে অথবা আমলাকে সে আসল মোকদ্দমা অথবা আপীল লইতে হুকুম দিতে পারেন অথবা যদি তাহা পূর্ব্বে লওয়া গিয়া ডিস্মিস্ হইয়া থাকে তবে তাহা পুনর্ব্বার লইতে এবং তাহার ন্যায় অন্যায় দৃষ্টে পুনর্ব্বার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিতে পারেন।

মিথ্যা আপীলের জরিমানা।

[১৮২৫॥ ২ আ॥ ২ ধা॥ ৩ প্রকরণদ্বারা এই বিধির অভিপ্রায় পুনর্ব্বিচার করণার্থে দরখাস্তের উপরে খাটে।]

[১৮১৭॥ ১৯ আ॥ ধা॥ ২ প্রকরণ দেখ]

১০ প্র॥ সেই সরাসরী আপীল অমূলক ও কেবল বিরোধজনক বোধ হইলে আদালতের সাহেব তাহা নামঞ্জুর করিয়া আপেলাণ্টের জরিমানা করিবেন কিন্তু সামান্য মোকদ্দমা অথবা আপীল হইলে তাহার উপস্থিত কালে যে ইষ্টাম্পের মূল্য দাখিল করিতে হইত সে মূল্যের অধিক জরিমানা হইবে না এবং সে আদালতের এরূপ জরিমানা ও হুকুম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ বোধ হইবে।

১১ প্র॥ এরূপ আপীল নামঞ্জুর হইলে উকীলেরা* সামান্য মোকদ্দমা অথবা

২৬ আইন।

পীলে যে মেহনতআনা পাইত তাহার সিকিপর্য্যন্ত উকীলকে দিতে জজসাহেব হুকুম দিতে পারেন্।

৪ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণদ্বরা জয়করা দেশ ও বন্দেলখণ্ডে চলনার্থে বিস্তার করা ১৭৯৮ সালের ২ আইনের ৩২ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২ আইনের ২২ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩০ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৭ধারা ও ১৮১১ সালের ৩ আইন রদ্দ হইল।

দ্বিতীয় বিচারার্থে দরখাস্ত।

[১৮২৫ ॥ ২ আ ॥ ৩ ধারা দেখ।]
[১৮২৫ ॥ ২ আ ॥ ২ ধারাদ্বারা স্বধরা।]

২ প্র॥ যে কোন মোকদ্দমা ও আপীলের আপীল তদুপরি আর কোন আদালতে গ্রাহ্য হয় নাই এমত মোকদ্দমার ডিক্রীতে যদি আসামী অথবা ফরিয়াদী আপনারদিগকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে এবং যদি আসামী ও ফরিয়াদী ডিক্রী হওনকালে আপনারদের অগোচর অথবা অপ্রাপ্য কোন সাক্ষী অথবা কোন নূতন বিষয় পশ্চাৎ প্রাপ্তপ্রযুক্ত অথবা অন্য কোন উপযুক্ত ও বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত তাহারদের বিপক্ষে হওয়া ডিক্রী পুনর্ব্বার তজবীজের* ইচ্ছুক হয় তবে তাহারা ডিক্রীকারক আদালতে নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপর দরখাস্ত লিখিয়া দাখিল করিতে পারে। সে দরখাস্ত ডিক্রী দত্ত হইবার পর তিন মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে এবং সে মিয়াদ এই আইনের ৮ ধারার ১১ প্রকরণের দাঁড়াক্রমে হিসাব করা যাইবে কিন্তু যদি বিলম্বের উপযুক্ত হেতু দর্শাইতে পারে তবে আদালতের সাহেবেরা মিয়াদ অতীত হইলেও পুনর্বিচার করণের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা তদ্বিষয়ে আপনারদের হেতু রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন। যদি আদালতের সাহেবেরা এমত বোধ করেন্ যে সে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচার করণের বিশেষ হেতু নাই তবে তাঁহারা সে দরখাস্ত একেবারে নামঞ্জুর করিবেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহারদের হুকুম চূড়ান্ত। কিন্তু যদি আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন্ যে সে মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচার করার আবশ্যক বটে তবে তাঁহারা তদ্বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতে রিপোর্ট দিবেন এবং সে রিপোর্টের সঙ্গে আপনারদের বিবেচনার হেতু লিখিবেন এবং দরখাস্ত ও ডিক্রীর নকল পাঠাইবেন।

দরখাস্ত পাইলে আদালতের সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য।

সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পিত হইলে যে হুকুম দেওয়া যাইবে।

৩ প্র॥ পূর্ব্বে লিখিত প্রকরণানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের সমক্ষে যে মোকদ্দমা পাঠান যাইবে এবং অন্যং যে মোকদ্দমায় আপনারদের নিজ ডিক্রী পুনর্ব্বার বিবেচনা করিবার দরখাস্ত দেওয়া যাইবেক যদ্যপি সে মোকদ্দমা শ্রীযুত ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল করা না গিয়া থাকে অথবা তাহার রুবকারী ইংগণ্ডদেশে প্রেরিত হইয়া না থাকে তবে সদর দেওয়ানী

আদালতের সাহেবেরা উপযুক্ত হেতু দেখিলে তাহা পুনর্ব্বার বিচার করিবার অনুম তি দিবেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে দৃষ্টে সে অনুমতি দেন তা হাও আপনারদের রুবকারী বহীতে লিখিবেন এবং সে মোকদ্দমায় নূতন সাক্ষী লও য়া অথবা না লওয়ার বিষয়ে যাহা ন্যায় ও উপযুক্ত বোধ করিবেন তদনুসারে হুকুম দিবেন।

৪ প্র॥ যদ্যপি কোন আদালতের সাহেবেরা পুনরায় বিচারকরণের দরখাস্ত না মঞ্জুর করেন তথাপি ফরিয়াদী বা আসামী সামান্যতঃ আইনের দাঁড়াক্রমে আপীলের দরখাস্ত দিতে পারে।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ অনর্থক সওয়াল জওয়াব এবং ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ে প্রবঞ্চনা নিবারণ করিবার নিমিত্তে নীচে লিখিত বিধি স্থির হইল।

২ প্র॥ সওয়াল ও জওয়াব ও অন্য২ সকল কাগজপত্র যে রূপে ইষ্টাম্প কাগজের উপর লেখা যাইবে তাহা।

৩ প্র॥ নালিশের আর্জী অথবা আপীলের আর্জী অথবা অন্য ২ সওয়াল জওয়াব সমুদয় এক ফর্দ ইষ্টাম্প কাগজের উপর যদি না ধরে তবে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

৪ প্র॥ যদি ফরিয়াদী বা আসামী বা তাহারদের উকীল পূর্ব্বে লিখিত বিধির অন্যথা করে তবে জরিমানা হইবে। জরিমানার সীমা।

৫ প্র॥ মুতফরক্কা দরখাস্ত ও নালিশের বিষয়ে উপরে লিখিত বিধি খাটিবে।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৬ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩ আ ইনের ৫ ও ৬ ধারার যে বিধি তাহা নীচে লিখিতমতে শুধরা যাইবে।

২ প্র॥ আসামী রদ্দজওয়াব দাখিল করিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করিলে রেজিষ্টর সাহেব রদ্দজওয়াব দাখিল করিবেন না। কিন্তু জজসাহেব আসামীর ঐ ত্রুটি বা অস্বীকার আপনার রুবকারীতে লিখিবেন পরে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করি বেন।

৩ প্র॥ জজসাহেব সওয়াল জওয়াব পাঠ করিলে এবং সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে দ্বিতীয়বার সওয়াল জওয়াব গ্রাহ্য করা উপযুক্ত ও উচিত বোধ না করিলে কোন মোকদ্দমায় দ্বিতীয়বার সওয়াল জওয়াব মঞ্জুর হইবে না।

১৮১৪ ## ২৬ আইন।

৭ ধা॥ ১ প্র॥ যেং বিষয়ে আর্জী নিরূপিত ইষ্টাম্প মূল্যের ন্যূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপরে লেখা যায় এবং আদালতের সাহেবেরা এমত বোধ করেন্ যে ঐ কসুর কেবল ভ্রান্তিক্রমে হইল তবে তাঁহারা ফরিয়াদী বা আসামীকে মোকদ্দমার উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যপূরণার্থে যত টাকার মূল্যের প্রয়োজন হয় সেই মূল্যের কাগজের উপরে আপনারদের দরখাস্তের নকল লিখিয়া দাখিল করিতে হুকুম দিতে পারেন্।

ইষ্টাম্পের মূল্য।

২ প্র॥ ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারায় যে দাঁড়া আছে তাহার অতিরিক্তে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের ক্ষমতা আছে যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে মোকদ্দমা শুনিতে অক্ষম সে মোকদ্দমায় যে উপস্থিত রসুম অথবা ইষ্টাম্পের মূল্য দেওয়া গিয়াছে সেই মোকদ্দমার উপরে লিখিত ধারানুসারে সরাসরী আপীল হইলে জজসাহেবকে সে রসুম ও ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া দিতে হুকুম দিতে পারেন্।

৮ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮০৩ সালের ২ আইনের ১২ ধারার কএক ভাগ নীচে লিখিত মতে শুধরা গেল।

আপীলের দরখাস্ত।

২ প্র॥ যে জিলা ও শহরের আদালতের এলাকাতে কোন ডিক্রী হয় সে ডিক্রীর স্বাক্ষরীকৃত নকল না দিয়াও আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হইতে পারে। সে দরখাস্তে আপীলের হেতু লিখিবার কিছু প্রয়োজন নাই কেবল এই লেখা থাকিবেক যে আসামী অথবা ফরিয়াদী ডিক্রীতে অস্বীকারপূর্ব্বক আপীল করিতে চাহে। কিন্তু সে দরখাস্ত নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিতে হইবে এবং আপীলের শেষ খরচার নিরূপিত জামিন দিতে হইবে।

৩ প্র॥ জজসাহেব সে মোকদ্দমার আসল রোয়দাদ ও তাহার ডিক্রীতে দৃষ্টি করিয়া যদ্যপি ঐ আপীলের দরখাস্ত ও তদ্বিষয়ক জামিন আইনে নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হয় তবে সে আপীল মঞ্জুর করিতে পারেন্।

উকীলের রসুম।

৪ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৩ ধারার নির্দ্ধারিত উকীলের রসুমের আমানৎ আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে না কিন্তু যে আদালতে সে আপীলের সওয়াল জওয়াব হইবে সে আদালতে সে রসুম দাখিল করা যাইবে।

৫ প্র॥ আপেলাণ্টের এই ক্ষমতা আছে যে আপীলের দরখাস্তে বা আদালতে

তাহার পর দাখিলকরা আলাহিদা আর্জীতে আপীলের কারণ এবং ডিক্রীতে তাহারদের অসম্মতিহওয়ার হেতু বিস্তার করিয়া লিখিতে পারে। শেষোক্ত হইলে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিতে হইবে।

আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল।

৬ প্র॥ যদি কোন ব্যক্তি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের ডিক্রীর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে চাহে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর আপীল শ্রীযুত ইংগ্লণ্ডদেশের বাদশাহের হুজুরে করিতে চাহে তবে যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে ডিক্রীর নকল বিনা তাহারা আপনারদের আপীলের আর্জী দাখিল করিতে পারে।

৭ প্র॥ উপরে লিখিত দাঁড়াক্রমে জিলা ও শহরের আদালতে বা মফঃসল আপীল আদালতে বা সদর দেওয়ানী আদালতে প্রথম উপস্থিত মোকদ্দমা এবং নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার ফরিয়াদী বা আসামী সে ডিক্রীর স্বাক্ষরীকৃত নকল বিনা আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে। কিন্তু যে আদালতে তাহারদের মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়াছে সে আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল না করিয়া যে আদালতে আপীল শুনা যাইবে সেই আদালতে যদি একেবারে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে তবে সে আপীলের দরখাস্তের সহিত স্বাক্ষরীকৃত ডিক্রীর নকল দিতে হইবে।

৮ প্র॥ যে ব্যক্তি ডিক্রীর নকল চাহে সে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ দিবে।

ইষ্টাম্প কাগজ।

৯ প্র॥ সে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করিলে আদালতের সিরিস্তাদার অথবা অন্য কোন নিযুক্ত আমলা তাহা দাখিল হওনের তারিখ ও অন্যং সকল বৃত্তান্ত তাহার পৃষ্ঠে লিখিবে। সে ডিক্রীর নকল যেরূপে লিখিত ও স্বাক্ষরীকৃত ও দত্ত হইবে তাহা।

আপীলের মিয়াদ।

১০ প্র॥ আপীলের দরখাস্ত করিবার যে মিয়াদ নিরূপিত আছে সে মিয়াদ ডিক্রী হওয়ার তারিখঅবধি গণা যাইবে এবং ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করিলে পর নকল দিতে যে কাল গৌণ হইবে সে কাল ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবে না।

১১ প্র॥ কোন ব্যক্তি কোন ডিক্রীর খাস অথবা সরাসরী আপীল করিতে চাহিলে সে ডিক্রীর নকল বিষয়ে এবং কোন দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের হুকুমের যে নকল আসামী বা ফরীয়াদীকে দিতে আজ্ঞা আছে সে নকলের উপরে লিখিত ৩ প্রকরণের বিধি খাটিবে।

১৮১৪

২৬ আইন।

১ ধা॥ ১ প্র॥ প্রথম উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবের ন্যায় আপীলের সওয়াল জওয়াব করণবিষয়ে যে আইনের যে ভাগে হুকুম আছে নীচে লিখিত প্রকরণানুসারে তাহার ব্যতিক্রম হইল।

২ প্র॥ যে সামান্য মোকদ্দমার আপীল হয় তাহাতে রিস্পণ্ডেণ্ট আপন ইচ্ছাক্রমে রদ্দ জওয়াব দাখিল করিতে বা না করিতে পারে কিন্তু যে আদালতে সে আপীল শুনা যাইবে সে আদালতের সাহেবেরা উচিত বোধ করিলে রদ্দ জওয়াব দাখিল করিতে রিস্পণ্ডেণ্টকে হুকুম দিতে পারেন্।

৩ প্র॥ যে মোকদ্দমার আপীল হয় সে মোকদ্দমাবিষয়ে এই আনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের লিখনানুসারে আর্জীর দ্বিতীয় নকলবিনা অথবা এই আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণক্রমে পুনর্ব্বার যে সওয়াল জওয়াব করিতে আদালতের সাহেবলোকেরা অনুমতি দেন্ তাহা বিনা অন্য কোন সওয়াল জওয়াব করা যাইবে না।

১০ ধা॥ ১ প্র॥ প্রথম উপস্থিত মোকদ্দমা অথবা আপীলের নিষ্পত্তিকালে দস্তাবেজ দাখিল হইবার পূর্ব্বে ও সাক্ষিরদিগকে তলব করার পূর্ব্বে সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত ও পাঠ করিতে হইবে যদ্যপি এই রীতি অতিক্রম করিবার কোন বিশেষ হেতু না থাকে।

২ প্র॥ মোকদ্দমা স্পষ্টীকরণার্থে কোন বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতে হইলে আদালতের সাহেবেরা তাহা ফরিয়াদী বা আসামী বা তাহারদের উকীলেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জওয়াব রোয়দাদে লিখিবেন।

৩ প্র॥ ফরিয়াদী বা আসামীর যে বিশেষ বিষয় প্রমাণদ্বারা স্থাপনকরণের আবশ্যকতা হয় তাহা আদালতের সাহেবেরদের রোয়দাদের বহীতে লেখা যাইবে।

৪ প্র॥ মোকদ্দমাকালে যদি অন্য কোন নূতন বিষয় আবশ্যক থাকে তবে তাহাও রোয়দাদে লিখিবেন এবং এমত রোয়দাদে লিখিত বিষয়ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে সাক্ষ্য লওয়া যাইবে না।

সাক্ষিরদের সাক্ষ্য।
[শুধরা ১৮১৭ ॥ ১৯ আ॥ ১১ ধারা দেখ।]

১১ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোনং স্থলে সাক্ষিরদের প্রমাণ চাহিলে সেই প্রমাণ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবকর্ত্তৃক লিখিত* জোবানবন্দীদ্বারা লওয়া যাইবে।

১২ ধা॥ ১ প্র॥ মোকদ্দমা শুননি হইবার আট দিন পূর্ব্বে ফরিয়াদী ও আসামী কে তাহার সমাচার দেওয়া যাইবে।

২ প্র॥ আদালতের কাছারী ঘরে তদ্বিষয়ে ইশ্তিহার লটকান গেলে তাহা প্রচুর এত্তেলার ন্যায় গণ্য হইবে।

৩ প্র॥ নিরূপিত দিনে আসামী বা ফরিয়াদী আপনারদের দস্তাবেজ দাখিল করিতে অথবা আপনারদের সাক্ষির তলব করিতে প্রস্তুত না হইলে আদালতের সাহেব তাহারদের জরিমানা করিতে পারেন্। জরিমানার সীমা। যদি সে কসুর পুনর্ব্বার হয় তবে পুনরায় জরিমানা হইতে পারে অথবা অন্য কোন কসুরে যে রূপ দণ্ড পাইত সেই রূপ দণ্ড পাইতে পারে।

ডিক্রী জারী বা স্থকিত করণার্থে জামিন।

১৩ ধা॥ ১ প্র॥ ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে অথবা আপীলের সময় ডিক্রী জারী স্থকিত রাখণবিষয়ে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে যে জামিন লওয়া যাইবে তদ্বিষয়ে নীচে লিখিত অতিরিক্ত ধারা নিরূপিত হইল।

২ প্র॥ উপরে লিখিত দাঁড়াদৃষ্টে যাহারা জামিন হয় তাহারা জামিনহইতে খালাস নাপাওয়া পর্য্যন্ত যে ভূমির উপর জামিন হইয়াছিল সে ভূমি হস্তান্তর করিতে পারে না।

৩ প্র॥ জামিনের উপর যে টাকার দাওয়া হয় সে টাকা যদি সে অন্য কোন প্রকারে দেয় তবে তাহার ভূমি হস্তান্তর অথবা বন্ধক রাখণের বিষয়ে উপরে লিখিত নিষেধ খাটিবে না কিন্তু জামিনপত্রে সহী করাঅবধি ডিক্রী জারী করাপর্য্যন্ত যদি সে আপনার ভূমি গুপ্তরূপে হস্তান্তর করে তথাপি তাহার তাবৎ ভূমির উপর আদালতের সাহেবেরদের যে প্রথম দাওয়া থাকে সে দাওয়ার লোপ হইবে না।

১৪ ধা॥ ১ প্র॥ তলবানা দিবার বিষয়ে যে আইন চলিত আছে তাহার এই রূপে ব্যতিক্রম হইল।

২ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী হুকুম জারীকরণেতে যে সকল পেয়াদা সরকারহইতে মাসিক বেতন না পাইয়া নিযুক্ত হয় তাহারদের বেওরা এক রেজিষ্টরী বহীতে তোলা যাইবে।

৩ প্র॥ এই রূপে রেজিষ্টরী বহীতে যে সকল পেয়াদার নাম না থাকে অথবা যা

২৬ আইন।

যারা সরকারী কর্ম্মেতে নিযুক্ত না হইয়া থাকে তাহারদিগকে নাজিরেরা কোন সর কারী কর্ম্মে পাঠাইবে না।

৪ প্র॥ যে পেয়াদারদের নাম রেজিষ্টরী বহীতে থাকিবে তাহারা একং চাপরাস পাইবে এবং পৃথকং আদালতে যে অনুসারে তাহারদের তলবানা দেওয়া যাইবে তাহার এক হার নির্দ্ধারিত করা যাইবে।

৫ প্র॥ ঐ হারের নকল জজ ও মাজিস্ত্রিট ও কালেক্টরসাহেবেরদের কাছারীতে লটকান যাইবে এবং জজসাহেব ও মাজিস্ত্রিটসাহেব ও অন্যং যে আমলা তদ্বিষয়ে হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখে তাহারদের বিশেষ হুকুম বিনা সে হারহইতে অধিক তাহারা লইতে পারিবে না।

৬ প্র॥ হুকুমনামার পৃষ্ঠে যত তলবানা দিতে হইবে এবং তাহার এক বিশেষ রসীদ সেই হুকুমনামা জারী হইবার পূর্ব্বে তাহার পৃষ্ঠে লেখা যাইবে।

৭ প্র॥ যাহা হইলে দুই বা ততোধিক হুকুমনামা এক পেয়াদাদ্বারা জারী করা যাইবে।

৮ প্র॥ হুকুমনামা জারী হইলে তলবানার মধ্যে নাজির যাহা পাইবে ও পেয়াদা যাহা পাইবে তাহা।

৯ প্র॥ তলবানা বলিয়া কিছু বেশী না লওয়া যায় এ বিষয়ে সাহেবলোকেরা বিশেষ মনোযোগ রাখিবেন।

১৫ ধা॥ ১ প্র॥ আদালতের যে ডিক্রী আসামী বা ফরিয়াদীর দরখাস্ত বিনা জারী হইবে এতদ্বিষয়ে আইনে যে হুকুম আছে তাহা নীচের লিখনানুসারে ব্যতিক্রম হইল।

২ প্র॥ মুনসিফের সকল ডিক্রী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারাক্রমে জারী হইবে।

৩ প্র॥ জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালত অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এই আইন প্রকাশের পূর্ব্বে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন সে ডিক্রী পূর্ব্বের আইনঅনুসারে জারী হইবে।

২৬ আইন।

৪ প্র ॥ ১৮১৫ সালের ১ ফেব্রুআরির পর নীচে লিখিত ধারাব্যতিরেকে দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অন্য কোন প্রকারে কোন ডিক্রী জারী করিবেন না

৫ প্র ॥ ফরিয়াদী বা আসামী ডিক্রী জারী করাইতে ইচ্ছুক হইলে যে আদালতে সে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া দরখাস্ত দিবে কিন্তু যদি সে ডিক্রী সদর আমীনের হয় তবে জারীর বিষয়ে জজসাহেবের নিকট দরখাস্ত দিবে।

৬ প্র ॥ সে দরখাস্তে যাহা থাকিবেক তাহা।

৭ প্র ॥ আদালতের সাহেবেরা ঐ দরখাস্তের মর্ম্ম আসল রোয়দাদের সঙ্গে মিলন করিয়া চলিত আইনঅনুসারে তাহা জারী করিতে* হুকুম দিবেন। [১৮২১ ॥ ২ আ ॥ ৭ ধারা দেখ।]

৮ প্র ॥ কিন্তু যদ্যপি মোকদ্দমা একতরফা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে অথবা ডিক্রীর তারিখ এবং তাহা জারীকরণের তারিখের মধ্যে এক বৎসর ব্যবধান থাকে অথবা মোকদ্দমার আসল ফরিয়াদী বা আসামীরদের উত্তরাধিকারী অথবা আদালতে তৎস্থলাভিষিক্তেরদের প্রতিকূলে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত হয় অথবা যদি ডিক্রী অনেক ব্যক্তির প্রতি খাটিলে কেবল এক ব্যক্তির উপর ডিক্রী জারীর দরখাস্ত হয় অথবা যদি উপযুক্ত হেতুতে এমত বিশ্বাস হয় যে ডিক্রীর পর বিরোধি বস্তুর ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগকরণে অথবা কিস্তিবন্দিদ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকারে ডিক্রীহওয়া টাকার সমুদায় অথবা কিয়দংশ দেওনে সে মোকদ্দমা আপোসে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এই সকল হইলে জজসাহেব* ডিক্রী জারীর হুকুম না দিয়া যাহার বিপরীতে জারী করিবার দরখাস্ত হয় তাহাকে এমত এত্তেলা দেন যে সে আদালতের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার বিপক্ষে ডিক্রী জারী যে না হইবে এমত কোন কারণ আসিয়া দর্শায় এবং যদি সে ব্যক্তি মিয়াদের মধ্যে আপনি অথবা আপন উকীলদ্বারা হাজির না হয় অথবা হাজির হইয়া সে ডিক্রী জারী স্থগিত করিবার উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারে তবে আদালতের সাহেবেরা চলিত আইনঅনুসারে সে ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিবেন। যদি সে ব্যক্তি অথবা তাহার উকীল হাজির হইয়া সেই ডিক্রী জারী করিবার কোন উপযুক্ত প্রতিবন্ধক দেখায় তবে আদালতের সাহেবেরা সে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আপনারদের বিবেচনানুসারে হুকুম দিবেন। [১৮২৫ ॥ ৭ আ ॥ ৭ ধারা দেখ।]

৯ প্র ॥ আদালতের সাহেবেরা দরখাস্ত বিনা সরকারের বাকী রসুম অথবা খরচা অথবা উকীলের রসুম অথবা যে মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তি অযোগ্য বলিয়া সওয়াল

১৮১৪

২৬ আইন।

জওবার দিতে অনুমতি পাইয়াছে সেই সকল স্থলে তাঁহারা ডিক্রী জারী করিবার হুকুম দিবেন।

১৬ ধারাঅবধি ২৬ ধারাপর্য্যন্ত ॥ ইষ্টাম্পবিষয়ে এবং ১৮১৪ সালের ১ আইন স্পষ্টীকরণবিষয়ে মুতফরক্কা বহী দেখ।

২৭ আইন।

২ ধা ॥ ১৭৯৩ সালের ৭ আইন এবং ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনের ৪ ধারার যে ভাগে লিখিত আছে যে উকীলেরা সালিস হইতে পারে না তাহা রদ হইল। এবং ১৭৯৫ সালের ১৩ আইন ও ১৭৯৬ সালের ৮ আইন ও ১৭৯৭ সালের ৮ আইনের ৪। ৫ ধারা এবং ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ৯ ধারাবধি ১৫ ধারাপর্য্যন্ত এবং ১৮০২ সালের ৩ আইনের ৩। ৪ ধারার যে ভাগ উকীলের রসুমের বিষয়ে খাটে তাহা এবং ১৮০৩ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ রদ হইল।

উকীলের নিয়োগ। ৩ ধা ॥ ১ প্র ॥ সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনং আদালতে উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন।

২ প্র ॥ জিলা ও শহরের আদালতের উকীলেরদিগকে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের মঞ্জুরের নিমিত্তে সেইং আদালতের জজসাহেবেরা মনোনীত করিবেন।

উকীল মনোনীত করণ। ৩ প্র ॥ উকীলেরা হিন্দু কি মুসলমানের মাতাবলম্বী হইবে এবং যাহারা সরকারী কালেজে পাঠ করিয়াছে তাহারা সেই কর্ম্মের নিমিত্তে অগ্রগণ্য হইবে।

সনন্দ। ৪ ধা ॥ ১ প্র ॥ উকীলেরা যে আদালতে নিযুক্ত হইবে সেই আদালতের সনন্দ পাইবে। সে সনন্দের পাঠ। এপেণ্ডিক্স নং ১।

২ প্র ॥ উকীল মরিলে অথবা স্থানান্তর হইলে অথবা ইস্তফা দিলে সে সনন্দ বাতিল হইবে।

সুকৃতি। ৫ ধা ॥ ১ প্র ॥ উকীলেরা নীচে লিখিত শপথ বা সুকৃতি করিবে। এপেণ্ডিক্স নং ২।

২ প্র ॥ কিন্তু ছয় মাসঅন্তর মুসলমান উকীলেরদের শপথ করার যে হুকুম ছিল তাহা করিবে না।

২৭ আইন।

৬ ধা॥ যে উকীলেরা বিরোধজনক ও ক্লেশদায়ক মোকদ্দমায় আশ্বাস দেয় অথবা যাহারা অপনারদের উপকারদৃষ্টে আপনং আদালতের মোকদ্দমার বিলম্ব করে অথবা আপনারদের মওক্কেলের স্থানে ওকালতনামা লইয়া আদালতে উপযুক্ত হেতু না দর্শাইয়া তাহারদের মোকদ্দমা করিতে অসম্মত হয় অথবা ত্রুটি করে অথবা তাহারদের নির্দ্ধারিত রসুমহইতে আপনার মওক্কেলের স্থানে বেশী রসুম নগদ কি জিনিসে দাওয়া করে বা গ্রহণ করে অথবা কিছু কারসাজী বা প্রবঞ্চনা বা গাফিলী করে তবে সে উকীল আপন কর্ম্মহইতে তগীর হইবে।

৭ ধা॥ নিরূপিত রসুমহইতে অল্প রসুম লইবার করার আইনবিরুদ্ধ এবং যে উকীলেরা তাহাতে পক্ষপাতী তাহারা তগীর হইতে পারে।

৮ ধা॥ বেনামী করিয়া যদি উকীলেরা ওকালতনামা লয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবের নিকট ইহার রিপোর্ট হইলে তিনি তাহারদিগকে তগীর করিবেন।

৯ ধা ১॥ প্র॥ উকীলেরা সওয়াল জওয়াব দাখিল করিবার পর্ব্বে তাহা তজবীজ করিয়া দেখিবে যে মোকদ্দমার অসম্পর্কীয় কোন বিষয় তাহাতে না থাকে পরে তাহাতে দস্তখৎ করিবে।

২ প্র॥ উকীলেরা আপনারদের মওক্কেলের দস্তাবেজ দাখিল হইবার পূর্ব্বে তাহা তজবীজ করিবে। সাক্ষিরা যে বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে তাহা বিশেষ অবগত না হইলে তাহারদিগকে তলব করিবে না।

৩ প্র॥ উকীলেরা উপরে লিখিত দাঁড়ার অন্যথা করিলে জজসাহেবেরা তাহারদিগকে চেতাইবেন এবং জরিমানা করিবেন।

১০ ধা॥ ১ প্র॥ সদর দেওয়ানী আদালত অথবা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনং আদালতের যে উকীলেরা উপরে লিখিত দোষ করে তাহারদিগকে তগীর করিবেন।

২ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের উকীলেরা দোষগ্রস্ত অথবা আপনারদের কর্ম্মে অযোগ্য হইলে জজসাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকট তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন এবং তাঁহারা তদ্বিষয়ে যাহা উচিত বোধ করেন তাহা আজ্ঞা দিবেন।

২৭ আইন।

১১ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের উকীলেরা মফঃসল আপীল আদালতের অনুমতিপ্রাপ্তির পূর্ব্বে সস্তুপ্ত হইতে পারে কিন্তু তাহার রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ মফঃসল আপীল আদালতে পাঠান যাইবে।

১২ ধা॥ ১ প্র॥ দেওয়ানী আদালতের উকীলেরা আইনের অতিক্রমে বা কোন প্রকার চাতুরীতে আপনারদের মওক্কেলের ক্ষতি করিলে সে মওক্কেল তাহারদের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে।

২ প্র॥ ফরিয়াদী বা আসামী আপনারদের মোকদ্দমার কালে সে মোকদ্দমার ভার এক উকীলহইতে লইয়া অন্য উকীলকে দিতে পারে যে উকীল এমতে পরিবৃত্ত হয় তাহার সেই মোকদ্দমার মেহনতআনার উচিত ভাগ জজসাহেব তাহাকে দেওয়াইতে পারেন্।

১৩ ধা॥ যে উকীলেরা পীড়াপ্রযুক্ত অথবা অন্য কোন প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত আদালতে হাজির হইতে না পারে তাহার বিশেষ সম্বাদ লিখিয়া আদালতে দাখিল করিবে। যদি তাহার অবর্ত্তমানে মোকদ্দমার ভার আদালতের অন্য কোন উকীলের উপর অর্পিত হয় তবে নূতন ওকালৎনামার প্রয়োজন নাই কিন্তু প্রাচীন ওকালৎনামার পৃষ্ঠে তাহা সহী করিলে হয়। ঐ রূপ মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে [illegible] রসুম উভয় উকীলের মধ্যে যে অংশ আদালতের সাহেবেরদের উচিত [illegible] হয় সেইরূপে ভাগ হইবে।

১৪ ধা॥ ১ প্র॥ যে উকীলেরা কোন কারণ না দর্শাইয়া আদালতে গরহাজির হয় তাহারদের প্রথম ও দ্বিতীয় দোষে জরিমানা হইতে পারে ও তৃতীয় দোষে তাহারা তগীর হইতে পারে।

২ প্র॥ আদালতের বৈঠকসময়ে আদালতের অবজ্ঞা করিলে এক শত টাকা পর্য্যন্ত তাহারদের জরিমানা হইতে পারে।

১৫ ধা॥ ১ প্র॥ সদর আমীনেরা আপনারদের কাছারীর উকীলের যে জরিমানা করিবে তাহার রিপোর্ট জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরদের নিকট পাঠাইবে এবং জজসাহেব তাহা মঞ্জুর অথবা নামঞ্জুর করিবেন।

২ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের জজ কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের উকীলের বি

ময়ে যে জরিমানার হুকুম করিবেন তাহা চূড়ান্ত কিন্তু রেজিষ্টরসাহেবের করা জরিমা না যদি জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা অপরিমিত অথবা অন্যায় জ্ঞান করেন্ তবে তাহার অন্যথা করিতে পারেন্।

১৬ ধা॥ উকীলেরা আপনারদের আদালতবিনা অন্য কোন আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবে না কিন্তু আদালতের সাহেবেরা আপনং আদালতের উকীলেরদিগকে কর্ম্ম ত্বরায় নিষ্পত্তিকরণার্থে উপযুক্তরূপে বিলি করিতে পারিবেন।

উকীলেরা ফৌজদারী আদালতে মোক্তারের কর্ম্ম করিবে না।

১৭ ধা॥ জজসাহেবের অনুমতিবিনা উকীলেরা কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় মোখ্তারকার অথবা এজেণ্টের কর্ম্ম করিতে পারিবে না কিন্তু সরকারী উকীলেরা সরকারী পক্ষে ফৌজদারী মোকদ্দমা চালাইতে এই ধারার কিছু প্রতিবন্ধক জন্মাইবে না।

তাহারদের মরণ বা তগীর বা ইস্তফাতে ইশ্তিহার।

১৮ ধা॥ ১ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের কোন উকীল মরিলে বা ইস্তফা দিলে বা তগীর হইলে এই ইশ্তিহার দেওয়া যাইবে যে যে সকল আসামী বা ফরিয়াদীর মোকদ্দমা তাহার জিম্মায় ছিল তাহারা ছয় হপ্তার মধ্যে অন্য এক নূতন উকীল নিযুক্ত করুক কিন্তু নূতন ওকালৎনামা দিবার প্রয়োজন নাই।

২ প্র॥ এই রূপ ইশ্তিহার দেওয়া গেলে তাহা সম্পূর্ণ সমাচারের ন্যায় বোধ হইবে এবং তদনুসারে কর্ম্মকরণে যদি বিলম্ব হয় এবং সেই বিলম্বের উপযুক্ত হেতু যদি দর্শাইতে না পারে তবে ফরিয়াদী বা আসামীর কসুর হইলে আদালতের সাহেবেরা যেরূপ কর্ম্ম করিতেন সেইরূপ কর্ম্ম করিবেন।

৩ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের কোন উকীলের মরণ বা ইস্তফা দাখিল হইলে অথবা তগীর হইলে এই রূপ ইশ্তিহার দেওয়া যাইবে। মফঃসল আপীল আদালতে নূতন উকীল নিযুক্ত করণের দুই মাসের কম মিয়াদ হইবে না ও সদর দেওয়ানী আদালতে তিন মাসের কম মিয়াদ দেওয়া যাইবে না।

৪ প্র॥ যদি কোন উকীলের দীর্ঘকাল পীড়া হয় তবে উপরে লিখিত ধারার মর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করা যাইবে।

সালিসহওনবিষয়ে।

৫ প্র॥ যদি কোন উকীল সওয়াল জওয়াব দিতে আরম্ভ করে এবং দোষ কি ত্রুটি বিনা আর কোন হেতুতে বদলি হয় তবে আদালতের সাহেবেরা রসুমের উপ

যুক্ত অংশ তাহাকে দেওয়াইবেন যদি সে মরে তবে তাহার ওয়ারিস বা তৎস্থলাভিষিক্ত লোককে দেওয়াইবেন।

১৯ ধা॥ বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আদালতের অনুমতিক্রমে উকীলেরা সালিসী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু তাহারা মোকদ্দমা সালিসদ্বারা নিষ্পত্তি করণবিষয়ে আইনে যে দাঁড়া আছে সেই দাঁড়ায় দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে।

উকীলেরদের লিখিত পরামর্শ।

২০ ধা॥ ১ প্র॥ নীচে লিখিত দাঁড়াক্রমে উকীলেরা কোন মোকদ্দমায় আপনারদের পরামর্শ লিখিয়া রসুম লইতে পারে।

২ প্র॥ ফরিয়াদী বা আসামীর মধ্যে যে কেহ পরামর্শ যাচ্ঞা করিবে সে উকীলের নিকট আপনার মোকদ্দমার তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিয়া দিবে।

৩ প্র॥ উকীল লিপিদ্বারা আপন পরামর্শ দিবে।

৪ প্র॥ প্রত্যেক আদালতের উকীলেরা এরূপ আপনারদের বিবেচনা লিখিয়া দিলে নীচে লিখিত হারঅনুসারে রসুম পাইবে।

রসমের হার।

সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলেরা ২৪ টাকা।
মফঃসল আপীল আদালতের উকীলেরা ১৬ টাকা।
জিলা ও শহরের আদালতের উকীলেরা ৮ টাকা।

৫ প্র॥ কিন্তু যে উকীল সেই মোকদ্দমায় ওকালৎনামা পায় সে এরূপ পরামর্শ দিলে কিছু রসুম পাইতে পারিবে না।

৬ প্র॥ যে উকীলেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক কারসাজি করিয়া পরামর্শ দেয় তাহারা তগীর হইতে পারে।

২১ ধা॥ ১ প্র॥ উকীলেরদের বায়নার রসুম রহিত হইল কেবল চলিত আইন অনুসারে ওকালৎনামা লেখা যাইবে এবং তাহাতে ফরিয়াদী বা আসামীর মোহর ও দস্তখৎ হইবে এবং সাক্ষির দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে।

মোকদ্দমা উপস্থিতের রসুম।

২ প্র॥ ওকালৎনামা নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজের উপর লেখা যাইবে কিন্তু দস্তাবেজের রসুমের প্রয়োজন নাই।

২৭ আইন।

২২ ধা॥ কোন উকীল মোকদ্দমার এক পক্ষের ওকালৎনামা লইয়া ঐ মোকদ্দমাতে অন্য পক্ষের কোন কর্ম্ম করিতে পারিবে না।

ওকালৎনামা।

২৩ ধা॥ ১ প্র॥ উকীলেরদের রসুমের বিষয়ে জামিন মৌকুফ হইল কিন্তু সামান্য মোকদ্দমায় নীচে লিখিত ধারার নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে এবং সরাসরী মোকদ্দমায় ৩২ ধারাক্রমে সকল রসুম আদালতে আমানৎ করা যাইবে। আসামী অথবা রিস্পণ্ডেণ্ট আপনারদের উকীলের খরচা এইরূপ আমানৎ করিবে এবং সেই রসুম দাখিল না হইলে উকীলেরা কোনরূপে সওয়াল জওয়াব করিবে না। কিন্তু যোত্রহীন ব্যক্তিরদের উপর ইহা খাটিবে না।

উকীলের রসুমের আমানৎ।

২ প্র॥ এরূপ আমানতী টাকার রসীদ দেওয়া যাইবে এবং আদালতের খাজাঞ্চী ঐ সকল দাখিলী টাকা স্বতন্ত্র বহীর মধ্যে টুকিয়া রাখিবে।

৩ প্র॥ রসীদ ও রেজিষ্টরী বহী নীচে লিখিত পাঠানুসারে রাখা যাইবে। (এপেণ্ডিক্স নং ৩। ৪।)

২৪ ধা॥ যে উকীলেরা যোত্রহীন ব্যক্তির পক্ষে সওয়াল জওয়াব করিবে অথবা মুৎফরক্কা আরজী দাখিল করিবে অথবা এই আইনের ৩৪ ধারানুসারে যে আরজী ও দরখাস্ত নির্দ্ধারিত আছে তাহারদের বিষয়ে উপরের বিধি খাটিবে না তাহা দাখিল করে কিন্তু ৩২ ধারাক্রমে যে রসুম লইতে আদালতের সাহেবের হুকুম হইবে তাহা উসুলকরণে আদালতের সহকারিতার আবশ্যকতা হইলে ডিক্রী জারীকরণের রীত্যনুসারে তাহা উসুল হইবে।

যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমায় বর্জনীয়।

২৫ ধা॥ ১ প্র॥ সামান্য মোকদ্দমায় অথবা আপীলের নীচে লিখিত হারানুসারে উকীলেরদিগকে রসুম দেওয়া যাইবে।

সামান্য মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুম।

১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার হুকুমঅনুসারে নির্দ্ধারিত মূল্য স্থাবর বা অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমায়।

৫০০০ টাকার উর্দ্ধ না হইলে শতকরা ৫ টাকা।

৫০০০ টাকাঅবধি ২০০০০ টাকাপর্য্যন্ত ৫০০০ টাকার উপর শতকরা ৫ টাকা এবং তদতিরিক্তের উপর শতকরা ২ টাকা।

২০০০০ হাজার টাকাঅবধি ৫০০০০ টাকাপর্য্যন্ত ২০০০০ টাকার উপরে শতকরা ২ টাকা লওয়া যাইবে এবং তদরিক্তের উপর শতকরা ১ টাকা।

২৭ আইন।

৫০০০০ টাকাঅবধি ৮০০০০ টাকাপর্য্যন্ত ৫০০০০ টাকার উপর শতকরা ১ টাকা তদতিরিক্তের উপর শতকরা ৷৷০ আনা।

৮০০০০ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে রসুম হাজার টাকা। এবং তাহার ঊর্দ্ধে অধিক হইতে পারে না।

২ প্র॥ পূর্ব্ব লিখিত হিসাবের মধ্যে ভাঙ্গা টাকা গণ্য হইবে না॥

[খ্রধরা ১৮১৭॥ ১৯ আ॥ ১০ ধা॥ ১।২ প্রকরণ দেখ।]

৩ প্র॥ উকীলেরদের রসুম বলিয়া কিছু বাদ দেওয়া যাইবে না কিন্তু ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধা[illegible]নুসারে ইষ্টাম্প কাগজের উপর তাহার রসীদ* লওয়া যাইবে।

কোনং স্থানে যে রসুম দাতব্য ও যে ব্যক্তি তাহা দিবে।

২৬ ধা॥ ১ প্র॥ যদি তাবৎ দাওয়া আসামী বা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে তাহার উকীলের তাবৎ খরচা পরাজিত ব্যক্তিকে দিতে ডিক্রীর পৃষ্ঠে হুকুম লেখা যাইবে। কিন্তু যদি দাওয়ার কেবল এক অংশের ডিক্রী হয় তবে উকীলের খরচা তত্তুল্য অংশানুসারে পরাজিত ব্যক্তি দিবে।

২ প্র॥ যদি মোকদ্দমা অথবা আপীল ডিস্‌মিস্ হয় তবে উভয়পক্ষের উকীলের খরচা ফরিয়াদী বা আপেলাণ্ট দিবে।

৩ প্র॥ আদালতের সাহেবেরদের বিবেচনায় ন্যায় বোধ হইলে আদালতের সাহেবেরা উকীলের খরচা ফরিয়াদী ও আসামীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হুক[illegible] রিতে পারিবেন।

২৭ ধা॥ মোকদ্দমাতে যত খরচা লাগে সে সকল ডিক্রীর সঙ্গেই হুকুম হইবেক এবং সে সকল খরচা যেরূপ ন্যায় বোধ হয় সেইরূপে ফরিয়াদী বা আসামীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে জজসাহেব হুকুম দিবেন।

২৮ ধা॥ যে যোত্রহীন ব্যক্তিরা আদালতের খরচা দিতে অসমর্থ হয় তাহারদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে আদালতের সাহেবেরা উকীলের যে রসুম ফরিয়াদী বা আসামী দাখিল করিয়া থাকে তাহার কিয়দংশ আপনারদের বিবেচনাক্রমে ফিরিয়া দিতে পারেন পরে উকীলের উপযুক্ত মেহনতানা দিলে সে যোত্রহীন ব্যক্তির যদি কিছু সম্পত্তি থাকে তবে আদালতের সাহেবেরা তাহাহইতে বাকী রসুম উসুল করিতে চেষ্টা করিবেন।

২৯ ধা॥ মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে উকীলের রসুম দেওয়া যাইবে। মোকদ্দমা আপীল হইলেও উকীলের খরচাদেওন স্থগিত হইবে না।

২৭ আইন।

দুই বা ততোধিক উকীল নিযুক্তকরণ।

৩০ ধা॥ ফরিয়াদী বা আসামী দুই বা ততোধিক উকীল নিযুক্ত করিতে পারে এবং যে রূপ পরস্পর বন্দোবস্ত হইবে তদনুসারে তাহারা নিরূপিত রসুম ভাগ করিয়া লইতে পারে যদি ওকালৎনামাতে এইরূপ লেখা থাকে তবে প্রত্যেক জন সম্পূর্ণ রসুম লইতে পারে কিন্তু এমত লেখা না থাকিলে তাহারা কেবল নিরূপিত রসুম সমান অংশে ভাগ করিয়া লইতে পারিবে।

২ প্র॥ দুই বা ততোধিক উকীল নিযুক্ত হইলে কেবল এক ওকালৎনামার প্রয়োজন আছে কিন্তু সম্পূর্ণ রসুম আদালতে আমানৎ করিতে হইবে।

৩ প্র॥ যেখানে দুই বা ততোধিক উকীল নিযুক্ত হইবে সেখানে পরাজিত ব্যক্তিকে কেবল এক উকীলের নিরূপিত রসুম দিতে হইবে।

৩১ ধা॥১ প্র॥ সকল নির্দ্দিষ্ট সওয়াল জওয়াব দাখিল হইবার পূর্ব্বে মোকদ্দমার ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না হইতেং সে মোকদ্দমা নিবৃত্তি বা ডিস্‌মিস্ হইলে উকীলেরা নিরূপিত রসুমের কেবল সিকি পাইবে। সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হইয়া মোকদ্দমা নিবৃত্তি বা ডিস্‌মিস্ হইলে উকীলেরা কেবল অর্দ্ধেক রসুম পাইবে। উপরে লিখিত দুই প্রকরণে যে ফরিয়াদী বা আপেলাণ্ট মোকদ্দমায় ক্ষান্ত হইবে বা কসুর করিবে সে তাবৎ রসুম এবং আসামী বা রিস্পণ্ডেণ্টের আদালতে যত খরচ হয় সে সকলি দিবে।

রসুম।

২ প্র॥ রাজীনামাদ্বারা যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে তাহাতে উপরে লিখিত বিধি খাটিবে কিন্তু উভয় বিবাদী যেরূপে রফা করিবে তদনুসারে উকীলের রসুম ও খরচা দেওয়া যাইবে এবং তাহা রাজীনামায় লেখা যাইবে।

৩২ ধা॥ ৩৩ ধা॥ ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারার ১ প্রকরণদ্বারা রদ হইল।

৩৪ ধা॥ উকীলেরা মুৎফরক্কা দরখাস্ত বা আরজী দাখিল করিলে সিকি রসুম পাইতে পারিবে কিন্তু যে মোকদ্দমায় তাহারা উকীলরূপে নিযুক্ত হইয়াছে সে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় আরজী বা দরখাস্ত দাখিল করিতে রসুম পাইবে না।

৩৫ ধা॥ উপরে লিখিত রসুম যে রূপে দেওয়া যাইবে তাহা। আদালতের সাহেবেরা কোন স্থলে উপযুক্ত বোধ করিলে সে রসুম বাড়াইতে পারিবেন।

২৭ আইন।

৩৬ ধা॥ মওক্কেলহইতে উকীলেরা যে সকল কাগজপত্র পাইবে তাহার লিখিত রসীদ দিবে।

সরকারী উকীলের বিষয়ে বিধি।

৩৭ ধা॥ ১ প্র॥ দেওয়ানী সম্পর্কীয় সকল আদালতে সরকারী উকীল নিযুক্ত হইবার বিধি। তাহারা নীচে লিখিত পাঠানুসারে সনন্দ পাইবে। (এপেণ্ডিক্স নং ৫।)

[শুধরা ১৮১৬॥ ৮ আ॥ ৭ ধারা দেখ।]

২ প্র॥ সরকারী উকীল মরিলে বা তগীর হইলে বা ইস্তফা দিলে এবং তাহার পদে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে* আদালতসম্পর্কীয় সরকারের সেক্রটারিকে তাহার রিপোর্ট দিতে হইবে।

৩ প্র॥ সরকারী উকীলেরা সরকারী তরফে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমায় যেং রূপে আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে তাহা*।

[১৮১৬॥ ৮ আ॥ ৬ ধারা দেখ।]

৪ প্র॥ তাহারা সরকারের বিরুদ্ধপক্ষ ব্যক্তিরদিগকে কিছু পরামর্শ দিবে না অথবা সরকারের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমায় হাত দিবে না। কিন্তু অন্যং সকল মোকদ্দমায় তাহারা নিযুক্ত হইতে পারে।

৫ প্র॥ তাহারা সামান্য লোকের মোকদ্দমায় যেরূপ রসুম পাইত সরকারী মোকদ্দমায়ও সেই রূপ রসুম পাইবে কিন্তু সেই রসুম প্রথমতঃ আদালতে আমানৎ করিবার প্রয়োজন নাই।

৬ প্র॥ অন্যং উকীলেরদের উপর যেং বিধি খাটে সে বিধি তাহারদের উপরেও খাটিবে।

৭ প্র॥ সরকারী খরচেতে যে মোকদ্দমা হইবেক সে মোকদ্দমায় সরকারী উকীলের সহকারিতার কারণ অন্য উকীল নিযুক্ত হইতে পারে ঐ উকীলেরা যেরূপে মেহনতানা পাইবে।

৩৮ ধা॥ উভয় বিবাদী আপনং মোকদ্দমায় আপনারাই সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবে।

৩৯ ধা॥ ১ প্র॥ মুনসিফের কাছারীর উকীলের উপর এই আইন খাটিবে না।

২ প্র॥ যোত্রহীনের মোকদ্দমায় ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৭। ১০। ১৫ ধারা উপলক্ষেতে এই আইন খাটিবে।

২৭ আইন।

৪০ ধা॥ তাবৎ আইন সকল লোকের দৃষ্টির কারণ প্রকাশিত থাকিবে এবং আ দালতের উকীলেরা তাহাহইতে যাহা প্রয়োজন হয় তাহা নকল করিতে আজ্ঞা পা ইবে। (এপেণ্ডিক্স নং ১ অবধি ৫ পর্য্যন্ত পাঠ।)

২৮ আইন।

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইন ও ১৭৯৫ সালের ২৩ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের ৮। ৯। ১০। ১১। ১২ ধারার যে ভাগ এবং ১৮১০ সালের ৩ আইনের ২। ৩। ৪। ৫। ৬ ধারার যে ভাগ যোত্রহীন ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক রাখে এবং ১৮০৩ সালের ১০ আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ১৪ আইন ও ১৮১০ সালের ৩ আ ইন রদ হইল।

যে মোকদ্দমা অগ্রাহ্য।

৩ ধা॥ যে স্থানে দাওয়া করা বস্তুর মূল্য ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় সে স্থানে যোত্র হীন বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারিবে না এবং এই বিধিক্রমে মুনসিফেরা যোত্রহীন ব্যক্তিরদের মোকদ্দমা গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি করিতে পারে না।

৪ ধা॥ কোন ব্যক্তি আপনাকে যোত্রহীন বলিয়া জাত্যংশ বা অপবাদ বা শারী রিক ক্ষতিবিষয়ে বা কোন কাগজপত্র বা জরিমানা বা জব্দহওয়া বস্তু পুনর্ব্বার পা ইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে না।

দরখাস্ত।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ যাহারা যোত্রহীন বলিয়া নালিশ করিতে চাহে তাহারা (মান্যা স্ত্রীব্যতিরেকে) ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারাক্রমে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া আ পনারদের দরখাস্ত স্বয়ং দাখিল করিবে।

২ প্র॥ সে দরখাস্তের মধ্যে যাহা থাকিবেক তাহা।

সওয়াল জওয়াব।

৩ প্র॥ দরখাস্তকারক ব্যক্তির জোবানবন্দী লিখিত বেওরার দৃষ্টে শপথ বা স্বী কৃতিপূর্ব্বক লওয়া যাইবে যদি সে স্ত্রী হয় তবে তাহার মোক্তারকারের স্থানে তদ্রূপে জোবানবন্দী লওয়া যাইবে।

৪ প্র॥ আদালতের সাহেবেরা দরখাস্তকারক ব্যক্তিকে স্পষ্টরূপে ইহা জানাইবেন যে যদি সে আপনার সম্পত্তির বিষয়ে কিছু মিথ্যা কহে কিম্বা কিছু প্রবঞ্চনা করে তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার যে দণ্ড নিরূপিত আছে তাহা তাহার উপর পড়িবে। তাহার পর দরখাস্তকারক ব্যক্তি অথবা মোক্তারকার আপনং জোবানবন্দীতে সহী করিবে।

২৮ আইন।

আদালতে যে ইনসাফ হইবে তাহা।

৫ প্র॥ যদি উপরে লিখিত জোবানবন্দীর উপরে আদালতের সাহেবেরদের এমত বোধ হয় যে দরখাস্তকারি ব্যক্তির মোকদ্দমার খরচা যোগাইতে উপযুক্ত সঙ্গতি আছে অথবা যে সে অল্প কাল হইল যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা করিবার নিমিত্তে আপনার সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছে তবে তাঁহারা তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন।

৬ প্র॥ যদি আদালতের সাহেবেরা দরখাস্তকারক ব্যক্তির সম্পত্তিবিষয়ে তাহার কথিত বেওরার বিষয়ে সন্দেহ করেন তবে আসামীর প্রতি এমত ইশ্তিহার দেওয়া যাইবে যে সে নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে হাজির হইয়া ফরিয়াদী যে যোত্রহীনরূপে নালিশ করিতে না পারে ইহার উপযুক্ত হেতু দর্শাইবে। আরো আদালতের সাহেবেরা ফরিয়াদীর সঙ্গতির বিষয় উপযুক্ত বোধার্থে এবং তাহার দরখাস্তের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের বোধার্থে সাক্ষির তলব করিতে পারেন বা তাহার বাসের অঞ্চলে অনুসন্ধান করিতে পারেন।

মিথ্যা শপথের দণ্ড।

৭ প্র॥ যদি এরূপ অনুসন্ধানে কিম্বা ইহার পশ্চাৎ কোন অনুসন্ধানে [illegible] নিশ্চয় প্রমাণ হয় যে সে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করিয়াছে তবে সে দায়ের ও স[illegible]রী আদালতে বিচার হওনের নিমিত্তে কয়েদ হইবে এবং তাহার মোকদ্দমা যদি উপস্থিত থাকে তবে তাহা নানসুট হইবে।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ যে ব্যক্তি যোত্রহীনস্বরূপে নালিশ করিতে আদালতে গ্রাহ্য হয় সে ব্যক্তি আদালতের সাহেবের অনুমতি পাইলে আদালতে হাজির হইবার অর্থে দুই জামিন দিবে।

[১৮২৪॥১৩ আ॥ ৪ ধা॥ ১ প্রকরণদ্বারা রদ॥

২ প্র॥ পাপরের মোকদ্দমা সদর আমীনেরদের* হাতে সোপর্দ্দ হইবে না।

৭ ধা॥ ১ প্র॥ আদালতের সাহেবেরা কোন উকীলকে সেই মোকদ্দমা লইয়া তাহার সওয়াল জওয়াব করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ফরিয়াদীর স্থানে কোন রসুম আমানৎ করিবার প্রয়োজন নাই।

২ প্র॥ যে স্থলে এই পরাক্রমানুসারে আদালতের সাহেবেরা কার্য্য করেন সে স্থলে তাহার হেতু রোয়দাদের বহীতে লিখিবেন এবং জজসাহেবের এরূপ হুকুম হইলে উকীল ওকালৎনামা না পাইয়াও সে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিতে ক্ষমতাপন্ন হয়।

৮ ধা॥ যোত্রহীন লোকেরা ইষ্টাম্পের মূল্য অথবা আদালতের অন্য কোন খরচা দিবে না তাহারদের সওয়াল জওয়াব ও ডিক্রীর নকল বিনা ইষ্টাম্প কাগজে দেওয়া যাইবে এবং সকল হুকুমনামা আদালতে নিযুক্ত চাপরাসিদ্বারা ফরিয়াদীর খরচা বিনা জারী হইবে।

ইষ্টাম্পের মূল্যের মৌকুফ।

৯ ধা॥ যোত্রহীন স্বরূপে মোকদ্দমাকরণের অনুমতি না পাইলে ফরিয়াদীর যে খরচা লাগিত তাহা ডিক্রীর মধ্যে লেখা যাইবে এবং পরাজিত ব্যক্তিকে তাহা দিতে হইবে অথবা যে অংশ ন্যায্য বোধ হইবে সেই অংশ জয়ী ও পরাজিত ব্যক্তিরদের মধ্যে ভাগ হইবে।

১০ ধা॥ ১ প্র॥ যদি যোত্রহীন ফরিয়াদী আপন মোকদ্দমায় জয়ী হয় তবে আসামী উকীলের তাবৎ খরচা অথবা আদালতের সাহেবেরা যে অংশ ডিক্রী করিবেন তাহা দিবে।

উকীলের রসুম।

২ প্র॥ মোকদ্দমা ডিসমিস্ হইলে আদালতের সাহেবেরা আসামীকে তাহার উকীলের যে উপযুক্ত মেহনতানা দিতে হুকুম করিবেন সে তাহা দিবে উকীলের অবশিষ্ট মেহনতানা ইহার পর যদি ফরিয়াদীর কোন সম্পত্তি পাওয়া যায় তবে তাহাহইতে উসুল হইবে।

১১ ধা॥ ১ প্র॥ যদি যোত্রহীন ফরিয়াদী আপন দাওয়ার সাবুদ দিতে না পারে এবং যদি আদালতের সাহেবেরা এমত বোধ করেন যে তাহার দওয়া অমূলক এবং কেবল ক্লেশদায়ক ও যথার্থের অতিরিক্ত এবং ফরিয়াদীর যে রসুম ও খরচা দাতব্য হইবে তাহা যদি না দেয় তবে সে ছয়মাসপর্য্যন্ত দেওয়ানী জেহেলখানায় কয়েদ হইতে পারে*।

অমূলক মোকদ্দমা।

২ প্র॥ এমত হুকুমে যদি আপীল হয় তথাপি তাহা তৎক্ষণাৎ জারী হইবে কিন্তু সে ব্যক্তি যদি কোন সময় আদালতের মধ্যে যে রসুম ও খরচা ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ খালাস পাইতে পারে।

৩ প্র॥ জামিনেরা যদি ফরিয়াদীকে হাজির করিতে না পারে তবে ছয় মাস পর্য্যন্ত কয়েদ থাকিবে কিন্তু ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে আদালতের যে দাওয়া থাকে সে দাওয়ার টাকা যদি দেয় তবে জামিনদার খালাস পাইবে।

৪ প্র॥ যোত্রহীন ফরিয়াদী যদি কয়েদ হয় তথাপি আদালতের সাহেবেরা তা

* জিজ্ঞাসা। কাহার খরচে।

২৮ আইন।

হার যে কোন সম্পত্তি থাকে তাহাহইতে আদালতের দাওয়া উসুল করিতে মনো যোগ করিবেন।

আপীল।
[যোত্রহীনেরদের আপীলের বিধি খাস আপীলের উপরে খাটিবে॥ ১৮২৫ ॥ ২ আ॥ ৫ ধারা দেখ।]

১২ ধা॥ ১ প্র॥ যে কেহ যোত্রহীনরূপে আপীল* করিতে চাহে সে যে আদালতে তাহার আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে সে আদালতের উপরের আদালতে দরখাস্ত দিবে।

২ প্র॥ সে দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর স্বাক্ষরীকৃত নকল দিতে হইবে ও দরখাস্তকারি ব্যক্তির তাবৎ সম্পত্তির তপসিল ও আন্দাজী মূল্য এবং যে২ হেতুতে আপীল করে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবে।

ডিক্রীর নকল।

৩ প্র॥ যদি দরখাস্তের পাঠ ও ডিক্রীর দৃষ্টি করণের পর আদালতের সাহেবের দের এমত বোধ হয় যে তাহা অমূলক অথবা অন্যায় নয় অথবা মোকদ্দমা দ্বিতীয় বিচারের যোগ্য নয় তবে তাঁহারা দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এবং সে ব্যক্তিকে যোত্রহীনস্বরূপে আপীল করিতে দিবেন না।

৪ প্র॥ কিন্তু দরখাস্তকারি ব্যক্তি জাব্দামত আপীল করিতে পারিবে।

আপীলের গ্রাহ্যতা বা অগ্রাহ্যতা।

১৩ ধা॥ কিন্তু যদি দরখাস্ত ও ডিক্রী পাঠ করিলে আদালতের সাহেবেরা উচিত বুঝেন্ তবে সে ব্যক্তিকে যোত্রহীনস্বরূপে আপীল করিতে অনুমতি দিতে পারেন কিন্তু এই আইনের ৫ ধারাঅবধি ১১ ধারাপর্য্যন্ত যে দাঁড়া আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিবেন।

১৪ ধা॥ যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হয় সে যোত্রহীনস্বরূপে রিস্পণ্ডেণ্ট হইতে পারে এবং যদ্যপি ডিক্রীর আপীল হয় তবে ঐ আপীলের সময়ে ঐ ডিক্রীজারী স্থকিত হইলে এই আইনের ৭। ৮। ৯। ১০ ধারা তাহারদের উপর খাটিবে।

১৫ ধা॥ যোত্রহীন ফরিয়াদীর পক্ষে হওয়া ডিক্রীর আপীল অন্যথা হইলে নালিশী রসুম আপেলাণ্টকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এবং উকীলের যে রসুমের টাকা সে দাখিল করিয়াছিল তাহার মধ্যে যে অংশ আদালতের সাহেবেরদের বিবেচনায় ফিরিয়া দেওয়া উচিত বোধ হয় তাহাও ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এবং উকীলের রসুমের বাকী এবং আদালতের অন্য২ যে সকল খরচ তাহা রিসপণ্ডেণ্টের যে সংস্থান পাওয়া যাইবে তাহাহইতে উসুল হইবে।

যোত্রহীন আসামী বা রিস্পণ্ডেণ্ট।

১৬ ধা॥ ১ প্র॥ কোন মোকদ্দমা বা আপীলে যদি আসামী বা রিসপণ্ডেণ্ট যোত্রহীন

২৮ আইন।

১৮১৪

স্বরূপে সওয়াল জওয়াব করিতে অনুমতি চাহে তবে (১৪ ধারার লিখিত স্থলবিনা) সে স্বয়ং হাজির হইয়া বা উকীলদ্বারা এক দরখাস্ত দিবে তাহাতে আপন স্থাবর ও অস্থাবর বস্তুর বেওরা এবং তাহার আন্দাজী মূল্য লেখা যাইবে।

২ প্র॥ আদালতের সাহেবেরা দরখাস্ত পাইলে এই আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণাবধি ৭ প্রকরণপর্য্যন্তানুসারে কর্ম্ম চালাইবেন।

৩ প্র॥ এই আইনের ৭। ৮। ৯। ১০ ধারানুসারে যোত্রহীন ফরিয়াদী বা আপেলাণ্ট মোকদ্দমা চালানেতে যে উপকার ও সহকারিতা পায় তাহা আদালতের সাহেবেরা আপনারদের বিবেচনানুসারে দরখাস্তকারি ব্যক্তিরদিগকে দিতে বা না দিতে হুকুম করিতে পারেন্। এবং হাজিরহওয়া বিনা আর কোন বাবতে যোত্রহীন আসামী বা রিস্পণ্ডেণ্টের স্থানে জামিন লওয়া যাইবে না।

১৭ ধা॥ এই আইনের দাঁড়া সরাসরী মোকদ্দমা বা আপীলের উপর খাটিবে না।

১৮ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের ডিক্রীর আপীল যদি ইংগ্লণ্ডদেশের শ্রীযুত বাদশাহের কৌন্সেলে হয় তবে যে যোত্রহীন সে আপীলে সম্পর্ক রাখে তাহাকে সদর দেওয়ানীর সকল রোয়দাদ ও ডিক্রীর নকল বিনাখরচায় দেওয়া যাইবে এবং সে সকল ইষ্টাম্পযুত কাগজভিন্ন অন্য কাগজের উপর লেখা যাইবে।

মুৎফরক্কা আরজী।

১৯ ধা॥ যাহারা আপনারদিগকে যোত্রহীন বলে তাহারদের মুৎফরক্কা দরখাস্ত ও আরজী কোন বোর্ড বা কালেক্টর বা অন্য কোন সরকারী চাকর বিনা ইষ্টাম্প কাগজে গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না কিন্তু যে ব্যক্তিরা ফৌজদারী জেহলেখানায় সওয়াল জওয়াব হওনার্থে অথবা আদালতের সাহেবেরদের দণ্ডাজ্ঞাতে কয়েদ থাকে * তাহারদের দরখাস্ত ফৌজদারী আদালতের সাহেবেরা বিনা ইষ্টাম্প কাগজে লইতে পারেন্।

[বিস্তারিত ১৮১৬॥৪ আ॥ ২ ধারা দেখ।]

২ আইন।

১৮১৫

২ ধা॥ যে জিলাতে রেজিষ্টরসাহেবলোকেরা রেজিষ্টরী কর্ম্ম করেন্ তদ্ভিন্ন অন্য জিলাতে যে কোন মোকদ্দমার হেতু হয় তাহার সরাসরী মোকদ্দমা ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে নিষ্পত্তি করিতে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে কোন রেজিষ্টরসাহেবকে বিশেষ ক্ষমতা দিতে পারেন্।

১৮১৫

২ আইন।

৩ ধা॥ এই সকল মোকদ্দমায় ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারার ৪।৫।৮। ১২ প্রকরণ খাটিবে।

৪ ধা॥ যে জজসাহেবের এলাকার মধ্যে এই২ প্রকার মোকদ্দমার হেতু উপস্থিত হয় তাঁহার নিকট তাহার রোয়দায় ও সাময়িক রিপোর্ট দেওয়া যাইবে।

১৮১৬

৪ আইন।

২ ধা॥ যে ব্যক্তিরা আদালতের ডিক্রীক্রমে অথবা ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ থাকে তাহারদের নিকটহইতে দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবেরা কোন২ স্থানে বিনা ইষ্টাম্প কাগজের উপর দরখাস্ত লইতে পারেন্।

৩ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা নিরূপিত সময়েতে দেওয়ানী জেহেলখানা দেখিতে যাইবেন এবং যে সমূলক নালিশ হইবে তাহার প্রতিকার করিবেন এবং চিকিৎসক সাহেব পীড়িত ব্যক্তিরদের চিকিৎসায় ত্রুটি না করে এ জন্যে তদারক করিবেন।

৪ ধা॥ দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেবেরা যখন জেহেলখানায় বদ্ধ ব্যক্তির মোকদ্দমা করিতে আসিবেন তখন তাঁহারা জিলা ও শহরের আদালতে দেওয়ানী জেহেলখানা দেখিবেন এবং বন্দি লোকেরদের অধিক আরাম ও আরামে থাকিবার নিমিত্তে যে উপায় ঠাহরেন্ তদ্বিষয়ে এবং কয়েদী ব্যক্তিরদের কোন অন্যায় ক্লেশ মিটাইতে হুকুম দিবেন।

৮ আইন।

সরকারী মোকদ্দমা চালানের উপকার।

২ ধা॥ কোম্পানির চিহ্নিত চাকর সাহেব লোকেরদের মধ্যে আদালতসম্পর্কীয় সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট ও স্মারকের পদে এক জন নিযুক্ত হইবে।

৩ ধা॥ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে যে মোকদ্দমা সরকারের সহিত কিছু সম্পর্ক রাখে সে মোকদ্দমা নির্ব্বাহকরণে যে সহায়তা উচিত বোধ হয় তাহা সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব করিবেন।

৪ ধা॥ এবং তাঁহার স্থানে এই আইনঅনুসারে যে সরকারী কর্ম্মকারকেরা যে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ক্ষমতাপন্ন হয় তাহারা কোন মোকদ্দমা তাহার স্থানে সোপর্দ্দ করিলে তিনি সেই মোকাদমার ন্যায় ও অন্যায়ের বিষয়ে আপন পরামর্শ জানাইবেন।

৮ আইন।

১৮১৬

৫ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ২। ৩ প্রকরণের লিখিতমতে কার্য্য করণ পূর্ব্বে নানা বোর্ডের সাহেব লোকেরা অথবা সরকারের অন্যং প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারা ঐ আদালতসম্পর্কীয় বিষয়ের সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্ট ও স্মারকের স্থানে পরামর্শ ও সহকারিতা যাচ্ঞা করিতে পারেন।

৬ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ৩ প্রকরণ আদালতসম্পর্কীয় সুপ্রিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের বিষয়ে খাটিবে।

৭ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৭ ধারার ২ প্রকরণ নীচে লিখিত মতে শুধরা গেল।

সরকারী উকীল।

২ প্র॥ আদালতে সরকারী উকীলের পদ শূন্য হইলে ঐ আদালতের সাহেবেরা তৎস্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন না কিন্তু কেবল সে বিষয়ের রিপোর্ট আদালতসম্পর্কীয় সরকারী সেকৃটারির নিকটে দিবেন।

৩ প্র॥ সে আদালতের উকীলেরদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হইবার অতিযোগ্য ইহা নিশ্চয় করিয়া সরকার যেমন উচিত জানেন তদনুসারে হুকুম দিবেন।

৮ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণক্রমে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে সে মোকদ্দমা যে তারিখঅবধি ফিরিস্তিতে লেখা যাইবে এবং যেক্রমে আদালতে শুনা যাইবে তাহা।

১৫ আইন।

২ ধা॥ চলিত আইন নীচে লিখিতমতে শুধরা গেল।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ সৈন্যসম্পর্কীয় হুদ্দাদার ও সিপাহী লোকেরা কোন ব্যক্তিকে আপনারদের নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত ও সওয়াল জওয়াব করিতে নিযুক্ত করিতে পারে। মোক্তারনামার পাঠ (এপেণ্ডিক্স নং ১)।

২ প্র॥ মোক্তারনামা ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিবার প্রয়োজন নাই।

৩ প্র॥ পল্টনের সরদার সাহেবলোকেরা নীচে লিখিত পাঠক্রমে চিঠী লিখি

১৫ আইন।

য়া আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের নিকট সেই মোক্তারনামা পাঠাইবেন। এপেণ্ডিক্স নং ২।

৪ প্র॥ মোক্তারকার সেই মোকদ্দমার মোক্তারী করিতে অক্ষম হইলে বা অস্বীকার করিলে জজসাহেব তাহার সম্বাদ পল্টনের সরদার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

৫ প্র॥ মোক্তারকার মোক্তারনামা স্বীকার করিলে তাহা আদালতের ফিরিস্তিতে দাখিল হইবে ও মোক্তারকার আদালতের কোন নিযুক্ত উকীলকে সে মোকদ্দমার ভার দিতে পারে পরে অন্য সকল বিষয়ে সামান্য আইনক্রমে সে মোকদ্দমার বিচার হইবে।

৬ প্র॥ যদি কোন সৈন্যসম্পর্কীয় হুদ্দাদার বা সিপাহী কোন তেজারত কর্ম্মবিষয়ক অথবা কোন কর্জ আদায় করণবিষয়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করায় তবে তাহাতে এই আইনের কোন দাঁড়া খাটিবে না।

৪ ধা॥ ১ প্র॥ যে কোন মোকদ্দমায় সৈন্যসম্পর্কীয় হুদ্দাদার অথবা সিপ আসামী হয় সে মোকদ্দমা যে একতরফারূপে নিষ্পত্তি না হয় এতদর্থে বিধি।

২ প্র॥ সামান্য পাঠানুসারে এক এত্তেলানামা পল্টনের সরদার সাহেবের নিকট চিঠীসমেত পাঠান যাইবে এপেণ্ডিক্স নং ৩। এবং যদি ফরিয়াদী বা আপেলাণ্ট আপনার দরখাস্তে আসামী বা রিস্পণ্ডেণ্টের যুদ্ধব্যবসায় স্পষ্ট করিয়া না লিখে তবে তাহার জরিমানা হইবে।

৩ প্র॥ পল্টনের সরদার সাহেব এত্তেলানামা পাইয়া তাহা জারী করিতে হুকুম দিবেন। যদি এত্তেলানামা জারী হইতে না পারে তবে জজসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ যুদ্ধসম্পর্কীয় হুদ্দাদার এবং সিপাহীরদিগকে আপনারদের মোকদ্দমা চালাইবার কারণ ছুটি দিতে পল্টনের সরদার সাহেব লোকেরা যেং ব্যবহারানুসারে চলিবেন তাহা। তাঁহারা নীচে লিখিত পাঠক্রমে জজসাহেবের নিকট পত্র লিখিবেন। এপেণ্ডিক্স নং ৪।

২ প্র॥ আদালতের সাহেবেরা যুদ্ধসম্পর্কীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের তরফে

এক জন উকীল নিযুক্ত করিবেন এবং উকীলের রসুমের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের বিধি নিত্য খাটিবে।

৬ ধা॥ যুদ্ধসম্পর্কীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী আপনারদের মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিতে পারিবে অথবা আপনারাই উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবে।

যত ত্বরায় হইতে পারে মোকদ্দমা শুনা যাইবে।

৭ ধা॥ ১ প্র॥ এই আইনানুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহা যত ত্বরায় শুনা যাইতে পারে তাহা শুনা যাইবে।

মোকদ্দমা উপস্থিত বা জওয়াব করণার্থে ছুটি।

২ প্র॥ যদ্যপি মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হইতেং যুদ্ধসম্পর্কীয় হুদ্দাদার বা সিপাহীর ছুটীর মিয়াদ গত হয় তবে আদালতের সাহেবেরদের যাহাং কর্ত্তব্য তাহা।

৩ প্র॥ যদি ঐ যুদ্ধসম্পর্কীয় হুদ্দাদার বা সিপাহী মোকদ্দমা ডিক্রী হইবার পূর্ব্বে আপন পল্টনে ফিরিয়া যায় তবে ডিক্রী হইলে তাহার নকল ৩ ধারার ৫ প্রকরণ ক্রমে তাহার নিকট প্রেরিত হইবে।

৮ ধা॥ কোন যুদ্ধসম্পর্কীয় হুদ্দাদার বা সিপাহীর ভূমি বা অন্য কোন স্থাবর বস্তু ক্রোক হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

ভূম্যধিকারিরা।

৯ ধা॥ ১ প্র॥ যদি সরকারের মালগুজারীদায়ক কোন ভূমির রেজিষ্টরীকৃত জমীদার যুদ্ধসম্পর্কীয় হুদ্দাদার বা সিপাহী হয় তবে সে তাহার সমাচার কালেক্টরসাহেবকে দিবে সমাচার দিলে কালেক্টরসাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা। যদি সে ভূমির মালগুজারী বাকী থাকে তবে কালেক্টরসাহেব নীচে লিখিত পাঠক্রমে তদ্বিষয়ে পল্টনের সরদার সাহেবের নিকট চিঠী লিখিবেন। এপেণ্ডিক্স নং ৫।

২ প্র॥ এমত বাকী মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টরসাহেবের চিঠী পাইলে পল্টনের সরদার সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা।

বকেয়া খাজানা।

৩ প্র॥ নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে ঐ বাকী মালগুজারী উসুল না হইলে কালেক্টরসাহেব যাহা করিবেন তাহা।

১০ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১০ সালের ১০ আইনের দাঁড়ায় এই আইনের কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না এবং এই আইনের ক্ষমতাতে পল্টনের সরদার সাহেব দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রীর ন্যায় বা অন্যায়বিষয়ক জজসাহেবের নিকট চিঠী লিখিতে পারিবেন না।

১৮১৬

১৫ আইন।

২ প্র॥ এই আইনের প্রকরণ যাহারদের উপরে খাটিবে না তাহারদের নির্দ্দেশ।

টাকা প্রেরণ।

১১ ধা॥ ১ প্র॥ সকল লোকের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে ১৮১০ সালের ১০ আপ্রিল ও ১৮১৪ সালের ২২ জুলাই তারিখে শ্রীযুতের যুদ্ধসম্পর্কীয় জেনেরল আর্ডর এই আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইল।

২ প্র॥ কোনং সরকারী চাকরেরা যুদ্ধসম্পর্কীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীরদের টাকা পাঠানবিষয়ে যে সহকারিতা করিবেন তাহা।

৩ প্র॥ সেই টাকাপ্রেরণে কোন বাবতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবে না।

১৮১৭

৩ আইন।

২ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতে প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া ৬৪ টাকার মধ্যে মোকদ্দমা বা আপীল যদি জজসাহেবকর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হয় কিম্বা রেজিষ্টর অথবা সদর আমীনের হাতে অর্পিত হয় তবে সে সকল মোকদ্দমার উপর ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৫ ধারার ৪ প্রকরণ ও ২৯ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৩৮ ধারার ১ প্রকরণ খাটিবে।

৩ ধা॥ নগদ বা মূল্যের ৬৪ টাকার ঊর্দ্ধের যে মোকদ্দমা সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল হইয়া রেজিষ্টরসাহেবের নিকট নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পিত হয় সে সকলের উপর ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫।১৬।১৭ ধারা খাটিবে।

[রদ ১৮২৪॥ ১৩ আ॥ ৩ ধা॥ ১ প্রকরণ।]

৪ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারা এবং ৪৯ ধারার ২ প্রকরণ স্পষ্টকরণার্থে হুকুম হইল যে মুনসিফ ও সদর আমীনের *সমক্ষে রাজীনামাদ্বারা যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হয় সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী বা আপেলাণ্ট নালিশের রসুমের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবে না সে সকল রসুম ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৯ ধারার ২ প্রকরণানুসারে সদর আমীন * বা মুনসিফকে দেওয়া যাইবে।

৫ আইন।

২ ধা॥ গুপ্ত ধনে যাহাং হইলেও যেং প্রকারে প্রাপকের অধিকার হইবে তাহা।

৩ ধা॥ গুপ্ত ধন পাওয়া গেলে প্রাপকের যাহাং কর্ত্তব্য তাহা।

৫ আইন।

৪ ধা॥ জিলা ও শহরের জজসাহেবেরদের এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা। তদ্বিষয়ে এত্তেলা দিতে হইবে এবং দাওয়াদারেরদের দাওয়ার প্রস্তাব করণার্থে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপিত হইবে।

৫ ধা॥ যদি এমত বোধ হয় যে সে ধনের উপর সরকারী কিছু দাওয়া আছে তবে মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবেরা সে দাওয়া প্রস্তাব করিবেন। তদ্বিষয়ে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরা সরাসরী বিচার উপস্থিত করিবেন জজসাহেব তদ্বিষয়ে যেরূপে ডিক্রী করিবেন তাহা।

৬ ধা॥ যাহা হইলে সেই গুপ্ত ধনের উপর সরকারের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কিছু দাওয়া না থাকে তাহা। যদি সে গুপ্ত ধন লক্ষ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে জজসাহেব যেরূপে ডিক্রী করিবেন তাহা।

৭ ধা॥ গুপ্তধন লক্ষ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে জজসাহেব যেরূপে ডিক্রী করিবেন তাহা।

৮ ধা॥ যে লোকেরা গুপ্ত ধন পাইয়া এক মাসের মধ্যে তাহার উপযুক্ত এত্তেলা না করে তাহারা সেই ধন কিম্বা ক্ষতিপূরণের অধিকারেতে রহিত হইবে।

৯ ধা॥ জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবেরদের এ বিষয়ের সরাসরী ডিক্রীর সরাসরী আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইতে পারে।

১০ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের দুই বা ততোধিক জজসাহেবের এ বিষয়ের ডিক্রী চূড়ান্ত কিন্তু কোনং স্থলে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহার সরাসরী আপীল হইতে পারে।

৮ আইন।

২ ধা॥ ১৮১৪ সালের ১৭ আইনে যে কমিস্যানরসাহেব লোকেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের উপর শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে নিজে কর্তৃত্ব করিবেন কিম্বা ঐ আইনের ৭। ১৩। ১৪ ধারাক্রমে কর্তৃত্ব করা যাইবে তাহা স্থির করিবেন।

৩ ধা॥ যখন কমিস্যানরসাহেব লোকেরদের প্রতি এই হুকুম হইবে যে তাঁহারা

৮ আইন।

শ্রীযুতের হজুরে নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে কর্ম্ম করিবেন তখন তাঁহারা আপনারদের সকল রোয়দাদ ও রিপোর্ট একেবারে শ্রীযুতের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করিবেন এবং শ্রীযুত কোন বিষয়ে অধিক জ্ঞাত হইতে চাহিলে অথবা সাবুদ চাহিলে তাহা তলব করিতে পারেন্।

৪ ধা॥ যে কমিস্যনরসাহেব লোকেরা এরূপে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদের কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য হইলে শ্রীযুতের হজুরে জিজ্ঞিসা করিবেন এবং যদি এমত কোন সন্দেহ অথবা অন্য কোন বিষয় উপস্থিত হয় যে তাহা সংশোধনার্থ এক [illegible] আইনের প্রয়োজন থাকে তবে ঐ কমিস্যনরসাহেবেরা ঐ আইনের মুসা[illegible] লিখিয়া শ্রীযুতের হজুরে বিবেচনা ও হুকুমের নিমিত্তে পাঠাইবেন।

৫ ধা॥ চলিত আইনের অভিপ্রায়ের বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ জন্মে তবে কমিস্যনরসাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন এবং ঐ আদালতের সাহেবেরদের বিবেচনানুসারে কর্ম্ম করিবেন।

৬ ধা॥ ঐ কমিস্যন কখন দুই জনের কম হইবে না এবং দুই জনের মধ্যে এক জন সর্ব্বদা আদালতসম্পর্কীয় সাহেবলোকহইতে নিযুক্ত হইবেন।

১৮ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ চলিত আইনে যে ভাগে হুকুম আছে যে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী ও অন্যং আমলারা এবং অন্যং সকল সরকারী দফ্তরের আমলারা এবং মুনসিফ ও সদর আমীন ও উকীলেরা শপথপূর্ব্বক কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া নীচের ধারা চলিবেক।

সুকৃতি।

২ প্র॥ তাহা হইলে নির্দ্ধারিত শপথের পরিবর্ত্তে সুকৃতিনামা লওয়া যাইবে।

৩ প্র॥ সে সুকৃতি যেরূপে স্বাক্ষরীকৃত ও জারী হইবে তাহা।

৩ ধা॥ শপথের বিষয়ে চলিত শোধিত বিধি সরকারী কর্ম্মেতে এতদ্দেশীয় যত আমলা আছে সে সকলের উপরে খাটিবে যদ্যপি ১৭৯৩ সালের ১২ আইনের ৪ ধারাতে তাহারদের বিশেষং পদের বেওরা না থাকে।

৪ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ১২ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৮০৩ সালের

১৮ আইন। ১৮১৭

১১ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণ এবং ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৩৭ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৭ আইনের ৯ ধারা রদ হইল।

আদালতের আমলা প্রভৃতির নিয়োগ।

৫ ধা॥ ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৩। ৪ ধারা শুধরা গেল এবং সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা জিলা ও শহরের আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীর পদ শূন্য হইলে ঐ জিলা ও শহরের জজ অথবা মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের সুপারিস নামঞ্জুর করিয়া আপনারদের বিবেচনানুসারে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ ১৭৯৩ সালের ১২। ১৩ আইনের যে বিধিতে এবং কাশী ও দত্ত দেশবিষয়ক সেরূপ আইনের যে বিধিতে লেখা আছে যে এতদ্দেশীয় আমলারদের নামে ক্ষতি বলিয়া দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ঘুষ অথবা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওয়া অথবা সরকারী তহবীল ভাঙ্গিয়া টাকা লওয়ার বিষয়ে ফৌজদারী আদালতে তাহারদের নামে নালিশ করার লিখিত আইনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না।

ফৌজদারী আদালতের সমক্ষে।

২ প্র॥ যদি কোন এতদ্দেশীয় আমলা বা পণ্ডিত বা মৌলবীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোকদ্দমায় এমত বোধ হয় যে ১৭৯৩ সালের ১২। ১৩ আইনের অনুসারে ঘুষ অথবা জবরদস্তী করিয়া টাকা গ্রহণের দণ্ড তাহার উপর খাটে না কিন্তু ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে নালিশ হওয়ার হেতু দেখা যায় তবে ঐ আদালতে তাহার নামে নালিশ হইতে পারে। এবং দায়ের ও সায়েরী আদালত ও নিজামৎ আদালতের সমক্ষে যদি তাহার দোষ নিশ্চয় হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবেরদের বিবেচনানুসারে ১৮১৩ সালের ২ আইনের ৩ ধারাক্রমে ও সেই ধারার বিধির শক্তিপর্য্যন্ত সে দণ্ড্য হইতে পারে।

৩ প্র॥ এই ধারাক্রমে যত লোকের দোষ নিশ্চয় হয় ও তাহারা যে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয় তাহার রিপোর্ট শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দেওয়া যাইবে এবং সেই রিপোর্টদৃষ্টে তিনি নিশ্চয় করিবেন যে ১৮১৩ সালের ২ আইনের ৪ ধারাক্রমে সে ব্যক্তিকে ইহার পর কখন সরকারী কর্ম্মে নিয়োগ করা উচিত কি না।

টাকা বা কাগজপত্র পুনঃপ্রাপণার্থে সরাসরী হুকুম।

৭ ধা॥ ১ প্র॥ দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের মধ্যে নগদ টাকা বা সম্পত্তি আমানৎ হইয়া আমলাকর্তৃক অপহৃত হইলে অথবা ঐ আমলারা আপনারদের

১৮ আইন।

সরকারী হিসাব দিতে অস্বীকার করিলে তাহারদের স্থানে সে সকল টাকাপ্রভৃতি সরাসরী মোকদ্দমাদ্বারা উসুলকরণার্থে নীচে লিখিত হুকুম হইল।

২ প্র॥ যখন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের কোন আমলার নামে এমত নালিশ হয় যে সে যে আদালতসম্পর্কীয় চাকর সেই আদালতে কোন বাবতে দত্ত বা আমানতী টাকা বা সম্পত্তি হরণ করিয়াছে অথবা সে আপন সরকারী কর্ম্মদৃষ্টে প্রাপ্য কোন টাকা হরণ করিয়াছে অথবা যখন এরূপে হরণের বিষয়ে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের জজ বা জজসাহেবেরা সন্দেহ করেন তখন [illegible]রা তৎক্ষণাৎ সে নালিশ বা সন্দেহের বোধার্থে এবং সে সন্দেহভঞ্জনার্থে [illegible]সরী বিবেচনা উপস্থিত করাইবেন এবং আপরাধী বা সন্দেহপাত্র ব্যক্তির স্থানে তাহার হাজির হওয়ার বিষয়ে জামিন তলব করিবেন এবং সে জামিন না দিলে পেয়াদার জিম্মা করা যাইবে অথবা দেওয়ানী জেহেলখানায় কয়েদ হইতে পারিবে।

৩ প্র॥ যদি হরণের অপরাধ প্রমাণপূর্ব্বক নিশ্চয় হয় এবং যদি নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে তাহা ফিরিয়া না দেয় তবে আদালতের সাহেবেরদের ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম আছে তদনুসারে সে ব্যক্তি অথবা তাহার জামিনদারহইতে তাহা উসুল করা যাইবে।

৪ প্র॥ কোন এতদ্দেশীয় আমলা সরকারী হিসাব বাকী রাখিলে উপরে লিখিত রীত্যনুসারে কর্ম্ম করা যাইবে এবং অপরাধি ব্যক্তির বিষয় সম্পত্তির দৃষ্টে যাহা ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ হয় এমত জরিমানা হইবে।

৫ প্র॥ এইং সকল মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের জজসাহেবেরদের ডিক্রীর সরাসরী আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইতে পারে এবং যদি শেষ ডিক্রী মানিতে উপযুক্ত জামিন দেওয়া যায় তবে যেপর্য্যন্ত পূর্ব্ব ডিক্রী আপীল আদালতে সাব্যস্থ না হয় সেপর্য্যন্ত তাহার জারী করা স্থকিত থাকিবে।

৬ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমতঃ সরাসরী ডিক্রীর সরাসরী আপীল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং যদি আপেলাণ্ট নির্দ্ধারিত জামিন দেয় তবে যেপর্য্যন্ত সে মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবকর্ত্তৃক সাব্যস্থ না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা স্থকিত থাকিবে।

৭ প্র॥ জিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রীর প্রথম আপীল হইলে এবং সে

১৮ আইন।

আপীলহইতে দ্বিতীয় আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে সরাসরী মোকদ্দমার খাস অথবা দ্বিতীয় আপীলের নির্দ্দিষ্টবিষয়ে যে বিধি আছে তদ্ভিন্ন আর কোন বাবতে গাহ্য হইবে না। এবং এই ধারার বিধিক্রমে যে সরাসরী ডিক্রী হইবে তাহাতে আর কোন মোকদ্দমা হইতে পারে না কিন্তু সে ডিক্রী মোকদ্দমার সর্ব্ব বিষয়ে চূড়ান্ত।

১৯ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের যে ভাগে কিম্বা অন্য২ চলিত আইনে যে হুকুম আছে যে নগদ বা মূল্যের পাঁচ হাজার টাকার উর্দ্ধ প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবে তাহা শুধরা গেল।

ফরিয়াদীর আপন বিবেচনাপূর্ব্বক মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ক্ষমতা।

২ প্র॥ যদি কোন দাওয়ার নগদ টাকা বা মূল্য ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারা ও ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৩ ধারাক্রমে হিসাব করিয়া দশ হাজার টাকার উর্দ্ধ না হয় তবে ফরিয়াদী আপন ইচ্ছাক্রমে সে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে অথবা জিলা বা শহরের আদালতে জাব্দামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের বিধিক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা অর্পিত আছে তাহার উপরে লিখিত প্রকরণদ্বারা কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

মোকদ্দমা ট্রান্সফার করণার্থে দরখাস্ত।

২ প্র॥ উপরে লিখিত প্রকরণানুসারে জিলা ও শহরের আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা অন্যত্র সোপর্দ্দ করিতে ফরিয়াদী মফঃসল আপীল আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে এবং যদি সোপর্দ্দ করিবার কোন উপযুক্ত হেতু দেখা যায় তবে তাহারা সেই দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমের নিমিত্তে সেখানে পাঠাইবে কোন ফরিয়াদী দ্বিতীয় ধারার অনুমতিদৃষ্টে যদি অন্য কোন আদালতে সেই হেতুতে দ্বিতীয় মোকদ্দমা করে তবে তাহার জরিমানা হইবে এবং ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারায় ও ১৮০৩ সালের ২ আইনের ৯ ধারানুসারে সে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে।

৪ ধা॥ মোকদ্দমার দাওয়ার নগদ টাকা বা মূল্যের হার নিশ্চয় করিতে বিবাদ

হইলে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ৩ প্রকরণে যে হুকুম আছে তাহা জিলা ও শহরের আদালতে ১০০০০ দশ হাজার টাকার অনূর্দ্ধে উপস্থিত মোকদ্দমার উপরে খাটিবে।

মোকদ্দমার মূল্যের বিষয়ে বিরোধ।

৫ ধা॥ যে মালগুজারীর ভূমি সম্পূর্ণ তালুক না হইয়া আলাহিদাং রূপে মালগুজারী দেয় সে ভূমির বিষয়ে যে মোকদ্দমা হয় সে মোকদ্দমাতে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারানুসারে তাহার আন্দাজী বার্ষিক উপস্বত্ব হিসাব করিয়া মোকদ্দমার মূল্য বোধ হইবে যদি সে মোকদ্দমা স্বত্ববিষয়ে না হয় কিন্তু কোন পাট্টাদৃষ্টে অথবা মিয়াদসম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে হয় তবে তাহার মূল্য যেরূপ অনুমান করা যাইবে তাহা।

মফঃসল আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল।

৬ ধা॥ ১ প্র॥ এই আইনঅনুসারে জিলা ও শহরের আদালতে যে সকল [illegible]ক দ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি হইবে সে সকল মোকদ্দমার আপীল [illegible]১৪ সালের ২৫ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণনানুসারে মফঃসল আপীল আদা[illegible] হইতে পারে।

২ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর দ্বিতীয় বা খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে কিন্তু ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধরার প্রতিবন্ধকদৃষ্টে কর্ম্ম করিতে হইবে।

খাস আপীলের অন্যং হেতু।

৭ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণেতে দ্বিতীয় আপীল গ্রাহ্য করণের যেং হেতু লেখা আছে তদ্ভিন্ন এক বা ততোধিক আদালতের ডিক্রীর ঐক্য না হইলে সে অনৈক্য দ্বিতীয় আপীল গ্রাহ্য হওনের এক হেতু হইবে।

২ প্র॥ যে আদালতে এরূপ আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে সেই আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমার ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন অথবা সে মোকদ্দমা পুনর্বিবেচনার কারণ ফিরিয়া আদালতে পাঠাইতে পারেন।

পুনর্দৃষ্টি করণার্থে সোপর্দ্দ মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের মূল্য।

৮ ধা॥ সামান্য বা খাস আপীলের মোকদ্দমা যদি পুনর্ব্বার সংশোধন ও বিচারার্থে ফিরিয়া দেওয়া যায় তবে আপীলের দরখাস্তে যে ইষ্টাম্পের মূল্য লাগে তাহা আপেলাণ্টকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এবং আদালতের সাহেবেরা উকীলের মেহনতআনার বিষয়ে যাহা উপযুক্ত বোধ করেন তাহা দেওয়া যাইবে কিন্তু তাহা সামান্য মোকদ্দমার উপর নির্দ্ধারিত রসুমের সিকির অধিক হইবে না।

১৯ আইন। ১৮১৭

৯ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩২। ৩৩ ধারা রদ হইল।

২ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ১১ প্রকরণে সরাসরী আপীলে উকীলেরদের রসুমের বিষয়ে যে বিধি আছে তাহা সকল সরাসরী আপীল ও মোকদ্দমার উপর খাটিবে।

সরাসরী আপীলে উকীলেরদের রসুম।

৩ প্র॥ সরাসরী মোকদ্দমা ও আপীলে উকীলের খরচা আমানৎ করিবার প্রয়োজন নাই কিন্তু মোকদ্দমা ডিক্রী হইলে সেই রসুম আদালতে দাখিল করিতে হইবে। তাহা দেওনে ত্রুটি হইলে উসুল করেণের যে সামান্য রীতি আছে সেই রীত্যনুসারে উসুল হইবে এবং বিলম্বদৃষ্টে আদালতের সাহেবেরা যে জরিমানা উকীলকে দেওয়াইতে উচিত বোধ করিবেন তাহা দেওয়াইতে আজ্ঞা দিবেন।

১০ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ২৫ ধারার ৩ প্রকরণ নীচে লিখিত ধারানুসারে শুধরা গেল।

২ প্র॥ যদি নানা মোকদ্দমার উকীলের রসুম ১৬ ষোল টাকার অধিক না হয় তবে তাহা আলাহিদা২ রসীদের উপরে না লিখিয়া কেবল এক রসীদের উপর লেখা যাইবে।

১১ ধা॥ সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওয়ার বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১১ ধারাতে যে বিধি আছে সে বিধি সদর দেওয়ানী আদালতে ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা মৌকুফ করিতে ক্ষমতা রাখেন কিন্তু মৌকুফ হইলে জজসাহেবকে সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে বিশেষ হুকুম দিতে হইবে। যদি জজসাহেব পারেন তবে তিনি স্বয়ং জোবানবন্দী লইবেন নতুবা এদেশীয় আমলার পরিবর্ত্তে রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা লইবেন।

সাক্ষিরদের জোবানবন্দী।

১২ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণে যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত আছে সে মিয়াদ বিস্তারিত হইল এবং মুনসিফেরা যে মোকদ্দমার হেতু মোকদ্দমা উপস্থিতের পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল সে প্রকার মোকদ্দমা লইয়া গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি করিতে পারে।

মুনসিফেরদের সমক্ষে মোকদ্দমার মিয়াদ।

১৩ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১২ সালের ৫ আইনের হুকুমঅনুসারে উপস্থিত মোকদ্দমা (রেবিনিউ বিষয়ে) জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা আপনারদের বিবেচনাক্রমে নিষ্পত্তি

কালেক্টরের হস্তে সরাসরী মোকদ্দমার অর্পণ।

১৯ আইন।

ও রিপোর্টের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবকে অর্পণ করিতে পারেন্ অথবা সে মোক দ্দমা তাঁহারা আপনারদের রেজিষ্টরের স্থানে অর্পণ করিতে পারেন্।

২ প্র॥ কিন্তু জজ ও রেজিষ্টরসাহেবেরা শীঘ্র তাহার নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে পূর্ব্ববৎ কালেক্টরসাহেবের নিকট অর্পণ করিতে পারেন্।

১৪ ধা॥ যে রেজিষ্টরসাহেবেরা একটিংরূপে জজসাহেবের পদে না থাকেন তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের নিকট মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারেন্ কিন্তু যখন রেজিষ্টরসাহেব এমত বোধ করেন যে ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারা ও ১৮১৩ সালের ৭ আইনের ২ ধারা ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারা ও ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১২ ধারার লিখিত প্রকার মোকদ্দমা কালেক্টরসাহেবের নিকট অর্পণ করিলে অতিশীঘ্র তাহার ডিক্রী হইবে তখন রেজিষ্টরসাহেব তদ্বিষয়ে জজসাহেবকে রিপোর্ট দিবেন।

১৫ ধা॥১ প্র॥ ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৫ আনের ১৪ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার বিধিক্রমে বাকীদার রাইয়ত ও তাহারদের জামিনেরদিগকে গ্রেপ্তার করিবার দরখাস্ত যে জিলা ও শহরের মধ্যে ঐ রাইয়ত অথবা তাহার জামিন বাস করে অথবা যে জিলা কিম্বা শহরের মধ্যে তাহারদের ভূমি থাকে সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজসাহেবের নিকট দেওয়া যাইতে পারে এবং জজসাহেব গ্রেপ্তার করিবার হুকুমের যে নিয়ম ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারায় লিখিত আছে সেই মতে হুকুম জারী করিবেন।

২ প্র॥ সে গ্রেপ্তারী দরখাস্তে যাহা২ থাকিবে তাহা।

বাকীদার রাইয়তের গ্রেপ্তার।

৩ প্র॥ বাকীদার রাইয়ত অথবা তাহার জামিন গ্রেপ্তার হইলে দাওয়ার টাকা যদি না দেয় তবে জজসাহেব তাহাকে হুকুম দিবেন যে সে ভূমি বা জমা যে এলাকার মধ্যে আছে সে এলাকার আদালতে যে তাহাকে প্রেরণ করা অনুচিত ইহার বিশেষ কারণ সে দেখাউক এবং যদি উপযুক্ত কারণ দেখাইতে না পারে অথবা মাতবর জামিন দিতে না পারে তবে পেয়াদার জিম্মায় তাহাকে সে আদালতে পাঠাইতে

১৯ আইন। ১৮১৭

হইবে। বাকীদারের সঙ্গে অথবা তাহার হাজির জামিন দেওনে যে কাগজপত্র সে আদালতে পাঠাইতে হইবে তাহা।

৪ প্র॥ যে জিলা ও শহরের মধ্যে সে ভূমি থাকে সেই জিলা বা শহরের জজসাহেব চলিত আইনঅনুসারে বাকীদারের বিষয়ে কর্ম্ম করিবেন।

১৬ ধা। ১ প্র॥ ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার বিধি সংশোধিত হইয়া নীচে লিখিত বিধি চলিবে।

২ প্র॥ বাকীদার রাইয়ত অথবা তাহার জামিন গেস্তার হইলে যদি দাওয়ার ন্যায্যতা স্বীকার না করে তবে সরাসরী বিচারের কালে হাজিরজামিন দিতে পারে।

৫ আইন। ১৮১৮

২ ধা॥ জিলা কটকে রেবিনিউ বোর্ড ও বোর্ডত্রেড ও কলিকাতার মফঃসল আপীল আদালত ও পুলবন্দী তদারকের নিমিত্তে যে কমিটী স্থির আছে তাঁহারদের এ তৎকালপর্য্যন্ত যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনদ্বারা রদ হইল।

কমিস্যনরসাহেবের ক্ষমতা।

৩ ধা॥ ঐ পূর্ব্ব লিখিত বোর্ডপ্রভৃতির সাহেব লোকেরদের ইহার পূর্ব্বে যে ক্ষমতা ও পরাক্রম ছিল সে সকল কটকে প্রেরিত একজন কমিস্যনর সাহেবকে অর্পিত হইবে।

৪ ধা॥ যে দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজসাহেব এ সময়ে কটকে জেহেলখনায় কয়েদী লোকেরদের মোকদ্দমা করিতেছেন তিনি বর্ত্তমান মিসিলের কার্য্য সমাপ্ত করিবেন।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা এখন মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত আছে তাহা কমিস্যনর সাহেবকে অর্পিত হইবে।

উকীলের অনাবশ্যক।

২ প্র॥ কমিস্যনরসাহেবের সমক্ষে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব অথবা কার্য্যের সরবরাহ উভয় বিবাদী স্বয়ং বা আপনারদের মোক্তারকারদ্বারা করিতে পারিবে। কিন্তু কমিস্যনর সাহেবের কাছারীতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থে উকীল নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।

৩ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ধারায় যেং বিধি আছে

১৮১৮

৫ আইন।

তাহা রদ করিতে কমিস্যনর সাহেবের ক্ষমতা আছে এবং যাহা হইলে তিনি উপযুক্ত বোধ করিবেন তাহাতে যোত্রহীনরূপে সওয়াল জওয়াব করিতে অনুমতি করিতে পারেন্।

যোত্রহীন।

৪ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১৯ ধারায় যে বিধি আছে তাহা কমিস্যনর সাহেব এবং জিলা কটকের জজ ও মাজিস্ত্রিটসাহেব যে স্থলে উপযুক্ত বোধ করিবেন সে স্থলে রাখিতে পারিবেন্।

দেওয়ানী মোকদ্দমার ডিক্রী চূড়ান্ত।

৫ প্র॥ দেওয়ানী মোকদ্দমায় কমিস্যনরসাহেব যেং ডিক্রী করিবেন তাহা চূড়ান্ত কিন্তু শ্রীযুত ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের কৌন্সেলে আপীল করিবার যে বিধি আছে তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের আপীল করণীয় সকল মোকদ্দমার আপীল ঐ আদালতে হইতে পারে।

নিজামৎ আদালতের ক্ষমতা।

৬ ধা॥ নিজামৎ আদালতের সাহেবেরদের জিলা কটকে ফৌজদারীবিষয়ক কর্ম্ম চালানবিষয়ে যে পরাক্রম আছে এই আইনদ্বারা তাহার কিছু অন্যথা বা হানি হইবে না এবং কলিকাতার দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা নিজামৎ আদালতের সহিত যে সম্পর্ক রাখেন্ তাহাও তাঁহারদের হইবে।

এতদ্দেশীয় আমলার নিয়োগ বা তগীর।

৭ ধা॥ ১৮১৭ সালের ২২ আইনের বিধি রদ হইল। কটকের জজ ও মাজিস্ত্রিট সাহেবেরদের নিকট সরকারী কর্ম্মে যে এতদ্দেশীয় আমলারা আছে তাহারদের তগীর বা নিয়োগের বিষয়ে কমিস্যনরসাহেব লোকেরা আপনারদের অনুমতি দিবেন।

জজ ও রেজিষ্টর সাহেবের আদালত।

৮ ধা॥ জিলা কটকের জজ ও রেজিষ্টরসাহেবেরা খাজানা বা বেদখলবিষয়ে সরাসরী মোকদ্দমার তদারক করিবার নিমিত্তে জিলার কোন ভাগে আপনারদের কাছারীর বৈঠক করিতে পারেন্। জজ ও মাজিস্ত্রিট সাহেবেরদের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট টেরিটোরিএল ডিপার্টমেণ্টের কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন।

১৮১৯

৯ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ৬ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে মফঃসল আপীল আদালতে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য করণের হেতুবিষয়ক বিধি পশ্চাৎ লিখিত ধারানুসারে শোধিত হইল।

খাস আপীল গ্রাহ্যকরণবিষয়ে বর্ত্তমান চলিত আইন স্তধরা।

৯ আইন। ১৮১৯

২ প্র॥ মফঃসল আপীল আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অধোধ আদালতের ডিক্রী পাঠকরণে যখন বোধ করেন্ যে সে মোকদ্দমায় অন্যায় হইয়াছে তখন তাঁহারা দ্বিতীয় অথবা খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন্।

[১৮২৫ ॥ ২ আ॥ ৪ ধা॥ ১ প্রকরণ দ্বারা রদ।]

৩ ধা॥ ১ প্র॥ যে সকল মোকদ্দমায় দ্বিতীয় আপীলকরণের ক্ষমতা নাই সেই মোকদ্দমায় উভয় বিবাদির দরখাস্ত পাইলে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা যদি উপযুক্ত হেতু দেখেন্ তবে মফঃসল আপীল আদালতে খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্।

মফঃসল আপীল আদালত ও জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা খাস আপীল লওনের পরামর্শ দিতে পারেন।

২ প্র॥ উপরের লিখিত মত হইলে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে পরামর্শ দিতে পারেন্।

৩ প্র॥ যদি উপরে লিখিত মতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা খাস আপীল লইতে অসম্মত হন্ তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আপীল যাচক ব্যক্তির দরখাস্তদৃষ্টে মফঃসল আপীল আদালতে সেই আপীল মঞ্জুর করিতে হুকুম দিতে পারেন্।

৪ ধা॥ সদর দেওয়ানী আদালত ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা খাস আপীল মঞ্জুরকরণের পূর্ব্বে আপীলযাচক ব্যক্তি যে কাগজপত্র দাখিল করিয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য যে কোন কাগজপত্র তলবকরা উচিত বোধ করেন্ তাহার তলব করিতে পারেন্।

কাগজপত্র তলব করিতে পারেন্।

৫ ধা॥ আদালতের দুই জন জজসাহেবের অনুমতিব্যতিরেকে সদর দেওয়ানী আদালত অথবা কোন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা দ্বিতীয় বা খাস আপীল মঞ্জুর করিতে পারেন্ না।

দুই জন জজসাহেব।

৬ ধা॥ মিয়াদ অথবা মোকদ্দমার পদ্যবিষয়ে যে আইন চলিত আছে তাহা পূর্ব্ব লিখিত বিধিদ্বারা রদ হইবে না।

৭ ধা॥ ১ প্র॥ কলিকাতানিবাসি লোকেরা কোন জিলা ও শহর অথবা মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা বা আপীল ফরিয়াদীরূপে উপস্থিত করিতে বা আসামীস্বরূপে জওয়াব দিতে চাহিলে তাহারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যে খরচা হইবে তাহার নিমিত্তে কলিকাতার বাহিরনিবাসী অথবা কলিকা

কলিকাতানিবাসি লোকেরদের বিষয়ে।

তার বাহিরে যাহারদের সম্পত্তি আছে এইমত ব্যক্তিরদিগকে জামিন দিবে। সে জামিন ছয় হপ্তার মধ্যে দিতে হইবে তাহা না দিলে মোকদ্দমা একতরফা ডিক্রী হইবে এবং যেপর্য্যন্ত অধোধ আদালতের খরচারদাওয়া আপেলাণ্ট দাখিল না করে সে পর্য্যন্ত সে ডিক্রীর কোন আপীল গ্রাহ্য হইবে না।

২ প্র॥ মোকদ্দমা বা আপীলের বর্ত্তমান কালে ফরিয়াদী বা আসামী কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেও উপরে লিখিত বিধি তাহার উপর খাটিবে।

যোত্রহীন লোক।

৩ প্র॥ যে যোত্রহীন ফরিয়াদীরা ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহারদের উপর এই ধারার কোন বিধি খাটিবে না।

আপীলের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে।

৮ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারানুসারে যে বিশেষ ক্ষমতা জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবকে দেওয়া গিয়াছে তদ্ব্যতিরেকে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের পরামর্শেতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে উপরের লিখিত আইনের ৮ ধারার লিখিত মোকদ্দমা এক জন রেজিষ্টরসাহেব ডিক্রী করিলে এবং তাহার আপীল হইলে সে আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে অন্য রেজিষ্টরসাহেবকে ক্ষমতা দিতে পারেন। রেজিষ্টরসাহেবেরা যে মত অন্য মোকদ্দমার রসুম * পান সেমত এই স্থানে পাইবেন।

[১৮২১॥ ২ আ॥ ১৩ ধারা দেখ।]

যে যোগ্যতার প্রয়োজন।

২ প্র॥ যে কোন রেজিষ্টরসাহেবকে উপরে লিখিত ক্ষমতা দেওয়া যায় তাঁহার বিষয়ে আবশ্যক এই যে তিনি ইহার পূর্ব্বে ছয় বৎসরাবধি আদালতের কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন এবং যে রেজিষ্টরসাহেবের ডিক্রীর আপীল তাঁহার নিকটে সমর্পণ করা যায় তিনি সরকারী কর্ম্মে তাহাহইতে যুবা হন।

৩ প্র॥ উপরে লিখিত বিধ্যনুসারে রেজিষ্টরসাহেব যে ডিক্রী করিবেন তাহার দ্বিতীয় বা খাস আপীল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা গ্রাহ্য করিতে পারেন।

মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টর।

[১৮২১॥ ২ আ॥ ১৪ ধারাদ্বারা সেই পদ রদ হইল।]

৯ ধা॥ যে জিলা ও শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে মফঃসল আপীল আদালতের কাছারী স্থাপিত হয় সে মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের * নিকটে ঐ জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৮ ধারার বিধ্যনুসারে আপন রেজিষ্টরকর্ত্তৃক প্রথমতঃ যে দেওয়ানী মোকদ্দমা শুবণী তাহা অর্পণ করিতে পারেন।

মুনসিফেরদের ক্ষমতার বৃদ্ধি।

২ আইন।

১৮২১

২ ধা॥ জিলা ও শহরের জজসাহেবের পরামর্শে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা মুনসিফের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন্।

মোকদ্দমার মূল্য।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ নগদ টাকাবিষয়ক বা অন্য কোন অস্থাবর বস্তুবিষয়ক ১৫০ টাকার মধ্যের মোকদ্দমা মুনসিফ বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করিতে পারে যদ্যপি সে মোকদ্দমার কারণ তিন বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং যদ্যপি সেই কারণে যত দাওয়া থাকে সে সকল দাওয়ার বিষয়ে একেবারে নালিশ হয় এবং যদ্যপি সে মোকদ্দমা শারীরিক ক্ষতির বিষয়ে না হয়।

২ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারার ২। ৩ প্রকরণে যে নিষেধ লেখা আছে তাহা উপরে লিখিত মোকদ্দমার উপর খাটিবে।

ইষ্টাম্প কাগজ ও রসুম।

৩ প্র॥ ইষ্টাম্পের মূল্যের বিষয়ে এবং মুনসিফের মেহনতআনা ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৯ ও ৭০ ধারাক্রমে নিষ্পত্তি ও উসুল হইবে।

৪ প্র॥ মুনসিফের দ্বারা যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার বিধি এখন চলিত আছে তাহা এই আইনঅনুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে তাহার উপর খাটিবে।

বকেয়া খাজানা আদায় করণার্থে মোকদ্দমা।

৪ ধা॥ বকেয়া খাজানা আদায়ের নিমিত্তে মূল্য বুঝিয়া মোকদ্দমা মুনসিফের দের সমক্ষে বা জিলা ও শহরের আদালতে অথবা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হইতে পারে এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা যখন বোধ করেন্ যে এই রূপ বিবাদ এইরূপে অধিক সুগমে নিষ্পত্তি হইতে পারে তখন তাঁহারা সরাসরী অপেক্ষা এইরূপ করিতে বরং অধিক পরামর্শ ও অনুমতি দিবেন।

৫ ধা॥ ১ প্র॥ ৫০০ টাকার মধ্যের প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার ও ডিক্রী করিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সদর আমীনেরদিগকে ক্ষমতা দিতে পারেন্।

৫০০ টাকার মধ্যের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে।

২ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারায় যে প্রতিবন্ধক আছে তদ্ব্যতিরেকে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা বর্ত্তমান সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন্ যদি তাহার আন্দাজী মূল্য ৫০০ টাকার ঊর্দ্ধ না হয়।

৩ প্র॥ ১৫০ টাকার ঊর্দ্ধমূল্যক মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণেতে সদর আমীনেরা

২ আইন।

১৮১৪ সালের ২৩ আইনঅনুসারে কার্য্য করিবে কিন্তু দাওয়া ১৫০ টাকার ঊর্দ্ধ হই লে তাহারা নালিশী রসুম এবং ইষ্টাম্প মূল্যের অর্দ্ধেক কেবল পাইবে *।

[১৮২৪ ॥ ১৩ আ ॥ ২ ধা ॥ ১ প্রকরণদ্বারা রদ।]

৪ প্র ॥ যে মোকদ্দমা সদর আমীনের হস্তে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দ হয় এবং দাওয়ার মূল্য ১৫০ টাকার উপর ৫০০ টাকার মধ্যে হয় সে মোকদ্দমায় ১৮১৪ সা লের ২৪ আইনের ৮ ধারার ৩।৪।৫।৬ প্রকরণের বিধিসমূহ খাটিবে।

রেজিষ্টরের মোকামে আপন কাছারী বসাইতে পারেন্।

৬ ধা ॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৭ ধারা শুধরা গেল। এক বা ততোধিক সদর আমীন নিযুক্ত হইতে পারে। এবং জিলা ও শহরের আদালতের মোকামহইতে দূরে রেজিষ্টরসাহেব যেখানে স্থাপিত হন সেখানে আপনার কাছারী বসাইতে পারেন্।

সদর আমীন ও মুনসিফের ডিক্রীর জারী।

৭ ধা ॥ ১ প্র ॥ দেওয়ানী ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত পূর্ব্ববৎ দাখিল হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান আইনের যে ভাগে লেখা আছে যে সদর আমীন ও মুনসিফেরদের ডি ক্রী জজসাহেবের বিশেষ আজ্ঞাতে জারী হইবে তাহা নীচে লিখিত বিধিক্রমে শুধ রা গেল।

সদর আমীন ও মুনসিফের বিষয়।

২ প্র ॥ সদর আমীন ও মুনসিফেরদের ডিক্রী জারীকরণের সকল দরখাস্ত জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা রেজিষ্টর ও সদর আমীনেরদের হাতে অর্পণ করি বেন। তাহারদের হুকুমের আপীল জজসাহেবের নিকট হইতে পারে এবং বিশেষ২ মফঃসল আপীল আদালতে হইতে পারে।

৩ প্র ॥ এইং প্রকার হইলে রেজিষ্টর ও সদর আমীনেরা যেং হুকুম করিবেন তাহা জিলা ও শহরের আদালতের আমলাদ্বারা জারী হইবে।

কোনং স্থানে মফঃসল আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতের বিষয়।

৮ ধা ॥ ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ৬ ধারাতে যে বিধি আছে (এবং কাশী ও দত্ত দেশের উপর খাটিয়াছে) তাহার যে ভাগে লেখা আছে যে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনং ডিক্রী জারী করিতে জিলা ও শহরের জজসাহেবের দিগকে হুকুম দিবেন তাহা শুধরা গেল। মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনং ডিক্রী জারী করিবেন এবং যে মফঃসল আপীলের তাবে জিলা ও শহরের আদালত হয় তাহার এলাকার মধ্যে প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে ডিক্রী করিবেন সে ডিক্রীও তাহারা জারী করিবেন।

৯ ধা ॥ যে রেজিষ্টরসাহেবেরা ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা

পন্ন হইবেন তাঁহারদের স্থানে বকেয়া খাজানার যত টাকা হউক তদ্বিষয়ে এবং ভূমি বা ফসল বা জবরদস্তী বেদখলবিষয়ে অথবা দখলে কিছু উৎপাত হওনের বিষয়ে যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা জজসাহেবেরা অর্পণ করিতে পারেন্।

রেজিষ্টরের স্থানে সরাসরী মোকদ্দমার অর্পণ।

১০ ধা॥ ১ প্র॥ বর্ত্তমান আইনের যে ভাগে লেখা আছে যে জিলা ও শহরের আদালত যে স্থানে স্থাপিত আছে কেবল সেই স্থানে বৈঠক করিবেন এবং আদালতের বৈঠক দিন বা আদালতের বৈঠকের সময়ছাড়া আর কোন দিনে কোন বিধি বা হুকুম হইতে পারে না তাহা গুধরা গেল।

স্থাপিত আদালতের মধ্যে কাছারী বসান অনাবশ্যক।

২ প্র॥ জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা ও রেজিষ্টরসাহেবেরা আপন২ এলাকার কোন স্থানে সরাসরী মোকদ্দমার বিবেচনা করিতে পারেন্ যদ্যপি সে মোকদ্দমার হেতু তাঁহারদের এলাকার মধ্যে জন্মিয়া থাকে।

৩ প্র॥ জজ ও রেজিষ্টরসাহেবেরদের সদর মোকামহইতে দূরে সরাসরী মোকদ্দমার বিচার হইলে আদালতের উকীলেরদের সে মোকদ্দমায় যাইবার প্রয়োজন নাই। ঐ প্রকার মোকদ্দমা ফরিয়াদী বা আসামীর সাক্ষাৎ অথবা তাহারদের পক্ষে যে ব্যক্তিরা হাজির হইবে তা[illegible] সাক্ষাৎ নিষ্পত্তি হইবে।

উকীলেরদের হাজির হওনের প্রয়োজনাভাব।

৪ প্র॥ কালেকটরসাহেবেরদের তদারকের নিমিত্তে যে সরাসরী মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইবে তদ্বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বিধি খাটিবে।

১১ ধা॥ ১ প্র॥ বর্ত্তমান আইনের যে ভাগে লিখিত আছে যে রেজিষ্টরসাহেবের নিকট যে মোকদ্দমা অর্পিত হইবে তাহা প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজসাহেবের আদালতে ফিরিস্তিতে লেখা যাইবে তাহা নীচে লিখিত বিধানুসারে গুধরা গেল।

রেজিষ্টরের স্থানে অর্পণীয় মোকদ্দমা।

২ প্র॥ যদি রেজিষ্টরসাহেব কোন জিলার জাইণ্টমাজিষ্ট্রিট হন্ অথবা সেই কর্ম্মে একটিং হন্ এবং সেই জাইণ্ট মাজিষ্ট্রিটের * ঐ এলাকার মধ্যে কোন মোকদ্দমার কারণ জন্মে অথবা যদি সেই এলাকার মধ্যে বিবাদী বাস করে এবং যদি শেষতঃ রেজিষ্টর সাহেবের স্থানে সে মোকদ্দমা অর্পণীয় হয় তবে রেজিষ্টরসাহেব তদ্রূপ প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমা ব৷ আপীল জিলা ও শহরের আদালতের মোকাম ভিন্ন অন্য কোন স্থানে শুনিতে পারেন্।

মোকদ্দমা বা আপীল লইতে পারেন্। [১৮২৪ ॥ ৩ আ ॥ ২ ধা ॥ ১ প্রকরণ দ্বারা বিস্তারিত।]

৩ প্র॥ পূর্ব্বলিখিত মোকদ্দমা ও আপীল রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে প্রস্তাবিত

১৮২১

২ আইন।

দরখাস্তপ্রভৃতির নকল জজসাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

হইলে তিনি তাহা আপন ফিরিস্তি বহীতে তুলিবেন এবং সে দরখাস্তের নকল ও তাহার সঙ্গে অন্য যে সকল কাগজপত্রের প্রয়োজন হইবে সে সকল তিনি জজসাহেবের নিকট তাঁহার হুকুমের নিমিত্তে পাঠাইবেন। জজ সাহেব রেজিষ্টর অথবা রেজিষ্টরসাহেবের সঙ্গে যে সদর আমীন থাকে তাহাকে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে আজ্ঞা দিবেন অথবা আপনার নিকট অথবা অন্য কোন যোগ্য আমলার নিকটে প্রেরণ করিতে হুকুম দিবেন।

মুনসিফ ও সদর আমীনের ডিক্রীর জারী করণের দরখাস্ত লইতে পারেন্।

১২ ধা॥ যে রেজিষ্টরসাহেবেরা জিলা ও শহরের সদর মোকাম ভিন্ন অন্য কোন স্থানে স্থিতি করেন্ তাঁহারা আপনারদের এলাকার মধ্যে সদর আমীন ও মুনুসিফেরদের হুকুম জারী করিবার দরখাস্ত গাহ্যক রিতে পারেন্ এবং তাহা জারী করিতে পারেন্ অথবা এই আইনের ৭ ধারানুসারে সদর আমীনকে তাহা জারী ক[illegible]তে হুকুম দিতে পারেন্। সদর আমীনের হুকুমের আপীল প্রথমতঃ রেজিষ্ট[illegible]হেবকে দেওয়া যাইবে।

রেজিষ্টরের রসুম রদ হইল।

১৩ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৮। ৯ ধারার নানাপ্রকরণে অথবা অন্যং কোন চলিত আইনের যে প্রকরণে লেখা আছে যে জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবেরা আপনারদের নিকট সোপর্দ্দ মোকদ্দমার ডিক্রী করিলে রসুম অথবা ইষ্টাম্পের মূল্যের অংশ পাইবেন তাহা রদ হইল।

১৪ ধা॥ মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের পদ রদ হইল। এবং সেই পদের কার্য্য জজসাহেবেরা নিষ্পত্তি করিবেন। এবং সেই রেজিষ্টরসাহেবেরদের দফ্তর জজসাহেবের তাবে থাকিবে।

১৮২৩

[১৮২৪॥ ৫ আইন দ্বারা এই আইন বিস্তারিত হইল।]

৬ আইন।*

২ ধা॥ যাহারা লিখিত কবুলিয়তে নির্দ্ধারিত সীমাবন্দী ভূমির উপরে নীল চাস করিবার কারণ দাদন দিবে তাহারদের সে ভূমিতে উৎপন্ন নীল গাছের উপর স্বত্বও সম্পর্ক থাকিবে।

বন্দোবস্ত অতিক্রমকারির নামে নালিশ।

৩ ধা॥ ১ প্র॥ যদি কোন ব্যক্তি দাদন দিয়া পরে এমত সন্দেহ করে যে যে ব্যক্তি তাহার স্থানে দাদন লইয়াছে সে আপন ভূমির উপস্বত্ব অন্য লোকের স্থানে বিক্রয় করিতে উদ্যত আছে তবে যে জিলা ও শহরের এলাকাতে তাহার ভূমি থাকে

সেই জিলা ও শহরের জজ বা রেজিষ্টর বা যে রেজিষ্টর জাইন্টমাজিস্ত্রেটের পদে থাকেন তাঁহার নিকটে নালিশ করিবে এবং সেই দরখাস্তের সঙ্গে অপনার রাইয়তের আসল কবুলিয়ৎ দাখিল করিবে।

২ প্র॥ দরখাস্ত দাখিল হইলে আসামীকে ২০ দিনের মধ্যে স্বয়ং হাজির হইয়া বা মোক্তারদ্বারা তাহার জওয়াব দিতে এত্তেলা দেওয়া যাইবে।

আসামীর হাজির হওন বিষয়ে হুকুম।

৩ প্র॥ তলবচিটির নকল গ্রামের কাছারী কিম্বা অন্য কোন প্রকাশ স্থানে লট্‌কান যাইবে এবং যে পিয়াদা তাহা জারী করিবে সে যে ভূমির উপস্বত্বের বিষয়ে দাওয়া হইয়াছে সেই ভূমির উপর বাঁশ গাড়া করিয়া রাখিবে যে ফরিয়াদীর দাওয়ার জওয়াব দিতে যে ব্যক্তি চাহে সে আদালতে হাজির হয়।

৪ প্র॥ যদি আসামী নালিশের জওয়াব দিতে হাজির না হয় এবং যদি আর কোন দাওয়া সে ভূমির উপস্বত্বের উপর না থাকে তবে ফরিয়াদীর দাওয়ার বিচার হইয়া একতরফা ডিক্রী হইবে।

৫ প্র॥ যদি আসামী হাজির হয় এবং কবুলিয়তের নিশ্চয় প্রমাণ হয় এবং যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি সে উপস্বত্বের উপর ফরিয়াদীর দাওয়ার পর্ব্বের দাওয়া না করে তবে ফরিয়াদী সে সকল পাইবার বিষয়ে সরাসরী ডিক্রী পাইবে।

৬ প্র॥ যদি ফরিয়াদীর দাওয়া সপ্রমাণ না হয় তবে ফরিয়াদী সকল খরচা দিবে এবং আসামী মেহনতআনার খরচা দিবে।

৭ প্র॥ যদি বিবেচনাকালে এমত দেখা যায় যে আসামী অন্য কোন ব্যক্তির নিকট সে ভূমির উপর দাদন লইয়াছে তবে সে ব্যক্তির নিকট এক এত্তেলানামা পাঠান যাইবে পরে সরাসরী বিচারদ্বারা এই স্থির হইবে যে উভয়ের মধ্যে কাহার দাওয়া প্রথম অগ্রগণ্য কিন্তু যে কবুলিয়তে রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহা অগ্রগণ্য হইবে। বিচারেতে যাহা স্থির হয় তাহা ফিরিস্তির মধ্যে লেখা যাইবে এবং তদনুসারে হুকুম দেওয়া যাইবে।

সরাসরী ইনসাফ ও ডিক্রী।

৮ প্র॥ আসামী জেহেলখানায় কয়েদ হইবে না এবং কোন অনুচিতরূপে আটক থাকিবে না।

৯ প্র॥ সরাসরী বিচারের কালে যদি এমত বোধ হয় যে সে নীলের গাছ না কা

টিলে ক্ষতি বা নষ্ট হইবে তবে জজসাহেব বা অন্য যে ব্যক্তির সমক্ষে মোকদ্দমা হয় তিনি তাহা কাটাইয়া বিবাদির এক জনকে দেওয়াইতে পারেন্ যদ্যপি সে এমত অঙ্গীকার করে যে যাহার হকে শেষ ডিক্রী হইবে আমি তাহাকে উপযুক্ত দাওয়ার টাকা দিব।

মোকদ্দমার বর্ত্তমানের নীল গাছ যাহাকে দেওয়া যাইবে।

পোলীসের আমলার সহায়তা।

৪ ধা ॥ ১ প্র ॥ যে কোন ব্যক্তির হকে কোন ভূমির ফসলের বিষয়ে সরাসরী ডিক্রী হয় সে ভূমির নীলের গাছ অন্য ব্যক্তিকে কাটিতে বা স্থানান্তর করিতে বারণ করিতে পারে এবং যদি সে যাচ্ঞা করে তবে পোলীসের দারোগাপ্রভৃতি তন্নিবারণে তাহার সহকারিতা করিবে।

ভূমির মালগুজারী।

২ প্র ॥ কোন নীলকর সাহেব পূর্ব্ব লিখিত বিধ্যনুসারে ডিক্রী পাইয়া আপনি সে নীলের গাছ কাটিয়া লইয়া গেলে সে ভূমির খাজনার বিষয় রাইয়তের যোগে তাহার উপর দাওয়া পড়িতে পারে।

৫ ধা ॥ ১ প্র ॥ যে ব্যক্তিরা নীলের গাছের কৃষাণি করাতে ও গাছ দাখিল করার একরার খেলাপেতে ক্ষতি বোধ করে তাহারা সরাসরী বা জাব্দামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে।

সরাসরী মোকদ্দমার রফানামা।

২ প্র ॥ যদি সে সরাসরীরূপে মোকদ্দমা করে এবং যদি মোকদ্দমা ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় তবে আসামী আসল যে দাদন পাইয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিবে এবং তাহার উপর যে সুদ ও যত খরচা তাহাও ফিরিয়া দিবে।

কারসাজী বিষয়ে। সামান্য মোকদ্দমা।

৩ প্র ॥ যদি সে জাব্দামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে ফরিয়াদী রাইয়তের ও রাইয়ত যে ব্যক্তির নিকট ভূমির উৎপন্ন বিক্রয় ও দাখিল করে তাহারও নামে নালিশ করিতে পারে। যদি এমত সাবুদ হয় হয় যে ক্রেতা এমত অবগত ছিল যে রাইয়ত পূর্ব্বে অন্যের স্থানে ইহার দাদন লইয়াছে তবে সে ব্যক্তি ও রাইয়ত উভয়ে সংযোগে ও পৃথক্ যোগে পূর্ব্ব একরারনামায় যে সকল গুনাগারী লেখা থাকে সে সকল গুনাগারী ও খরচা দিবে।

৪ প্র ॥ যদি কোন চাতুরী বা প্রবঞ্চনার প্রমাণ না হয় এবং যদি রাইয়ত কেবল দৈবক্রমে আপন বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিতে না পারিয়া থাকে তবে তাহার উপর যে গুনাগারী হইবেক তাহা সুদ সমেত দাদনের তিনগুণের অধিক হইবেক না।

৬ আইন।

৬ ধা॥ এই আইনে লিখিত সরাসরী মোকদ্দমা জজসাহেবকর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইবে অথবা তিনি জিলার কালেক্টর ও রেজিষ্টরসাহেবের হাতে তাহা অর্পণ করিবেন। যে ব্যক্তি সরাসরী ডিক্রীতে অসম্মত হয় সে জাব্দামতে মোকদ্দমার দ্বারা নালিশ করিতে পারে।

সরাসরী মোকদ্দমা যে রূপে নিষ্পত্তি হইবে।

৭ ধা॥ রাইয়তকে যত টাকা দাদন দেওয়া গিয়াছে তত টাকার খত লিখনে যত টাকার ইষ্টাম্প কাগজের প্রয়োজন হয় এমত ইষ্টাম্প কাগজে যদ্যপি সেই নীলচাস ও দাখিলকরণের কবুলিয়ৎ লেখা যায় তবে সে কবুলিয়তে কোন ওজর হইবে না।

ইষ্টাম্প কাগজে কবুলিয়তের লিখন।

৮ ধা॥ যদি সে কবুলিয়তের মধ্যে একাধিক লোকের নাম থাকে এবং যদি এক কবুলিয়তের মধ্যে একাধিক বন্দোবস্ত থাকে এবং যদি প্রত্যেক জনের বন্দোবস্ত পৃথক২ রূপে বিস্তারিত থাকে এবং যদ্যপি সকল দাদনের জুমলা তুল্য ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য হয় তবে সে কবুলিয়ৎ নামঞ্জুর হইবে না।

৭ আইন।

নিষেধ।

২ ধা॥ ১ প্র॥ সরকারী কোনপ্রকার কর্ম্মে যে রাজকর্ম্মসম্পাদক সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন তাঁহারা আপনারদের তাবেদার কোন এতদ্দেশীয় আমলারদের বা তাহারদের কুটুম্ব বা তাহারদের অধীন ব্যক্তিরদের স্থানে টাকা কর্জ লইবেন না।

২ প্র॥ এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি সরকারী কর্ম্ম চালানেতে তাঁহারদের সহিত সম্পর্ক রাখে বা তাঁহারদের অধীন হয় তাহারদের স্থানে বা তাহারদের কুটুম্ব বা অধীন লোকেরদের স্থানে কর্জ লইবেন না।

৩ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২১ আইনের ৪ ধারা রদ হইল। এবং সেই আইনের ২ ও ৩ ধারার বিধি তেজারত কর্ম্মসম্পর্কীয় তাবৎ আমলার উপরে এবং অন্য তাবৎ চিহ্নিত রাজকর্ম্মসম্পাদক সাহেবের উপরে খাটিবে।

৩ ধা॥ তাবৎ জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও মাজিস্ত্রেট ও জাইণ্টমাজিস্ত্রেট ও রেজিষ্টর ও মাজিস্ত্রেট সাহেবেরদের আসিষ্টাণ্টেরা ও তাবৎ কালেক্টরের ডিপুটি কালেক্টর ও অন্য২ যাঁহারা কালেক্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তাঁহারদের মধ্যে কোন কেহ জমীদারের স্থানে অথবা আপন২ জিলার মধ্যনিবাসী অথবা যাহারদের সম্পত্তি সেই জিলায় থাকে তাহারদের নিকটে কর্জ লইবেন না।

৪ ধা॥ যদি কোন ব্যক্তি এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া এইমত সরকা[illegible] আমলাকে

X

১৮২৩

৭ আইন।

টাকা কর্জ দেয় বা অন্য কোন প্রকারে কোন সরকারী চাকরের উত্তমর্ণ হয় তবে সে অন্যায়রূপে যত টাকার উত্তমর্ণ হইয়াছে তত টাকা সরকারে গুণাগারী দিবে।

জরিমানা।

৫ ধা॥ উপরে লিখিত বিধির অতিক্রমে যে সকল সরকারী চাকর ঋণগ্রস্ত থাকে তাহারা এক বৎসরের মধ্যে তাহার রিপোর্ট শ্রীযুতের হজুরে দাখিল করিবে যদি তাহারা মিয়াদের মধ্যে রিপোর্ট না দেয় তবে এই ব্যবস্থা উল্লংঘন করিয়া কর্জ করিতে যে দণ্ড হইত তাহারদের সেই দণ্ড হইবে।

৬ ধা॥ যে সরকারী চাকরেরা নূতন পদপ্রাপ্ত হয় তাহারা যদি পূর্ব্ব লিখিত বিধির অতিক্রমে কোন ব্যক্তির কিছু ধারে তবে তাহারা সেই বিষয়ের সম্বাদ শ্রীযুতের হজুরে দিবে।

৭ ধা॥ ১৮১৪ সালের ২১ আইনের বিধি উল্লঙ্ঘন যদি কোন এতদ্দেশীয় লোক জ্ঞাতসারে কোন সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করে তবে যে কর্ম্মেতে সে নিযুক্ত হইবে তাহার সেই পদের বার্ষিক মেহনতআনা বা বেতনের দশগুণ জরিমানা সরকারে হইবে।

জরিমানা যেরূপে উসুল করা যাইবে।

৮ ধা॥ এই আইনে লিখিত গুণাগারীর উসূল বিষয়ের তাবৎ মোকদ্দমা শ্রীযুতের হজুরের হুকুমের অনুসারে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের স্মারক ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকর্তৃক অথবা তৎকর্ম্মে অন্য যে কোন সরকারী চাকর নিযুক্ত হইবে তৎকর্তৃক নির্ব্বাহ হইবে। যে মফঃসল আপীল আদালতের এলাকার মধ্যে সে কর্জ লওয়া যায় অথবা মহাজন বাসেন্দা বা সম্পত্তিযুক্ত হয় সেই আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে। মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর আপীল হইতে পারে এবং দেওয়ানী আদালতে অন্য সকল ডিক্রী জারী করণের যে হুকুম আছে সেই হুকুমঅনুসারে সেই ডিক্রী জারী হইবে।

১৮২৪

৩ আইন।

সামান্য মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করাতে।

২ ধা॥ ১ প্র॥ রেজিষ্টরসাহেবেরা যে জিলাতে জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত থাকেন সেই জিলার কোন স্থানে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহা শুনিতে পারেন্।

২ প্র॥ রেজিষ্টরসাহেবেরা সদর মোকামের বাহিরে অন্য কোন স্থানে স্থাপিত হইলে তাহার কর্ম্ম চালানের বিষয়ে বর্ত্তমান যে বিধি আছে সে বিধি উপরে লিখিত মোকদ্দমার উপর খাটিবে।

৩ প্র॥ যে জিলা ও শহরের এলাকার মধ্যে সে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আদালতের জজসাহেবের নিকট ঐ রেজিষ্টরসাহেবেরা রিপোর্ট দিবেন।

৪ আইন।

২ ধা॥ কাগজাদি রেজিষ্টরী করিবার কাছারী সর্ব্বত্র জিলা ও শহরের আদালতের সদর মোকামে স্থাপিত হইবে। ঐ কর্ম্ম রেজিষ্টরসাহেবের কর্তৃত্বে থাকিবে যদি একাধিক রেজিষ্টর থাকেন তবে সদর মোকামে যে রেজিষ্টর থাকেন তাঁহার অধীন থাকিবে যদি রেজিষ্টরসাহেব পীড়া বা অন্য কোন উপযুক্ত হেতুতে আপন কর্ম্ম চালাইতে অক্ষম হন তবে তিনি জজসাহেবের অনুমতিতে এক প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন কিন্তু সে প্রতিনিধি কোম্পানির চিহ্নিত চাকর হইবেন। এবং তিনি সেই পদের নির্দ্ধারিত সুকৃতি করিবেন।

রেজিষ্টরসাহেবের অবর্ত্তমানে এক জন ডিপুটী নিযুক্ত হইবে।

৩ ধা॥ যদি তৎপদে নিযুক্ত কোন রেজিষ্টরসাহেব প্রতিনিধি নিযুক্ত না করিয়া সদরের মোকামহইতে স্থানান্তর যান তবে জজসাহেব সরকারের চিহ্নিত চাকর এক জনকে তৎপদে নিযুক্ত করিবেন এবং তাঁহাকে সে কর্ম্ম উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ করণের সুকৃতি করাইবেন।

৪ ধা॥ যখন রেজিষ্টরী পদ শূন্য হওয়াতে কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করা যাইতে না পারে তখন জজসাহেব সরকারের চিহ্নিত চাকরের মধ্যহইতে কোন ব্যক্তিকে কাগজাদির রেজিষ্টরী পদে নিযুক্ত করিবেন।

৫ ধা॥ যদি সদর মোকামে এমত কোন ব্যক্তি না থাকে যে সে কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় তবে জজসাহেব স্বয়ং রেজিষ্টরসাহেবের কর্ম্ম করিবেন।

৬ ধা॥ যে সকল কাগজাদি ইহার পূর্ব্বে জজসাহেবকর্তৃক বা রেজিষ্টরসাহেবের অবর্ত্তমানতাতে জজসাহেবের অনুমতিতে অন্য কোন চিহ্নিত চাকরকর্তৃক রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহা ঐ আইনদ্বারা মঞ্জুর হইল।

রসুম।

৭ ধা॥ এই আইনের ২। ৩। ৪ ধারাক্রমে যে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইবেন তিনি রেজিষ্টরীর রসুম পাইবেন কিন্তু যখন ৫ ধারাক্রমে জজসাহেব সে কর্ম্ম করেন তখন আপনার দফ্তরখানার খরচা দিয়া বাকী সকল সরকারে জমা করিবেন।

৫ আইন।

নীলের কবুলিয়তের বিষয়ে।

২ ধা॥ ১৮২৩ সালের ৬ আইনের সকল দাঁড়া এই আইনের হুকুমে উড়িষ্যা ও বেহার ও বারাণসের ও দত্ত ও জয়করা দেশের উপর খাটিবে।

১১ আইন।

রেজিষ্টর বা আসিষ্টাণ্ট প্রেরিত হইতে পারেন।

২ ধা॥ জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা আপনং এলাকার মধ্যে সীমানরহুদ্দের বিবাদ

১৮২৪

১১ আইন।

ভঞ্জন অথবা অন্য কোন আদালতসম্পর্কীয় বিষয় নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে সরেজমীনে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে আপনারদের রেজিষ্টর অথবা আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরদিগকে পাঠাইতে পারেন্ যেরূপে অনুসন্ধান করিবেন তাহার বিশেষ আজ্ঞা তাঁহারদিগকে দিবেন।

তাহারদের খরচা।

৩ ধা॥ ফরিয়াদী ও আসামীরা যেং অংশে সাহেবের প্রেরণের খরচা দিবে তাহা জজ ও মাজিস্ত্রেটসাহেব নিশ্চয় করিবেন।

৪ ধা॥ এমত বিশেষ কর্ম্মে প্রেরণের বিষয়ে আদালতসম্পর্কীয় সরকারের সেকূটারি সাহেবের নিকট রিপোর্ট দেওয়া যাইবে।

রোয়দাদের রিপোর্ট করিতে হইবে।

৫ ধা॥ তদ্বিষয়ক রিপোর্ট যে জজ ও মাজিস্ত্রেটসাহেব প্রেরণ করেন্ তাঁহার রুবকারীর এক নকল মফঃসল আপীল অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের জজ সাহেবেরদের নিকট পাঠান যাইবে এবং যদি তাঁহারা সে প্রেরণ অনাবশ্যক বোধ করেন্ তবে তাহা নিবারণ করিতে পারেন্। কিন্তু এ সকল স্থানে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা আপনারদের রুবকারী সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন এবং তাঁহারা যাহা উচিত ও ন্যায় বোধ করেন তদনুসারে হুকুম আজ্ঞা দিবেন।

উকীলেরদের প্রয়োজন নাই।

৬ ধা॥ জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা কেবল অত্যাবশ্যক হইলে আপনারদের রেজিষ্টরসাহেবেরদিগকে প্রেরণ করিবেন। যে আসামী বা ফরিয়াদী তদ্বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহারা কিম্বা তাহারদের মোক্তারকারেরা সরেজমীনে অনুষ্ঠান করণসময়ে রেজিষ্টরসাহেবের সঙ্গে থাকিবেক এবং রেজিষ্টরসাহেবের আদালতে নিযুক্ত উকীলের যাইবার প্রয়োজন নাই।

১৩ আইন।

রসুমের পরিবর্ত্তে মাহিয়ানা।

২ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের যে ভাগ এবং ১৮২১ সালের ২ আইনের যে ভাগ সদর আমীনের রসুমের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা রদ হইল।

২ প্র॥ সদর আমীনেরা রসুমের পরিবর্ত্তে মাহিয়ানা পাইবে।

রাজীনামা।

৩ ধা॥ ১ প্র। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২ ধারা ও ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ৪ ধারা অথবা অন্য যে কোন আইনে লেখা আছে যে প্রথম উপস্থিত মোকদ্দমা ও আপীল রাজীনামাদ্বারা সদর আমীনের সমক্ষে নিষ্পত্তি হয় সে মোকদ্দমার ফরি

য়াদী বা আপেলান্ট যে নালিশী রসুম দিয়াছে তাহা সমুদায় বা তাহার কোন এক ভাগ ফিরিয়া পাইবে না তাহা রদ হইল।

২ প্র॥ সদর আমীনেরদিগকে প্রথমতঃ যে মোকদ্দমা বা আপীল অর্পিত হয় তাহার সওয়াল জওয়াব সম্পূর্ণ হওয়ার ও পাঠ হওনের পূর্ব্বে যদি রাজীনামা দাখিল হয় তবে মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকালে যে ইষ্টাম্পের মূল্য লওয়া গিয়াছে তাহা সমুদায় ফিরিয়া দেওয়া যাইবে কিন্তু যদি সওয়াল জওয়াব পাঠের পর রাজীনামা দাখিল হয় তবে ইষ্টাম্পের মূল্যের কেবল অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবে।

৩ প্র॥ যে ব্যক্তিরা ইষ্টাম্প মূল্য ফিরিয়া পাইবার যোগ্য হয় তাহারদের মাসিক ফিরিস্তি সদর আমীন যে জজ ও রেজিষ্টর সাহেবের সহিত সম্পর্ক রাখে তাঁহারদিগকে দিবে এবং ঐ জজ ও রেজিষ্টরসাহেবেরা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২৫ ধারানুসারে সেই ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া দিতে হুকুম দিবেন।

যোত্রহীনেরদের মোকদ্দমা নিষ্পত্ত্যর্থে সদর আমীনকে অর্পণ করা যাইতে পারে।

৪ ধা॥ ১ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৬৮ ধারা ও ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৬ ধারার যে ভাগে এই নিবারণ আছে যে যে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী যোত্রহীনস্বরূপে নালিশ করিয়া থাকে সে মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকট অর্পিত হইবে না তাহা রদ হইল।

২ প্র॥ জজ ও রেজিষ্টরসাহেব যোত্রহীনের মোকদ্দমা বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার ও নিষ্পত্তিকরণার্থে সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন।

৩ প্র॥ যে যোত্রহীন আসামী বা যোত্রহীন আপেলান্ট বা রিস্পণ্ডেণ্টের সম্পর্কীয় প্রথমতঃ মোকদ্দমা বা আপীল সদর আমীনের নিকট নিষ্পত্ত্যর্থে অর্পিত হয় তাহার উপরে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের বিধি খাটিবে। কিন্তু যে জজ বা রেজিষ্টরসাহেবের নিকট ঐ সদর আমীন নিযুক্ত থাকে তাঁহার লিখিত হুকুম বিনা কোন ব্যক্তি যোত্রহীনস্বরূপে তাহার নিকট নালিশ করিতে পারিবে না।

৪ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারায় যে অনুসন্ধানবিষয়ে লেখা আছে তাহা করিতে সদর আমীন নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু যোত্রহীনস্বরূপে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করণবিষয়ে চূড়ান্ত হুকুম জজ ও রেজিষ্টর সাহেবের অনুমতি বিনা হইবে না।

তাহারদের মুৎফরক্কা কার্য্য।

৫ প্র॥ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৬ ধারার ৫ প্রকরণ রদ হইল। কিন্তু তা

১৮২৪

১৩ আইন।

হার মধ্যে লিখিত অনুসন্ধান বা নিষ্পত্তিকরণে যদি সদর আমীনেরদের কোন আব শ্যক খরচ লাগে তবে জজসাহেব সেই অনুসন্ধান বা নিষ্পত্তি সমাপ্ত হইলে যেমন উচিত বোধ করেন্ তদনুসারে মোকদ্দমার এক পক্ষে অথবা উভয় পক্ষে সে খরচা দিতে হুকুম দিবেন।

১৪ আইন।

২ ধা॥ ১ প্র॥ ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৫ আইন ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইন ও ১৮১২ সালের ৫ আইন ও ১৮১৩ সালের ৭ আইন ও ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের যে ভাগে রফাকরণ রিপোর্ট করণার্থে কালেক্টরসাহেবকে যে সরাসরী মোকদ্দমা অর্পণ করিতে জিলা ও শহরের জজসাহেবেদের প্রতি হুকুম আছে তাহা নীচে লিখিত ধারানুসারে শুধরা গেল।

হুকুমের দ্বারা অর্পণ হইবে।

২ প্র॥ ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৩ ধারানুসারে জজসাহেব কালেক্টরসাহেবকে সরাসরী মোকদ্দমা অর্পণ করিলে তিনি এই হুকুম পাঠাইবেন যে কালেক্টরসাহেব নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে মোকদ্দমা ডিক্রী করেন্ অথবা মিয়াদের মধ্যে যদি ডিক্রী করিতে না পারেন্ তবে তাহা নাকরণের হেতু দর্শাইবেন।

৩ প্র॥ অনেক বিলম্ব হইলে জজসাহেব কালেক্টরসাহেবের স্থানহইতে সে মোকদ্দমা ফিরিয়া লইতে পারিবেন।

৩ ধা॥ কালেক্টরসাহেবেরদের ক্ষমতা আছে যে পূর্ব্বোক্ত ধারানুসারে যে মোকদ্দমা তাঁহারদের নিকট সমর্পিত হইবে তাহা তাঁহারা সরাসরীমতে ডিক্রী করিতে পারিবেন।

কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা।

৪ ধা॥ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণে কালেক্টরসাহেব এই আইনের বিধানুসারে অথবা ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও ডিক্রী বিষয়ে অন্য যে কোন আইন থাকে তদনুসারে কার্য্য করিবেন। ডিক্রী জারীকরণব্যতিরেকে অন্য সকল হুকুম প্রেরণ করিতে কালেক্টরসাহেবের দেওয়ানী আদালতের তুল্য পরাক্রম থাকিবে।

রফানামার জারী।

৫ ধা॥ এই আইনের বিধিক্রমে কালেক্টরসাহেবেরা যে সকল ডিক্রী করিবেন তদ্বিষয়ে জজসাহেবকে এত্তেলা দিবেন ও সকল কাগজপত্র আদালতে প্রেরণ করিবেন কালেক্টরসাহেবের রফানামা জজসাহেবদ্বারা জারী হইবে।

উকীল বা মোক্তার।

৬ ধা॥ উপরে লিখিত মোকদ্দমায় করিয়াদী বা আসামী উচিত বোধ করিলে

১৪ আইন।

উকীল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারে। ঐ উকীল অথবা প্রতিনিধির মেহনত আনা তাহার ও মওক্কেলের মধ্যে রফা হইবে কিন্তু যে ব্যক্তি মোকদ্দমায় পরাজিত হইবে সে ব্যক্তির স্থানে উকীল বা সে মোক্তারকারের পরিশ্রমের উপযুক্ত মেহনত আনা বিনা অধিক কিছু লওয়া যাইবে না।

সওয়াল জওয়াব।

৭ ধা॥ উপরে লিখিত মোকদ্দমায় ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে এক নালিশ ও এক জওয়াব বিনা আর কোন সওয়াল ও জওয়াবের আবশ্যক নাই।

৮ ধা॥ মোক্তারনামা ও ওকালৎনামা ও সওয়াল ও জওয়াব ও চূড়ান্ত ডিক্রী আটআনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবে। এবং দস্তাবেজের উপর অথবা সাক্ষিরদের বিষয়ে কিছু রসুম লওয়া যাইবে।

জিলার কোন ভাগে বিচার হইতে পারে।

৯ ধা॥ কালেক্টরসাহেবেরা জিলার যে স্থানে থাকুন উপরে লিখিত মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কিন্তু তিনি অতিপ্রকাশস্থানে ও উভয় বিবাদির সম্মুখে তাহা শুনিবেন।

বিবাদিরা অসম্মত হইলে রোয়দাদ।

১০ ধা॥ যদি কোন ব্যক্তি এই আইনঅনুসারে কালেক্টরসাহেবের এরূপ সরাসরী ডিক্রীতে অসম্মত হয় তবে সে জিলা ও শহরের আদালতে জাব্দামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে এবং ঐ রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব সরাসরী তদারকের সকল রোয়দাদ মোকদ্দমার ফরিস্তির মধ্যে দাখিল হইবে।

১৫ আইন।

২ ধা॥ ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ও ১৭৯৫ সালের ১৪ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন ও ১৮১৩ সালের ৬ আইনের যে ভাগে ভূমির জবরদস্তী বেদখলের বিষয়ে অথবা ভূমি দখলকালে জবরদস্তী আত্যাচারবিষয়ে মোকদ্দমার সরাসরী বিচারদৃষ্টে লিখিত আছে তাহা স্থগিত গেল।

দেওয়ানী আদালতে বর্ত্তমান সরাসরী মোকদ্দমা।

৩ ধা॥ যখন পোলীসের আমলার রিপোর্টদ্বারা অথবা ফৌজদারী আদালতের রোয়দাদদ্বারা এমত বোধ হয় যে ভূমি বাটীপ্রভৃতির বিষয়ে অথবা ভূমির উপরে জল সেচনের অধিকারবিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে শান্তি ভঙ্গনের সম্ভাবনা আছে তবে মাজিস্ট্রেটসাহেব অথবা জাইণ্টমাজিস্ট্রেটসাহেব বিবাদিরদিগকে এই হুকুম দিবেন যে তাহারা স্বয়ং হাজির হইয়া অথবা উকীলদ্বারা ফৌজদারী আদালতে আপনারদের দখলের বেওরার ফর্দ্দ দাখিল করে এবং

১৮২৪

১৫ আইন।

আপনারদের বেদখলী বিষয় অথবা দখলকালীন বিপক্ষকর্তৃক অত্যাচারগুস্তবিষয়ক প্রমাণ দিবে। এবং তাহাতে ঐ আদালতের সাহেবেরা উভয় বিবাদির বেওরার ফর্দ্দ এবং সাক্ষী বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমার ন্যায় অন্যায়বিষয়ে সরাসরী ডিক্রী করিবেন। এবং যেপর্য্যন্ত দেওয়ানী আদালতে জাব্দামতে মোকদ্দমা উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইয়া ডিক্রীর সাব্যস্থ কি রদ হয় সেপর্য্যন্ত যে পক্ষে ডিক্রী হয় — লোকের হাতে থাকিবেক।

৪ ধা॥ মাজিস্ত্রেটসাহেব যখন উভয় সাক্ষিরদিগকে তলব করেন তখন তাহার রোয়দাদের এক নকল দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন যে সে বিষয়ে জাব্দামতে মোকদ্দমাব্যতিরেকে ঐ মোকদ্দমাতে আর কোনরূপে বিচার না হয়। দেওয়ানী আদালতে তদ্বিষয়ে এক সরাসরী মোকদ্দমা বর্ত্তমান থাকিলে জজ কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবেরা তাহার রোয়দাদ মাজিস্ত্রেটসাহেবের নিকট হুকুমের জন্যে পাঠাইবেন।

ক্ষতি।

৫ ধা॥ এই আইনের প্রকরণের অভিপ্রায় এই যে সাধারণ শান্তি বজায় রাখিবার নিমিত্তে কেবল দখলের হক বিষয় ফৌজদারী আদালতে সরাসরীরূপে নিশ্চয় হয়। অতএব এই সকল মোকদ্দমায় মাজিস্ত্রেটসাহেব ক্ষতি বলিয়া কোন জরিমানার হুকুম দিবেন না। সে ক্ষতির জরিমানার বিষয়ে চলিত আইনঅনুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে হইবে।

দায়ের ও সায়েরী আদালতে আপীল।

৬ ধা॥ মাজিস্ত্রেট কিম্বা জাইণ্ট মাজিস্ত্রেটসাহেবেরা যে ডিক্রী করিবেন তাহার আপীল নাই কিন্তু যদি আপীলের এই হেতু হয় যে আইন সে স্থলে খাটে না তবে আপীল হইতে পারে। এবং কেবল সেই হেতুদৃষ্টে সেই এলাকার দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন যদি তাহা ডিক্রীর পর এক মাসের মধ্যে দাখিল হয়। আইন না খাটারবিষয়ে যদি সাব্যস্থ না হয় তবে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিস্‌মিস্ করিবেন। যদি অন্য পক্ষে মাজিস্ত্রেট বা জাইণ্ট মাজিস্ত্রেটের ডিক্রী আইনের অমূলক বোধ হয় তবে দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা তাহার অন্যথা করিবেন এবং মোকদ্দমার সকল বেওরাদৃষ্টে যাহা ন্যায় ও উচিত বোধ করেন তদনুসারে হুকুম দিবেন।

সমাপ্ত।

অশুদ্ধশোধনপত্র।

পৃষ্ঠা	মূলের পংক্তি	জেকেরের পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	०	৪	৩ ধারার পরে ১ প্রকরণ পড়।	
৮	०	১২	২২ আইন	১২ আইন।
১২	৩২	०	২৩ আইন	১৩ আইন।
১৩	०	৭	২ আইন	১২ আইন।
২৫	১	०	১৮১১ ॥ ১৮ আ ॥ ২ ধারা	১৮১৭ ॥ ১৮ আ ॥ ৬ ধা
৩৮	১০	৫	৫২ আইন	৬২ আইন।
৪৭	১২	०	৩৯ আইন	৪৯ আইন।
৬৭	०	১৬	২৩ আইন	১৩ আইন।
৬৮	०	৫	১৪ ধারা	২ ধারা।
৭১	०	১৩	৮ ধারা	৭ ধারা।
৭২	২৭	०	২৪ আইন	২ আইন।
৮৭	২৬	०	৯ ধারা ত্যাগ করিয়া সেই ধারার কথা ৮ ধারার সঙ্গে পড়	
৯১	०	৩	১৪ আইন	১ আইন।
——	०	১৪	৭ ধারার পর দুই প্রকরণ পড়।	
১১২	২৫	०	২৮ আইন	৩৮ আইন।
১১৯	०	৪	১৮২৬ সাল	১৮১৭ সাল।
১২৫	०	১০	১৮১৪ ॥ ২৪ আ ॥ ১৩ ধারা ৪ প্র	১৮২৪ ॥ ১৩ আ ॥ ৪ ধা।
১২৬	०	৩	১৮২১ ॥ ৫ আ ॥ ৩ ধা	১৮২১ ॥ ২ আ ॥ ৫ ধা ॥ ৩ প্র।
১৩২	०	১৪	৩ ধারা	২ ধারা।
১৩৯	०	১৩	ধারা	৯ ধারা।
১৪০	৬	०	৩২ ধারা	২ ও ৩ ধারা।
——	०	৬	১ ধারা	২ ধা ॥ ১ প্রকরণ।
১৫৩	২৫	०	৬০০০ টাকা	৫০০০ টাকা।
১৫৭	৮	०	১৮১০ সাল	১৮০২ সাল।
১৬৭	২৩	०	১৮১৪ সাল	১৮১৩ সাল।
১৭২	৪	०	৩ প্রকরণ	২ প্রকরণ।
১৭৪	৯	०	১৭৯৫ সাল	১৭৯৪ সাল।
——	১২	०	১২ ধারা	২১ ধারা।
——	২১	०	১৫ ধারার পরে ৩ প্রকরণ পড়।	
১৭৬	২৬	०	৬ আইন	২৬ আইন